গ্রোথ্ অফ্ দি সয়েল্

নূট হামস্থন্-এর

গ্রোথ্ অফ্ দি সয়েল্

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বসু

অনূদিত

—তিন টাকা—

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক

কয়েকটি বিখ্যাত ইউরোপীয় উপন্যাসের মর্ম্মানুবাদ :—

ব্রাদার্স কারামাজভ (যন্ত্রস্থ)

ফাদার্স এণ্ড সন্স্

ঘোষ্ট্স্

স্মোক্

ক্রাইম এণ্ড পানিশমেণ্ট

১৮বি, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীসত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য্য কর্তৃক প্রকাশিত ও
তাপসী প্রেস, ৩০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীসূর্য্যনারায়ণ ভট্টাচার্য্য কর্তৃক মুদ্রিত

পৃথিবীতে মানুষ বিচিত্র ব'লে সাহিত্যও বিচিত্র। বিশ্ব-সাহিত্য প'ড়লে বিশ্বভ্রমণের কাজ হয়। যাদের নিয়ে এই বিপুল সাহিত্য-ছবি আঁকা হ'য়েছে তারা একই স্নেহ ও প্রেম, আশা ও আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ ও বেদনা, কামনা ও ত্যাগের সুরে বাঁধা বিচিত্র মানবজাতি। তাই আইসল্যাণ্ডের মানুষের কাহিনী প'ড়তে প'ড়তে রাজপুতানার মরু-বালকের চোখে জল ভ'রে আসে; কাফ্রী রমণীর ব্যর্থ প্রেমের ইতিহাস ইংলণ্ডের সম্রাট-তনয়ার মন উদ্‌ভ্রান্ত ক'রে তোলে। সাহিত্য এমনই সামগ্রী, এমনই জাদু সাহিত্যের অক্ষরে অক্ষরে।

আর যাঁরা রচয়িতা তাঁরা অমনিই বহু বিচিত্র অথচ এক। এ যেন একই ওস্তাদ জাদুগরের শিষ্য হ'য়ে বহু রকমকে এঁরা বহু খেলা দেখিয়ে চলেছেন। সেই কারণে সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের নিয়ে সমস্ত পৃথিবীর লোকের কৌতুক ও কৌতূহলের শেষ নেই। এই গ্রন্থের লেখক নুট-হামসুন্ এমনি একজন অসামান্য পুরুষ, বিশ্ব-সাহিত্যের ইতিহাসে এঁর অভ্যুদয় অবতারের আবির্ভাবের মতই স্মরণীয়।

এঁর আসল নাম নুট পেডারসেন্—হামসুন নাম নিয়ে লিখতে শুরু করেন। ছেলেবেলায় বাপ-মা মারা যায়। মানুষ হ'য়েছিলেন কাকার কাছে। নুটের কাকা ছিলেন গাঁয়ের পাদ্রী। লেখাপড়া বেশীদূর হ'লো না। সতেরো বছর বয়সে গাঁ থেকে বেরিয়ে এসে এক মুচীর দোকানে চাকরি নিলেন। পাদ্রীবংশের ছেলে হ'লো মুচীর চাকর। কিন্তু নুটের খুব মন্দ লাগ্‌তো। তারপর হঠাৎ একদিন একটা ছোট জাহাজে কয়লা-কুলির কাজ নিয়ে বেরিয়ে প'ড়লেন। সমস্ত নরওয়ে দেশটা ঘুরে বেড়াতে লাগলেন জাহাজে জাহাজে। কখনো নাবিকের দলে ভর্তি হন্, কখনো উত্তর নরওয়ের কোন বন্দরে নেমে তারপর দেশের অভ্যন্তরে গিয়ে বনের মধ্যে কাঠুরের কাজ ক'রতে থাকেন—আবার কখনো বা বন্দরে এসে কোন জাহাজে একটা চাকরি নিয়ে উত্তর থেকে দক্ষিণে চলে আসেন। ঘুরে বেড়াবার নেশায় নুট পাগল হ'য়ে যেতেন।

কিন্তু নরওয়ে দেশ আর কতটুকু। নুট পৃথিবী দেখবার জন্ম ব্যাকুল হ'য়ে উঠ্‌লেন। অনেক চেষ্টা ক'রে আমেরিকাগামী এক জাহাজে চড়ে পাড়ি দিলেন—অতলান্তিক পার হ'য়ে আমেরিকা। সেখানে পৌঁছেই জাহাজ ছেড়ে পালিয়ে গিয়ে শহর থেকে দূরে এক চাষীর কাছে কাজ নিলেন। চাষ করতে ওঁর খুব ভালো লাগে ছোটবেলা থেকেই। কাজেই চাষীর অনুচর হ'য়ে খুব খুসি হ'লেন। কিন্তু বেশীদিন কিছুই ভালো লাগে না। একদিন শহরে এসে একটা কাজ নিলেন—ট্রাম গাড়ীর কণ্ডাকটারের। শোনা যায় ওঁর বিখ্যাত বই 'হাঙ্গার' বা বুভুক্ষা এই সময়কার রচনা। এই বইখানি ডেনমার্কের কোন সাময়িক পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়।

ট্রামগাড়ীর কাজ ছেড়ে ওঁর সখ হ'লো রেলগাড়ীর কাজ করবেন। বোধ হয় ওঁর ঝোঁকটা ছিল দূরত্বের দিকে। অনেক দূর দেশ থেকে দেশান্তরে না গেলে সুখ নেই। চাকরিও একটা মিলে গেল—ওঁর কাজ হ'লো প্রথম শ্রেণীর যাত্রীদের সুখ সুবিধা দেখা, দূরগামী গাড়ীর যাত্রীদের রাত্রিতে পাহারা দেওয়া। কিছুদিন পরে এ কাজও ছেড়ে দিয়ে নুট দেশে ফিরে এলেন। কিন্তু দেশে মন বসে না কিছুতেই—আবার পাড়ি দিলেন আমেরিকায়। সেখান থেকে আটজন সঙ্গী জোগাড় ক'রে গেলেন নিউ-ফাউণ্ডল্যাণ্ড। সেখানে মাছের ব্যবসায় মন দিলেন। পৃথিবীর সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই, সভ্যতা থেকে বহু দূরে ঐ দ্বীপটিতে ব'সে মাছ ধরেন আর বিক্রী করেন। পুরো তিন বছর নুটের এমনি ক'রে কেটে গেল।

নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড থেকে ফিরে এসে নুট ইয়োরোপ ভ্রমণে বেরিয়ে পড়লেন। তখন ওঁর অবস্থাটা একটু স্বচ্ছল হ'য়েছে। ফ্রান্স, জার্ম্মানী থেকে রাশিয়ার প্রান্তবর্ত্তী ককেশাস্ পর্ব্বত পর্য্যন্ত বেড়িয়ে এলেন। শৈশব থেকে যৌবনের শেষ সীমানায় পৌঁছেও নুট বিভিন্ন দেশে বিচিত্র অনুভূতির মধ্য দিয়ে জীবনকে উপলব্ধি করবার লোভ ত্যাগ করতে পারেন নি। এত ঘুরে বেড়িয়েছেন, এত মানুষের সঙ্গে মেলামেশা ক'রেছেন তবু কোন দিন কেউ ওঁর অন্তরঙ্গ হ'য়ে ওঠে নি। নুট চিরদিন নিঃসঙ্গ, চিরদিনই একা। স্বভাবতঃ তিনি স্বপ্ন-বিলাসী, তাঁর চিরদিনের স্বপ্ন মানুষ সুখী হবে, সহজ হবে, সভ্যতার গ্লানি থেকে মুক্ত হবে। মানুষের জীবনে আসবে শান্তি, যে শান্তি নিবিড় অরণ্যের ছায়ায়, শরতের মেঘমুক্ত উদার আকাশে, কুটিরবাসী কৃষকের ছোট সংসারটিতে।

গ্রোথ্ অফ্ দি সয়েল প্রকাশিত হয় ১৯১৭ সালে। এই বইখানির

জন্তই তাঁকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয় তার পরের বছর। এই কাহিনীতে নুট হামসুনের নিজস্ব আদর্শ ও ভাবধারার পরিচয় পাওয়া যায়। কথা-সাহিত্যের মধ্য দিয়ে নুট বিশ্ববাসীর কানে যে বাণী শুনিয়েছেন সে-বাণী অবহেলার যোগ্য নয়। বর্তমান সভ্যতার কালে দুঃসাধ্য-সাধনপন্থী মানুষকে একদিন সেইপথে চলতেই হবে। সভ্যতার কঠিন চকাজে মানুষের অন্তরবাসী দেবতা আজ অপমানিত, এ লাঞ্ছনা আর সইবে না।

নুট হামসুন্ কৃষিব্রতী। তাঁর গ্রন্থের বিক্রয়লব্ধ টাকায় তিনি মোটর গাড়ী কিনে প্যারিসে কিংবা লণ্ডনে এসে অট্টালিকা তৈরী করেন নি। সভ্যতা থেকে, যন্ত্রের যন্ত্রণা থেকে অনেক দূরে তিনি জমি কিনেছেন। নিজে হাতে চাষ করেন, আসলে উনি চাষীই। সাহিত্যের খ্যাতি ওঁকে স্পর্শ করেনি আজও।

বিশ্বসাহিত্যে তাঁর এই বইখানিই শ্রেষ্ঠ দান। আমাদের দেশের সাহিত্যেও এ ধরণের বইয়ের মূল্য অনেকখানি।

১

পাহাড়ের পর পাহাড়, একটির থেকে আর একটির উচ্চতা বেশী। ছোট থেকে বড় হ'তে হ'তে পাহাড় যেন পর্ব্বত হ'য়ে উঠেছে। দু'টি শিখরের মধ্যকার ব্যবধান গভীর অরণ্যে ঢাকা। মাঝে মাঝে বিস্তীর্ণ উষর কাঁকর-প্রান্তরও দেখা যায়। সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে আজও সেখানে হলের চিহ্ন পড়েনি, মানুষের হাতের ছোঁয়া না পেলে সে প্রান্তর শ্যামল হ'য়ে উঠবে না কোন দিন। দক্ষিণ দিক থেকে একটা পায়ে-হাঁটা পথ এঁকে বেঁকে পাহাড়ের মাথায় উঠে, উষর অধিত্যকায় নেমে আবার পাহাড়ের গা' বেয়ে গভীর অরণ্য ভেদ ক'রে উত্তর দিকে কোথায় অদৃশ্য হ'য়ে গেছে। কে এ পথ দিয়ে এসেছিলো? কার পদচিহ্ন দিয়ে এ পথ তৈরী হ'লো? হিংস্র শ্বাপদ নয়, আশ্রয়হীন পশু নয়, মানুষই এসেছিল ঐ গভীর অরণ্য আর পর্ব্বত পার হ'য়ে। তারই পায়ের দাগ প'ড়েছিল ঐ পাহাড়ের গায়ে সকলের আগে। তারপর কোন কোন জন্তু এসেছে শিকারের সন্ধানে, হয়ত লোভ পেয়েছে বা কোন মানুষ এসেছে জনমানবের দেখা পাবার আশায়। এমনি ক'রে ঐ পথ জেগে উঠেছে, যে ভূমি ছিল মানুষের অধিকার বর্জ্জিত সেই ভূমি অতিক্রম ক'রে তাদের [illegible] শুরু হ'লো যারা পথ তৈরী ক'রলে, তারা দাবি ক'রলে অধিকার।

সেই প্রথম দিন যে মানুষটি এসেছিল, [illegible] ছিল, লক্ষ্য ছিল না। সে চলেছিল উত্তর দিকে। কাঁধে একটা বোঁচকা, তার মধ্যে খাবার আর কিছু বস্ত্রপাতি। বলিষ্ঠ উন্নতদেহ কিন্তু সর্বাঙ্গে একটা ক্লান্তি, মাংসপেশীতে লৌহের কঠিনতা। লোকটির মুখে, হাতে পায়ে অসংখ্য ক্ষতচিহ্ন, ঘা আরোগ্য হ'চ্ছে না, কারখানায় কাজ ক'রতে ক'রতে জখম হ'য়েছে, বোঝা যায় না। মনে হয় পলাতক আসামী, আত্মগোপন ক'রতে এসেছে কিংবা কোন দার্শনিক সংসারের প্রাত্যহিক সংগ্রাম থেকে পালিয়ে এসে এই অরণ্যের মধ্যে শান্তি খুঁজে বেড়াচ্ছে। সে যাই হোক, লোকটি এগিয়ে চলে। জীবহীন, শব্দহীন অরণ্য আর প্রান্তরপথে মানুষের আবির্ভাব ঘটে। পায়ের তলাটা ঘসে ঘসে লোকটি পথ চলে, আপন মনে মাঝে মাঝে কি যেন বলে। পাহাড়ের গায়ে প্রতিধ্বনিত হ'য়ে ফিরে আসে ওর কণ্ঠস্বর, "হবে, হবে, ঠিক হবে।" বনের মাঝখানে একটুখানি পরিষ্কার স্থান বেছে নিয়ে, বোচ্‌কাটা নামিয়ে রেখে, নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে কি যেন খুঁজে বেড়ায়। তারপর ফিরে এসে বোচ্‌কা কাঁধে তুলে নিয়ে আবার চলতে সুরু করে। সারাদিন ও এগিয়ে চলে, সূর্য্যের দিকে তাকিয়ে সময় নির্ণয় করে। অন্ধকার নেমে আসে, প্রান্তরের এক পাশে অরণ্যের কিনারে ও শুয়ে পড়ে বাহুতে মাথা রেখে।

বিশ্রামের সময়টুকু সংক্ষিপ্ত, প্রত্যূষের প্রথম আলোকে ঘুম থেকে জেগে আবার যাত্রা সুরু হয়। "হবে, হবে, ঠিক হবে"—উত্তর দিকে চলতে চলতে লোকটি ব'লে ওঠে—"হঁ! ঠিক্ হবে, হঁ!" পশ্চিম দিকে তাকিয়ে দেখে বেলা পড়ে এসেচে। যবের ছাতু দিয়ে তৈরী রুটি আর ছাগলের দুধ থেকে বানানো পনীর এ ছাড়া আর কোন খাবার নেই। ঝরণা থেকে অঁাজলা করে জল খেয়ে নিয়ে আবার বোচ্কাটা কাঁধে তুলে নেয়। অনেকদিন হ'লো এমনি ক'রে লোকটি পাহাড়ের পর পাহাড় পার হ'য়ে চলেচে। অনেক সুন্দর, অনেক উর্বর উপত্যকাভূমি আজও আবিষ্কার করা হয় নি। অরণ্যের মধ্যে শ্যামল সমতল একটুখানি স্থান বেছে নেবার জন্যই কি ওর এই অভিযান? জনসমাজ থেকে পালিয়ে এসেচে কিসের সন্ধানে, কিছুই বোঝা যায় না। ওর চোখের দৃষ্টি কি যেন অন্বেষণ করে। চলতে চলতে সহসা দেখা যায় ও তাকিয়ে থাকে, তীক্ষ্ণ সচকিত ওর চাহনি। পাহাড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে অতি দূর দিগন্তরালবর্ত্তী প্রান্তর-সীমা পর্যন্ত ওর দৃষ্টি চলে। দূরে পর্ব্বতশ্রেণীর আড়ালে সূর্য্য এক সময় হারিয়ে যায়।

একটা বিস্তীর্ণ উপত্যকাভূমির পশ্চিম ধার দিয়ে ও চলেছিলো। পাইন আর ফারগাছের মাঝে মাঝে পল্লব-ঘন গাছের শ্রেণী। এই উপত্যকাভূমি কঠিন নয়, পায়ের তলায় তৃণগুল্ম অনুভব ক'রতে ক'রতে ও এগিয়ে চলে।

সেদিন কয়েক ঘণ্টা হাঁটবার পর এক সময় দূর থেকে ভেসে আসা নদীকল্লোল শুনতে পেলে আর তখনই ও একটি পাহাড়ের মাথায় চড়াই ভেঙে দৌড়ে উঠে গেল। কিন্তু অতটা উঁচুতে উঠেও কিছু দেখা গেল না, শুধু দূরে ঘনীভূত অন্ধকারের গহ্বর থেকে উপলাহত কোন ঝরণাধারার কলধ্বনি উঠে আসতে লাগলো। এতদিনে ওর অন্তরে আশার সঞ্চার হলো, ঐ নদীর ইঙ্গিতে ও যেন কোন বন্ধুর সন্ধান পেয়েচে। কিন্তু তখন রাত্রি হয়েচে, পাহাড়ের চূড়ায় ও বিশ্রামের ব্যবস্থা ক'রে নিলে।

ভোরবেলা উঠে নদীর কলশব্দ অনুসরণ ক'রে চলতে চলতে এক সময় একটি অতি সুন্দর দৃশ্য ওর চোখে প'ড়লো। ঐ উপত্যকা পেরিয়ে এক জায়গায় এসে দেখ্লে ওর বাঁদিকে মস্ত উঁচু এক পাহাড় আর ডানদিকে বিস্তীর্ণ সমতল প্রান্তর। পাহাড়ের গায়ে ছোট ছোট গাছ, দূরের থেকে দেখায় যেন শ্যামল আস্তরণে ঢাকা। ডানদিকের ঐ প্রান্তরও তৃণশস্পে সবুজ দেখাচ্চে, বহুদূরে ধূম্রকিরীট পর্ব্বতশ্রেণীর পায়ের কাছে ঐ প্রান্তরের সীমানা। মেষ ও গরু চরানো খুব ভালো হবে এখানে। পাহাড়ের ওপর উঠে কিছুদূর যেতেই একটি শীর্ণ নদীরেখা চোখে প'ড়লো। এই খরস্রোতার কলধ্বনি কতদূর থেকে সে শুনেছে। পাহাড়ের এই দিকটায় খানিকটা বনভূমি, তার অনেক নীচে নদীটি এঁকে-বেঁকে ছোট-ছোট পাহাড়ের ভীড়ের মধ্যে অদৃশ্য হ'য়ে

গেছে। যে প্রান্তর ও এইমাত্র পেরিয়ে এলো সেটি এই পাহাড়ের অপর দিকে। এখান থেকে প্রান্তরের প্রান্তটুকুও চোখে পড়ে না। নদীর অপর পারে কিছুদূর পর্যন্ত বনভূমি তারপর আবার পাহাড়ের শ্রেণী। লোকটি ভালো ক'রে ঘুরে ঘুরে দেখ্তে লাগ্লো। হাঁ, বেশ হবে—লোকটি ঘাড় নাড়লো আপন মনেই।

একটি পাখী আগন্তুকের পায়ের শব্দে একবার ডানা মেলে উড়ে গেল। পাখী রইলো গাছে গাছে আর মেষ চরবে ঐ মাঠে। জায়গাটি মন্দ নয়, ভালই লাগবে এখানে। গাছের ডালে ডালে কতরকমের ফল—তা' ছাড়া ফুল যা ফুটে রয়েছে তার বর্ণের সমাবেশ দেখবার মত। ঝুলির মধ্য থেকে কোদাল বার ক'রে মাটি খুঁড়ে দেখলে জমিটা ফসল হবার মত। বহু সহস্র বৎসরের জমানো গাছের ডালপালা পচে এই মাটি তৈরী। বেশ জায়গা, এতদিনে থাকবার মত একটুখানি স্থান খুঁজে পাওয়া গেল। এইখানেই ও থাকবে। পাহাড়ের এই দিকটায় থাকবে আর ওদিকে ঘুরে গিয়ে ঐ মাঠটায় ওর মেষ-গরু চরানো চলবে। তবে দেখ্তে হবে কাছাকাছি আর কি কি সুবিধা আছে।

পাহাড়ের এই দিকটায় বনভূমির খানিকটা ও পরিষ্কার ক'রে নিলে। সেখানে ওর ঝুলিটি রেখে সারাদিন বনের পথে ঘুরে দেখে আসে, এ ওর আবিষ্কার করার নেশা। সন্ধ্যাবেলা ফিরে এসে এই স্থানটিতে ও সুখস্বপ্ন উপভোগ করে। ঝুলির ভিতর থেকে কিছু খেয়ে পরম আলস্যে দেহ এলিয়ে দেয়। পাইন গাছের শুকনো ঝরা পাতার স্তূপের উপর ওর শয্যা আর ওর মাথার উপর ঝুঁকে প'ড়েছে একটা পাহাড়ের চূড়া।

মনের মতন স্থান একটা খুঁজে পাওয়া সকলের চেয়ে কঠিন। সেই ঠাঁইটুকু আজ পাওয়া গেল। যে ভূমি কারুর ছিল না কোনদিন, সেই ভূমি আজ ওর। কিন্তু তাই বলে আরাম করা চলবে না, এখনই ওর কাজের দিন এলো। পরদিন থেকেই সুরু হলো কাজ, বার্চ গাছের ছাল কেটে এনে জড়ো ক'রতে লাগলো। বহুদূর অরণ্য থেকে বার্চগাছের ছাল এনে শুকিয়ে একদিন পিঠে এক মস্ত বোঝা নিয়ে যে পথ দিয়ে ও এসেছিল সেই পথের চিহ্ন লক্ষ্য ক'রতে ক'রতে গ্রামে গিয়ে সেগুলি বিক্রী ক'রে এলো। ভূর্জ বা বার্চগাছের ছাল দিয়ে ওদেশে ঘরের দেওয়াল তৈরী হয়। এই দীর্ঘপথ বোঝা-পিঠে ও অনায়াসে অতিক্রম ক'রে আবার ফিরে এলো ওর এই নূতন দেশে। গ্রাম থেকে ফেরবার সময় চারপাঁচটা থলি বোঝাই করে খাবার নিয়ে এলো আর কতকগুলো যন্ত্রপাতিও নিয়ে এলো। এক থলি বোঝাই আটা, একটা রান্না ক'রবার বাসন আর একটা বড় কোদাল—যাওয়া আসা বোঝা-পিঠে ক'রেই ক'রলে। এ অরণ্যে এই মানুষটি যেন মালবোঝাই করা নৌকা, পারাপার

ক'রছে কিন্তু বোঝা আছে চাপানো। এই কাজটি ওর প্রিয়, ও ভালোবাসে বিপুল ভার বহন ক'রে দীর্ঘ পথ যেতে, বহন ক'রবার মতো কিছু না থাকলে জীবন বৃথা। যে জীবনে বহন করার প্রয়োজন নেই, সে জীবনের কথা ও ভাবতেই পারে না, ও চায় না তেমন বেঁচে থাকা।

একদিন বার্চগাছের ছাল বিক্রী ক'রে ফেরবার পথে তিনটা ছাগল সঙ্গে নিয়ে এলো। ছাগল তিনটা এক-সঙ্গে বাঁধা, ওর পেছু পেছু আসচে। একটা মস্ত ফারগাছের গুঁড়ির সঙ্গে তাদের বেঁধে রাখলে। তিনটা ছাগশিশুর দিকে তাকিয়ে গর্বে ওর বুক ভ'রে ওঠে, যেন তিনটে গাভী সংগ্রহ ক'রে এনেচে। ওদের খাওয়ার ব্যবস্থা ক'রে সারাদিন, কাজের ফাঁকে ফাঁকে এসে দেখে ওরা কি ক'রচে।

একজন ল্যাপ্ যুবক উত্তরদিক থেকে আসছিল, যাবে দক্ষিণে গ্রামের দিকে, কিংবা শহরে। এরা বেদুইন, দুর্গম পথে চলে। যে অরণ্য সাধারণ মানুষের অগম্য সেই অজ্ঞাত জলাজঙ্গলের মধ্য দিয়ে ওদের যাতায়াত সহজ হয়। পাহাড়ের গায়ে ছাগল চরচে দেখে বেদুইনটি বনের মধ্যে এসে দাঁড়ালো। ছাগল দেখে ওর মনে হ'লো এই লোকটি এই বনে বাস ক'রতে এসেচে। বললে, "তুমি কি এইখানে চিরকাল থাকবে ব'লে এসেচ নাকি?"

"হাঁ।" বার্চগাছের ডালগুলো বাঁধতে বাঁধতে ইসাক্ বললে।

"তোমার নাম কি?"

"ইসাক্। তোমার জানাশোনা কোন মেয়েছেলে আছে যে এখানে এসে থাকতে পারে? এই আমাকে একটু সাহায্য ক'রবে আর কি।"

"না বাপু, তেমন মেয়ে আমার জানা নেই। তবে যাদের সঙ্গে দেখা হবে তাদের ব'লে দেখতে পারি।"

"তাই ব'লো। ব'লো যে আমার এখানে ছাগল আছে পাখী আছে কিন্তু তাদের দেখবার লোক নেই।"

বেদুইনটি চলে গেল। লোকটা তা'হলে চলেচে গাঁয়ে। ইসাক্ ভাবলে।

ইসাক্ তার নাম বললে একটু ইতস্ততঃ না ক'রে। তা'হ'লে ও ফেরার আসামী নয়। ফেরার হ'লে এতদিনে ধরা প'ড়তো, তাও হয় নি। ইসাক্ দিনমজুরের একজন তবে তাদের অনেকের চেয়ে গায়ে ওর জোর বেশী, দৃঢ় মাংসপেশীতে ওর দেহ বাঁধা আছে, শৈথিল্য নেই কোথাও। কয়েকদিনের মধ্যে ইসাক্ মাটি থেকে ঘাস কেটে পাহাড়ের গায়ে গর্ত ক'রে তার ভেতরে সঞ্চয় ক'রতে লাগ্লো। ঘাসের আঁটিগুলি শীতকালের জন্ত রইলো, ছাগলের ব্যবস্থা হ'য়ে গেল। তারপর সুরু হ'লো

পাহাড়ে জমি খুঁড়ে পাথর বের করা—সেই পাথরে দেওয়াল গাঁথা চললো কয়েকদিন। শীতের অনেক আগেই ইসাক্ নিজের ঘর বানিয়ে ফেললে। পাথর, মাটি আর গাছের ডালপালা পাতা, এ ছাড়া আর কিছু ওর দরকার হ'লো না বাড়ী তৈরী ক'রতে। শক্ত দেওয়াল, মজবুত চালা, ঝড়েও প'ড়বে না ইসাকের এই বাড়ী। শীতের দিনে এই ঘরের ভেতরটা রীতিমত গরম লাগ্‌বে, ইসাক্ অনুভব ক'রবার চেষ্টা ক'রলে। যাক্ এতদিনে ওর বাড়ী তৈরী হ'লো। ইচ্ছা হ'লে ঘরের মধ্যে ঢুকে ও দরজা বন্ধ ক'রে শুয়ে থাক্‌তে পারে যতক্ষণ খুশী। কিংবা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে ছাগলের খাওয়া দেখ্‌তে, কেউ যদি দেখে তো বুঝবে ইসাক্-এর বাড়ী এটা। ইসাক্ আর যেখানে সেখানে শুয়ে থাক্‌বে না জন্তু জানোয়ারের মত। ইসাক্ ঘুরে ফিরে দেখে। দু'খানা ঘর নিয়ে ওর বাড়ী। একখানা ঘর ওর নিজের আর একখানায় ছাগল তিনটির থাকবার ব্যবস্থা। তা'ছাড়া আরও কিছু দূরে পাহাড়ের গায়ে সেই গহ্বর তৈরী ক'রে রেখেছে, যেখানে ছাগলের ঘাস থাকে, বার্চগাছের পাতা থাকে আরও কত কি। ইসাক্-এর সব আছে।

ঘরের সামনে ইসাক্ কি যেন ক'রছে এমন সময় দুজন ল্যাপ্‌ল্যাণ্ডের বেদুইন এসে দাঁড়ালো। পিছন ফিরে ইসাক দেখলে ওরা অবাক হ'য়ে ওকে আর ওর ঘর-দোরের দিকে তাকিয়ে দেখছে। বাপ আর ছেলে, দু'জনেরই হাতে লাঠি, পিঠে মস্ত একটা ঝুলি। পাথর আর মাটির ঘর চারদিক ঝক্ ঝক্ ক'রছে পরিষ্কার, পাহাড়ের ওপর থেকে ছাগলের গলার ঘণ্টার আওয়াজ আসছে। বেদুইন পিতাপুত্র বিস্ময়ে অভিভূত। ইসাক্ ওদের দিকে মুখ ফেরাতে বাপ-ছেলে এক সঙ্গে ব'লে উঠ্‌লো, "বড় ভালো লোক তুমি, কেমন বাড়ী ক'রেছ!"

এদেশের বেদুইনরা সর্বদা তোষামোদের ভাষায় কথা বলে। ইসাক্ জিজ্ঞাসা ক'রলে, "এখানে আমার কাজ করতে পারে এমন মেয়ে তোমাদের জানা আছে?"

ইসাক্ সারাক্ষণ ঐ একটি কথাই ভা'বে, তাই মানুষের সঙ্গে কথা বল্‌তে গেলেই আর কিছু মনে পড়ে না।

ছেলে জিজ্ঞাসুচোখে চেয়ে রইলো, বাপ্ বল্‌লে, "তোমার কাজ ক'রবে এমন মেয়ে? না, তা তো জানা নেই। তবে পাঁচ জনকে ব'লে দেখবো।"

"ব'লো, আমার ঘর আছে, জমি জায়গা আছে, ছাগল আছে, কিন্তু দেখবার লোক্ নেই। ব'লো এমন একটি মেয়ে —

"হুঁ", ইসাক নিজের কাজে মন দিলে। ওরা কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে নিজেদের পথে চলে গেল।

গ্রামে বার্চ গাছের ছাল বিক্রী ক'রতে গিয়ে ওর মনে হ'য়েছে একটি মেয়ে দিতে

আসবে, ওর বড় দরকার। কিন্তু তেমন কারুকে ও খুঁজে পায় নি এতবার গিয়েও। গাঁয়ের মেয়েরা কেউ কেউ ওর দিকে চেয়ে থাকে, কোন অবিবাহিত বৃদ্ধা, কিংবা কোন বিধবা কিংবা অমনি কেউ। কিন্তু কি যেন তারা ওকে দিতে চায় অথচ ভয়ে ওর কাছে আসে না, ইসাক্-এর এইরকম মনে হয়। কেন যে তারা কাছে আসে না কে জানে! না, তা' ইসাক জানে। এতদূরে কে আসবে বনের মধ্যে একটা লোকের সঙ্গে বাস ক'রতে। তার কাজ ক'রে দেবার জন্য? "তা ছাড়া", ইসাক্ আপন মনে বলে, "তা' ছাড়া আমাকেও তো দেখতে ভালো নয়। আমি যে কুৎসিত, অতি কুৎসিত। কে আর আসবে।" আপন মনেই কথাটা বলে তবু ওর গলার স্বর ভেঙে আসে, কর্কশ কতকগুলো শব্দ, যেন কোন জন্তুর আর্তনাদ। জানে, ইসাক্ জানে, কেন কেউ আসে না ওর সঙ্গে।

তা হোক্ সে, ইসাক্ একাই ওর সব কাজ ক'রে নেবে। একলাই চালিয়ে নেবে, ইসাক্ ভাবলে।

শীতকাল এলো।

কাঠের বালতি তৈরী ক'রে ইসাক্ গ্রামে বিক্রী ক'রে আসে। ফেরবার সময় কিনে আনে আটা, পনীর আর নানারকমের যন্ত্রপাতি। এই শীতের দিনেই ওর বড় কষ্ট। বোঝা পিঠে ক'রে বরফের মধ্য দিয়ে পথ চলতে হয়, তুষারের ভেতর পা ব'সে যায়, এক এক সময় কোমর পর্যন্ত ঢাকা পড়ে যায়। বেশীদিন গ্রামে গিয়ে থাকতে পারে না, বেচাকেনা সেরেই চলে আসে। ঐ ছাগলগুলোর জন্য ভাবনা হয়, কে জানে কি হ'লো ওদের, বনের মধ্যে কেউ ওদের দেখবার নেই। ফিরে এসে ছাগলগুলোর কাছে এসে দাঁড়ায়। ওর কেবলই মনে হয় এ ক'দিন ওদের খাওয়া হয় নি ভালো করে, আহা। একদিন ওর মাথায় এক বুদ্ধি এলো। প্রয়োজনের তাগিদে ইসাক্ বিজ্ঞ হ'য়ে উঠলো। এতদিন গাঁয়ে রওনা হবার আগে ছাগলগুলোকে ছেড়ে রেখে যেতো, ওর অনুপস্থিতিতে তারা চরে খেতো। কিন্তু এতে ইসাক্ মনে শান্তি পায় না, কেবলই মনে পড়ে ওরা খেতে পেলো কি না কে জানে। তাই ইসাক্ এক নতুন পন্থা আবিষ্কার ক'রলে। নদীর ধারে পাথরের গায়ে এমন ভাবে একটা বালতি টাঙিয়ে রাখলে যাতে এক ফোঁটা ক'রে জল নদীর স্রোতে ছিটকে ঐ বালতির মধ্যে গিয়ে পড়ে। বালতি ভরবে চোদ্দ ঘণ্টায় তারপর ভরে গেলেই বালতিটা নদীর মধ্যে ডুবে যাবে আর বালতির সঙ্গে দড়ি দিয়ে যে ঘাসের আঁটি বাঁধা আছে সেই ঘাসের আঁটিতে টান পড়বে। চার আঁটি ঘাস পাহাড়ের গহ্বর থেকে এসে গড়িয়ে পড়বে যেখানে ছাগলগুলো বাঁধা আছে। বড় বড় বাঁধা আঁটি ঘাস দু'দিনের জন্য যথেষ্ট তারপর ইসাক্ ফিরে আসবে।

ইসাক্ এমনি ক'রে একাই কাজ চালিয়ে নেয়।

ছাগলের খাবার জোগানোর উপায়টা অভিনব, যেন ভগবান্ ব'লে দিলেন। এই লোকটির কেউ নেই, নিজের কাজ নিজে করে। আপনাকে রক্ষা ক'রতে আশ্রয় খোঁজে আপনারই কাছে।

তুষার, ঝড় আর বৃষ্টি, শীতের প্রচণ্ডতা বাড়তে লাগলো। অবিরাম তুষার পড়ছে মেঘমেদুর আকাশ থেকে। ইসাক্-এর কল আর চলে না, বালতিটা তুষারে ভর্তি হয়ে যায় আর কয়েক মিনিটের মধ্যে নদীতে ডুবে যায়। ইসাক বালতির ওপর দিকটা গাছের পাতা দিয়ে ঢেকে দিলে, ফোঁটা ফোঁটা জল পড়তে লাগলো। ইসাক নিশ্চিন্ত, ওর কল আবার চলবে। কিন্তু একদিন গ্রাম থেকে ফিরে এসে দেখ্‌লে কল চলছে না, নদীর জল জমে বরফ হ'য়ে গেছে। বালতিটা ডোবে নি, ঘাসের আঁটিতেও টান পড়ে নি। এটা জল বরফ হবারই সময়, উপায় নেই!

কি আর ক'রবে, ইসাক্ ভাব্‌লে, আরেও কষ্ট ক'রতে হবে, কষ্ট ক'রতে শেখা চাই। সময় বড় খারাপ, একটা লোকের দরকার অথচ লোক নেই। শেষে ইসাক নিজেই একটা ব্যবস্থা ক'রে নিলে। সারাদিন খাটতে শুরু ক'রলে, কাজের আর শেষ নেই। ঘর বাড়াতে কত কি যে করা দরকার। ইসাক ঘর ঘরে জানালা তৈরী ক'রলে আর সেই জানালায় বসালে কাচ। আসল কাচ যেমন ও দেখেছে গ্রামে জমিদারদের বাড়ীর জানালায়। এবার আসবার সময় কিনে এনেছে। কাচ যেদিন বসানো হ'লো ওর জীবনে সে একটি আশ্চর্য দিন। ঘরের ভেতর আর কাঠ জেলে আগুন তৈরী ক'রতে হল না দিনের বেলা। এখন ঘরে ব'সেই ও কাঠের বালতি তৈরীর কাজ ক'রতে পারে। কত আলো এসে পড়ছে জানালাটি দিয়ে! ওর সময় এখন অনেক ভালো হ'য়েছে। আরও, আরও ভালো হবে ওর—ও! ইসাক্ ঘরে ব'সেই কাজ ক'রবে।

লেখাপড়া জানে নি কিন্তু ও ভাবে ভগবানের কথা। এমনিই হয়, যে সরলমতি, সহজ যার জীবন, ভক্তি তারই হৃদয়ে বেশী। সারাদিন কাজ ক'রতে ক'রতে কতবার মনটা ব্যাকুল হ'য়ে ওঠে। দূর দিগন্তে সন্ধ্যাতারা জেগে ওঠে, মস্ত মস্ত গাছের ফাঁকে ফাঁকে বাতাস ব'য়ে যায় মন্থর সুরে, চারিদিকে একটা ভয়ঙ্কর নির্জনতা আর হঠাৎ এক সময় তুষারে সব ঢেকে যায়। ইসাক্ চমকে ওঠে, ভাবে কত কথা। অন্ধ আকাশে জ্বল্ জ্বল্ ক'রে একটা তারা জ্বলে। ওর ভগবানের কথা মনে হয়, ভাবে তিনি ঐ নক্ষত্রের দেশে কোথাও আছেন। রবিবার ইসাক্ কখনো ভুলে যায় না। সেদিন ও ভালো ক'রে হাতমুখ ধোয়। অন্যদিনের মতই খাটে তবু বড় পবিত্র মনে হয় ওর।

শীতের পর এলো বসন্ত। ইসাক-এর জমিতে কাজ করার সময় এখন। আলুর

চাষ আরম্ভ ক'রেছে। ইতিমধ্যে দু'টি ছাগলের ছানা হ'য়েছে। দু'টি ক'রে শাবক হ'য়েছে এক একটির। সবশুদ্ধ সাতটি প্রাণীর ভার ইসাকের উপর। এবার ওকে একটা বড় চালা তুলে দিতে হ'লো। ঐটুকু ঘরে এদের সাতজনের থাকতে কষ্ট হয় বৈকি। তা ছাড়া আরও তো ছানা হবে। ইসাক একটা বড় ঘর তৈরী ক'রলে, এঘরেও জানালায় বসালে কাচ। বেশ হ'য়েছে, ঘরে আলো না এলে ভালো দেখায় না।

ইসাক্‌কে সাহায্য করবার লোক একদিন এলো। ওর দরকার একজন মেয়েছেলের, সেই মেয়েছেলে এসে হাজির। ইসাক্-এর ঘর থেকে একটু দূরে যেখানে মাঠের দিক থেকে ইসাক্-এর তৈরী একটা রাস্তা পাহাড়ের গা বেয়ে চক্রাকারে ঘুরে এইদিকে এসেছে সেইখানে মেয়েটি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল। ইসাক্ ছিল অনেকটা দূরে, নদীর ধারে কাজ ক'রছিল, লক্ষ্য করেনি। সন্ধ্যার অন্ধকারে যখন পাহাড়ের এধারে আর পথ চেনা যায় না তখন মেয়েটি সাহস করে ইসাক্-এর ঘরের সুমুখে এসে দাঁড়ালো। ঢালু পথ দিয়ে ধীরে ধীরে নেমে এলো। দীর্ঘাকার, বলিষ্ঠ মেয়েটি। চোখের রং হলদে, কঠিন পেশী-বহুল হাত পা, খালি পায়ে একটা মোটা চামড়া বাঁধা অনেকটা বেদুইনদের মেয়ের মত, পুরুষ মানুষের মত চওড়া কাঁধে একটা চামড়ার ঝুলি র'য়েছে গলার সঙ্গে বাঁধা। একেবারে যুবতী বলা চলে না, বয়স ত্রিশের কাছেই হবে।

ইসাক্-এর কাছে ভয় করবার কিছু নেই তবু কাছে এসে দাঁড়াতেই মেয়েটি একটু থতমত খেয়ে বল্‌লে, "আমি এই পথ দিয়ে যাচ্ছিলুম—তাই—"

ইসাক্ ওকে আসতে দেখেছিল একটু আগে, বল্‌লে, "হুঁ।"

মেয়েটি কথা বলে মুখটা অন্যদিকে ফিরিয়ে, আর কথাগুলো কেমন যেন বোঝা যায় না।

"সারাদিনে অনেকটা পথ হেঁটেছি, গাঁ থেকে খুব দূর এ জায়গাটা" মেয়েটি বল্‌লে।

"তা' বটে। এই পথ দিয়ে যাচ্ছিলে? কোথায়?"

"ঐ মাঠ তার পর ঐ পাহাড়গুলো পার হ'য়ে গেলে যে গাঁ আছে ঐখানে আমার আপনার লোক আছে।"

"ঐখানে তোমার আপনার লোক আছে? হুঁ! তোমার নামটা কি?"

"ইনার। তোমার নাম?"

"ইসাক্।"

"ইসাক্? ও! তুমি বুঝি একা এইখানে থাকো?"

"একাই তো থাকি!"

"তা' একা থাকা তো খুব ভাল," মেয়েটি ওকে খুশী করবার জন্ত বল্লে। ইসাক আসল কথাটা বুঝতে পেরেছে। এ মাঠ আর পাহাড় পেরুলে কোথাও লোকালয় নেই। হঁ! মেয়েটা নিছক মিছে কথা বল্লে। দুদিন আগে গাঁ থেকে রওনা হ'য়ে এতটা পথ এসেছে এইখানে থাকবে ব'লে আর বলে কি না আপনার লোকের কাছে যাচ্ছে। হঁ! ইসাক ধ'রে ফেলেছে মেয়েটার মতলব। পাড়ে হয়তো শুনেছে ইসাক এর কথা, এখানে লোক দরকার শুনে এসেছে। হঁ—এটুকু কি আর বুঝতে পারে না? তা' বেশ হয়েছে—ইসাক খুশী হ'লো মনে মনে।

ইসাক মেয়েটিকে দেখছিল, বল্লে, "হঁ! তা এখন ঘরে গিয়ে ব'সো, অনেকটা পথ এসেছ।"

দু'জনে ঘরের ভেতরে এসে ব'সলে। ইসাক খাবার ব্যবস্থা ক'রলে। শুকনো রুটি আর ছাগলের দুধ। মেয়েটি ঝুলি থেকে কফি বার ক'রলে। দুধ দিয়ে কফি তৈরী হ'লো। কফি খেতে খেতে আলাপ হ'লো মুখোমুখী ব'সে। তারপর ঘুমোবার সময় হ'লো। দু'জনে দু'টো বিছানা করলে। একটু পরে ইসাক হাত বাড়িয়ে ইনারের বুকের জামাটা ধ'রে মৃদু আকর্ষণ ক'রলে। ইনার আপত্তি ক'রলে না, ইসাকের কাছে উঠে এলো।

পরের দিন ভোর-বেলা ইনার আর তার আপনার লোকের উদ্দেশে রওনা হ'লো না। সারাদিন ঘুরে ফিরে ইসাকের সঙ্গে কাজ ক'রলে, ছাগল বেঁধে দুধ দুইলে, বালি দিয়ে নদীর ধারে ব'সে বাটি আর থালা মেজে পরিষ্কার ক'রে ফেল্লে। ইসাক-এর ঘরের চেহারা গেল বদলে। ইনার আর গেলই না। ওরা হ'লো দু'টি পুরুষ ও রমণী—ইসাক পুরুষ আর ইনার রমণী।

সহসা ইসাক-এর নিঃসঙ্গ জীবনে সব ওলটপালট হ'য়ে গেল। এতদিনে ও স্ত্রী পেয়েছে, ওর সংসারে হয়েছে গৃহিনীর আবির্ভাব। অবশ্য ইনার কথা বলে মুখ ফিরিয়ে, দাঁতের ফাঁক দিয়ে কথার সঙ্গে এক রকম শব্দ বেরোয়, অনেক সময় বোঝা যায় না, কি বলছে। ইসাক লক্ষ্য ক'রে দেখেছে মেয়েটার মুখের গড়নটা, খরগোসের মত ঠোঁটটা সামনে ঝুলে পড়েছে তাই লজ্জায় মুখ ফিরিয়ে নেয় কথা বলবার সময়। তা' হোক, অধরোষ্ঠের ত্রুটি থাকলে কিছু যায় আসে না। ইসাক-এর কোন আপত্তি নেই—ওর একটুও খারাপ লাগেনা। তা'ছাড়া খরগোসের মত মুখ না হ'লে ইনার আসতো না এখানে। বরং ঐ রকম ঠোঁট আর মুখের বিকৃতি হওয়ার জন্ত ও কৃতজ্ঞ থাকবে। ইসাক নিজে যদি দেখতে সুন্দর হ'তো তাহলেও বা কিছু বলবার ছিল। কিন্তু তা যখন নয় তখন ইনারকে পেয়েই ও খুশী। লোহার কাঁটার মত দাড়ি,

পাথর কেটে হাত পা তৈরী, ইসাক একবার নিজেকে ভাল ক'রে দেখে নিলে। হুঁ! ইনার যে ওকে দেখে ভয়ে পালিয়ে যায় নি এতেই আশ্চর্য্য হ'তে হয়।

পালিয়ে ইনার যায় নি। ইসাক গাঁয়ে যায়, ফিরে এসে দেখে ইনার ওর ঘরের কাজ ক'রচে। চারদিন, পাঁচদিন, দশদিন পরে ফিরে এসেও দেখেচে ইনার বসে আছে ওর জন্য, পালিয়ে যায় নি। দু'টি বস্তু একেবারে এক হ'য়ে গেচে, ওর ঘর আর ওর ঘরনী।

অতিরিক্ত আর এক জনের অন্ন জোগাতে হবে। তা' হোক্, তাতে ওর লোকসান নেই। এখন ও ইচ্ছামত ঘুরে বেড়াতে পারে, নানা রকমের কাজের সন্ধান ক'রতে পারে। বাড়ীতে দেখবার একটা লোক রইলো, আর দুর্ভাবনার কারণ নেই। ওর ঘরের আঙ্গিনা দিয়ে ঐ যে নদীটি বয়ে চলেছে, ছোট হ'লেও প্রকাণ্ড পাহাড়ের শিখরে ওর উৎস। ইসাক একটা মাছধরা কল তৈরী ক'রলে তারপর প্রতিদিন অভিযান সুরু ক'রে দিলে। সারাদিন পরে যখন এক জোড়া বোঝাই মাছ নিয়ে এসে ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে ফেলে দেয় তখন ইনার আনন্দে হাততালি দিয়ে ওঠে। "একি, কোত্থেকে——" ইনারের মুখে কথা বেধে যায়। মাছ-মাংস প্রভৃতি উচ্চ মূল্যবান খাদ্য-সামগ্রীর সঙ্গে ওর পরিচয় অতি অল্প, মাছগুলো নিয়ে যে কি ক'রবে ভেবে পায় না। ইসাক্ খুশী হয় ইনারের বিস্ময়ের ভাব দেখে। ইনার বুঝতে পারে ইসাক খুশী হয়েছে, ওর বড় ভাল লাগে, একটু গর্ব্ব হয় বুঝি ইনারের মনে। ওর আনন্দ হবে বলে ইসাক মাছ আনে একথা মনে হ'তেই ওর তৃপ্তি হয়। ইনার নানা ছলে মাছের প্রসঙ্গ আলোচনা করে। কোথা থেকে ইসাক এমন সব মাছ পেলে, ওর এতখানি বয়সে তো এত রকমের মাছ দেখেনি, এসব নতুন মাছ নিশ্চয় এদেশে ছাড়া আর কোথাও পাওয়া যায় না, এইসব।

আরও অনেক সুবিধা হয়েছে ইসাক্-এর। কত উপকার ইনার ক'রছে তা' এক কথায় বলা যায় না। ইনার বুদ্ধিমতী নয়। তবু ইসাক্-এর বড় ভাল লাগে মেয়েটিকে। ইনারের কোন এক আত্মীয়ের অনেক ভেড়া ছাগল আছে। একদিন ইনার জুটো ভেড়া নিয়ে এলো। কিছুদিন পরেই তাদের বাচ্চা হ'লো। ইসাক-এর ঘরে পশু সম্পদ হঠাৎ এতখানি বেড়ে গেল যে ও যেন বিশ্বাস ক'রতে পারে না। পাখী, ছাগল, ভেড়া আর কি চাই? এই ভেড়ার লোম থেকে সে নূতন আর একটা ব্যবসা সুরু ক'রতে পারে। এ যেন মন্ত্র-বলে ওর সংসার বেড়ে উঠ্‌ছে, ইসাক্ ভেড়া গুলোর পিঠে হাত বুলোয় আর ভাবে।

ইনার আরও অনেক জিনিষ এনেছে ওর আপনার লোকের কাছ থেকে। জামা এনেছে, কয়েক টুকরো কাপড় এনেছে আরও কত কি। ইনার ওর ঝুলির ভেতর

থেকে বার ক'রে দেখালে আয়না চিরুনী পাথরের মালা, আর একটা চরকা। ইসাক একেবারে অবাক। ইনার যদি ঐরকম জিনিষ পত্র আনতে থাকে তা'হলে ওর ঘর ভ'রে উঠতে আর কতদিন লাগবে? না, এত জিনিষ আনা ঠিক নয়, কি হবে এতো। চরকার দিকে তাকিয়ে ওর বিস্ময়ের আর সীমা নেই। কিন্তু বেশী কথা বলতে ও একেবারে পারে না। ইনারকে ওর কত কথা বলতে ইচ্ছা করে কিন্তু বলা হলো না। ইসাক একবার ঘরের মধ্যে ঢুকে চরকাটার দিকে চেয়ে দেখে, ইনারের দিকে তাকিয়ে থাকে অবাক হ'য়ে, আবার পাশের ঘরে গিয়ে ভেড়াগুলোর গায়ে হাত বুলোয়। ইনার ঘর সাজানোর কাজে ব্যস্ত, আয়নাটা কোথায় টাঙাতে হবে, চরকাটা রাখতে হবে একটু উঁচু জায়গায়। ইনার চরকা পরিষ্কার ক'রবে, পিছনে দাঁড়িয়ে ইসাক চেয়ে আছে ওর দিকে। যত দিন যায় তত ভাল লাগে ইনারকে। ইসাক ভাবে ওদের দুজনের এমন মিল হ'য়েছে। কি যেন এক রকমের ভাব আসে মনে। একেই বোধ হয় বলে ভালবাসা কে জানে। ইনারের সঙ্গে দুটো কথা কইতে ইচ্ছা করে।

"এত সব আনবার দরকার কি? কি হবে এতো?" ইসাক বললে। আর কোন কথা ওর মাথায় এলো না।

"আরও অনেক জিনিষ আনা যায়," ইনার ওর দিকে না ফিরেই বললে, "তাছাড়া আমার এক কাকা আছে, মস্ত বড়ো লোক। সিভার, নাম শোন নি তার?"

"কৈই না।"

"সেকি। তার নাম তো সবাই জানে এ গাঁয়ে। জেলার নাজির কিনা।"

ভালোবাসায় মানুষের জ্ঞানবুদ্ধি লোপ পায়। ইসাক-এর হঠাৎ মনে হ'লো একটা বড় রকমের কিছু ক'রতে হবে। প্রাণপণে কিছু একটা মনে করবার চেষ্টা ক'রলে কিন্তু সব গোলমাল হ'য়ে গেল। বললে, "বলছিলুম কি—মানে, এবার থেকে আলু তোলার কাজটা আমিই ক'রবো তোমাকে আর মাটি খুঁড়তে যেতে হবে না। মানে, আমি অবসর সময়ে—"

ইসাক্ কুড়ুলটা কাঁধে নিয়ে চলে গেল।

একটু পরে বনের ভেতর থেকে গাছ কাটার শব্দ আসতে লাগলো। ইনার কান পেতে শুনলে। ইসাক্ গাছ কাটছে, আওয়াজ শুনেই বোঝা যায় বড় গাছ। ইনার ঘরের কাজ সেরে ক্ষেতে গেল আলু তুলতে। ইনার নিজের কাজ ভুল করে না কখনও। ভালোবাসা নির্বোধকে চতুর ক'রে তোলে।

সন্ধ্যাবেলা ইসাক্ ঘরে এলো একটা মস্ত গাছের গুঁড়ি দড়ি দিয়ে বেঁধে টানতে টানতে। ঘরের কাছে এসে ইসাক্ সশব্দে কাশতে লাগ্‌লো, গাছের উদ্দেশে ক্রোধ প্রকাশ ক'রে রীতিমত সোরগোল তুললে। আসলে ইনার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে

এতবড় গাছের গুঁড়ি টেনে আনতে দেখে অবাক্ হ'য়ে যাবে এই জন্যই ওর এত আয়োজন।

তাই হ'লো। ইনার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ইসাককে ঐ অবস্থায় দেখে তিরস্কার ক'রে বল্লে, "তোমার কি মাথা খারাপ হ'য়েচে নাকি? অতবড় একটা গাছ কাটা কি একলা মানুষের কাজ?

ইসাক্ উত্তর দিলে না। কোন কথারই উত্তর দেয় না ইসাক। একলা মানুষ যতটা কাজ করতে পারে তার চেয়ে একটু বেশী ক'রলে তাই নিয়ে আলোচনা করবার কিছু নেই। ভারি তো একটা গাছ কেটে এনেছে, হুঁ।

"ওটা দিয়ে কি ক'রবে, শুনি?" ইনার বল্লে।

"দেখতেই পাবে।" ইসাক্ বললে। কাজের সময় কথা বলতে ওর ভালো লাগে না।

ঘরে এসে দেখলে ইনার অনেক আলু তুলে এনেছে। এটা ওর পছন্দ নয়, ইসাক্-এর রাগ হ'লো। এ যেন ইসাক্ যতটা কাজ ক'রেছে ইনারও ততটা কাজ ক'রেছে সারাদিনে। দড়িটা হাতে জড়াতে জড়াতে ইসাক্ আবার বেরিয়ে গেল।

"এ আবার কি? এখনও সারা হয় নি?"

"না।" বনের দিকে যেতে যেতে ইসাক বল্লে।

ইসাক্ ফিরে এলো আর একটা গুঁড়ি টানতে টানতে। এবার আর কোন সাড়া দিলে না। নিঃশব্দে গুঁড়িটা টেনে এনে ঘরের কাছে রেখে হাঁফাতে লাগ্‌লো বুনো ষাঁড়ের মত। ও ক্লান্ত হ'য়েছে ইনারকে জানতে দিলে না।

সমস্ত গরমকালে ইসাক্ পর্ব্বতপ্রমাণ কাঠ কেটে এনে ঘরের পাশে সাজিয়ে রাখ্‌লে।

২

একদিন সকালবেলা ইনার বল্লে, "আমি একবার দেশে যাচ্ছি। এই ওরা কেমন আছে সব দেখে আস্‌বো।"

ভোরবেলা উঠেই ইনার ওর সেই চামড়ার থলিটার কিছু খাবার ভর্ত্তি ক'রে নিয়েচে, মাথায় একটা গরম কাপড় জড়িয়েচে, গলার কাছে সেটা সৌখীন ক'রে বাঁধা। ইনার একেবারে তৈরী।

ইসাক্ ওর আপাদমস্তক লক্ষ্য ক'রে বল্লে, "হু!"

"তা ছাড়া দেশে যাবার একটু দরকার আছে," ইনার বুঝিয়ে বললে। সে ঘর থেকে বেরিয়ে পাহাড়ের দিকে এগিয়ে গেল। ইসাক্ ঘরের দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে রইলো। ইনারের জন্ত খুব উদ্বিগ্ন হ'য়েছে ব'লে মনে হ'লো না। ইনার যখন পাহাড়ের চড়াই পেরিয়ে গেছে তখন ইসাক্ হঠাৎ ডাক দিয়ে বলে উঠ্লো, "এই! এই! তুমি আবার আসবে তো?"

ইনার ফিরে দাঁড়িয়ে বললে, "ও আবার কি কথা। আসবো না কেন? ঠিক আস্‌বো।"

ইনার চড়াইটা পার হ'য়ে পাহাড়ের ওদিকে অদৃশ্য হ'য়ে গেল। "হুঁ।" ইসাক্ ঘর থেকে বেরিয়ে ঝরণার ধারে গিয়ে দাঁড়ালো। "হুঁ।" আবার ইসাক্ একা। তা হোক গে, ওর গায়ে জোর আছে, কাজ ক'রতে ভালো লাগে। আর কি চাই? ইসাক্ নিশ্চয়ই চুপ ক'রে ঘরে ব'সে থাক্‌বে না। অনেক কাঠের দরকার। ইসাক্ বনের মধ্যে ঘুরে ঘুরে বড় দেখে বেছে বেছে গাছ কাট্‌তে লাগলো। সোজা গাছের কাঠে ভালো তক্তা হয়। এই কাঠ দিয়ে ও দেয়াল তুলবে। কাজটা কম নয়। সারাদিন কেটে যায় গাছ কাট্‌তে। সন্ধ্যাবেলা ঘরে ফিরে ছাগলের দুধ দুয়ে সেই দুধটুকু খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়ে।

একটা দুঃসহ ভাব চারিদিকে। ঘরখানা কঠিন নিস্তব্ধতায় দুঃসহ হ'য়ে উঠেছে। ঘরের মেঝে ভিজে স্যাত্ স্যাত্ ক'রছে, পাথরের দেওয়ালের গায়ে একটা ঘন নিঃস্তব্ধতা জড়িয়ে আছে যেন। গভীর, গম্ভীর নিস্তব্ধতা। চরকা, চিরুণী, আর সেই পাথরের মালাটি পড়ে আছে এক কোণে। ইনার কিছুই নিয়ে যায় নি। ইসাক্ সন্ধ্যাবেলায় ব'সে ব'সে ভাবে ইনার তো কিছুই নিয়ে যায় নি। গ্রীষ্মের রাত্রি, খুব অন্ধকার। ইসাক-এর মনে হয় ওর জানালার পাশ দিয়ে কারা যেন চলে গেল, অশরীরী ছায়া ঘুরে বেড়ায় চারিদিকে। ইসাক বার বার চমকে ওঠে। গভীর রাত্রিতে ঘুম থেকে উঠে ইসাক্ খাবার তৈরী করে। মাছের শুরুয়া আর রুটি। পেট ভ'রে খেয়ে নেয়, সারাদিনে আর খাবার দরকার হয় না। রান্না শেষ হ'লে দেখে ভোর হ'য়েছে। খেয়ে নিয়ে কুড়ুল কাঁধে বেরিয়ে পড়ে। এক একদিন সন্ধ্যাবেলা বন থেকে ফিরে ঘরের সামনের জমিটুকুতে আলুর চাষ করে।

চারদিন হ'লো ইনার চলে গেছে। আজ আস্‌বে সে, ইসাক্ হিসাব ক'রে দেখ্‌লে। যাওয়া আসায় চারদিন লাগে। আজ ইনার আসবে। এক জোড়া মাছ ধ'রে আনলে বেশ হয়, ইনার ঘরে ঢুকেই একেবারে অবাক হ'য়ে যাবে। মাছ যে নদীতে পাওয়া যায় সেটা ইনারের আস্‌বার পথে। ইসাককে দেখে ইনার ভাব্‌বে ওকে আনতে বেরিয়েছে। "হুঁ!" ইসাক্ ওদিকেই যাবে না। অতএব উত্তর দিকে পাহাড়ের পর

পাহাড় পার হ'য়ে নূতন পথে অজানা নদী থেকে মাছ আনতে গেল। পাহাড়ের গাছে গাছের গুঁড়ির কাছে অনেক বড় বড় পাথর ছড়ানো। কোনোটা হলদে, কোনোটার রং ছাই-এর মত, মনে হয় যেন তামা কিংবা দস্তার তাল প'ড়ে আছে। খুব ভারি. ইসাক্ নেড়ে চেড়ে দেখলে। তামা যদি হয় তাতেও ওর কোন কৌতূহল নেই, ওসব ওর মাথায় আসে না। ইসাক্ মাছ ধরায় মন দিল। সারারাত মাছ ধ'রে ফিরলো তখন বেলা হ'য়ে গেছে। একটা মস্ত ঝুড়ি ভর্তি মাছ, ইনারের চোখ ধাঁধিয়ে যাবে দেখ্‌লে।

ইনার আসেনি। আজ পাঁচ দিন হ'লো। মাছগুলো রেখে ইসাক্ ছাগলের দুধ দুইলে তারপর কাজে লেগে গেল। পাথরের টুক্‌রো যোগাড় ক'রেছে অনেক, সেগুলি নদীর জলে ধুয়ে পরিষ্কার ক'রতে লাগ্‌লো। ঘরের মেঝে তৈরী হবে ঐ পাথর দিয়ে। দেওয়াল গাঁথার জন্য পাথর আলাদা ক'রে রেখেছে। কত কাজ যে ওকে ক'রতে হয়।

ইনার আজও এলোনা। সন্ধ্যাবেলা ইসাক্ শঙ্কিত হ'য়ে উঠ্‌লো ইনার হয়তো আর আসবে না কোনদিন। কিন্তু চরকা আর চিরুণীটার দিকে চেয়ে আশ্বস্ত হলো তা'ছাড়া ঐ মালাটা নিতে ইনার আর একবার নিশ্চয় আসবে। জানালাটা খোলা, কোথাও একটু শব্দ নেই। ইসাক্ বসে আছে, আজ আর ছাগলের দুধ দুইতে ভালো লাগচে না। দূর আকাশে এখনও গোধূলির আলো ধূসর হ'য়ে রাত্রির অঞ্চল প্রান্তে যেন লেগে আছে। পাহাড়ের দিকে পায়ের শব্দ। ইসাক্ উঠে দাঁড়ালো। না, কেউ কোথাও নেই। ও মনের ভুল। ইসাক্ অন্য কথা ভাব্‌বার চেষ্টা ক'রলে। কিন্তু আবার কার পায়ের শব্দ এগিয়ে আসচে। আশ্চর্য! জানালার কাছ দিয়ে দুটো শিং চলে গেল। তাহ'লে কি ইসাক্ ভূত দেখছে? ভগবানের নাম ক'রতে লাগলো ইসাক্। না, আবার কে যেন চলে গেল ছাগলের ঘরের দিকে। ইসাক্ ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। ইনার ছাগলের ঘরের ভেতর একটা গরু বেঁধে রাখ্‌চে—ইনার গরু এনেচে!

গরুটার গলার কাছে হাত বুলিয়ে ইনার আদর করলে অনেকক্ষণ। ইনার গরুর সঙ্গে কথা কয়। ইসাক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনলে ইনার কি যেন বলচে। ইনার খুব চালাক মেয়ে। এমন বৌ ভাগ্যে মেলে। কিন্তু, হঠাৎ ইসাক্ ভাবে, কিন্তু কোথায় পায় ইনার? একবার গিয়ে চরকা আর চিরুণী, তারপর আনলো পাথরের মালা। তাও যেন হ'লো কিন্তু গরু আনলো কোথা থেকে? মাঠ থেকে কারুর গরু ধ'রে আনেনি তো? তা হ'লে যাদের গরু তারা কি ছেড়ে দেবে? হুঁ! এমন গরু না আন্‌লেই হ'তো। পরের গরু রাস্তা থেকে ধ'রে এনে—হুঁ!

ইনার বেরিয়ে এসেই হেসে ফেল্লে, "ভয় পেলে নাকি? হাঁ, শোন আমার গরুটাকেও নিয়ে এলুম।"

"হুঁ!" ইসাক্ কথা বল্‌ছে না।

"এই গরু সঙ্গে নিয়েই আমার দেরী হলো। গরু বড্ড আস্তে চলে কি না।"

"তা হ'লে তুমি একটা গরুও নিয়ে এলে?" ইসাক্ বল্লে।

"হাঁ, নিয়ে এলুম গরুটাকে," ইনার ঐশ্বর্যের গর্বে ফেটে পড়তে পড়তে বল্লে, "তোমার কি এখনও বিশ্বাস হ'চ্ছে না?"

ইসাক্ যা ভয় করেছিলো তাই সত্যি বলে মনে হ'চ্ছে। তা হোক, মুখে কিছু প্রকাশ করবার লোক ইসাক্ নয়। বল্লে, "এখন ঘরে চলো কিছু খেয়ে নেবে।"

"তুমি দেখো গরুটাকে? বেশ সুন্দর দেখতে, নয়?"

"বেশ দেখতে।" তারপর অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে ইসাক্ বললে, "কোথায় পেলে গরুটা?"

"ওর নাম কি জানো? ওর নাম সোনা। সোনার মত শিং কিনা তাই। ওমা দেখলে পালাচ্ছে দেখ? না, তুমি দেখ্‌ছ খেটে খেটে ভাবনাটা কোথাকার। এসো না গরুটা দেখবে। এসো, এসো—"

অতঃপর চাইলেন ঘরে গেলে হ'লো গরু দেখতে। ইসাক গরুর গায়ে হাত বুলিয়ে পরীক্ষা ক'রলে। না কোন চিহ্ন দেওয়া নেই। লাল আর সাদা মিশানো গায়ের রং। বেশ হৃষ্ট-পুষ্ট গরুটি। ইসাক্ বল্লে, "কত বয়স তোমার মনে হয়?"

"মনে হয় কি গো? আমিই তো ওকে মানুষ ক'রেছি। এই সবে চার বছরে পড়েছে। সবাই বল্‌তো গাঁয়ে এমন গরু আর দু'টো নেই। এখানে ওকে খেতে দেবার জিনিস পাওয়া যাবে তো?"

ইসাক্-এর একটু একটু বিশ্বাস হ'চ্ছে। যা ও ভাবছে তা না হ'লেই ভালো। বল্লে, "তা খাবার এখানে অনেক পাবে। না খেয়ে মরবে না ভয় নেই।"

এঘরে এসে দু'জনে খেতে ব'সলো। দুধ, পনীর, রুটি আর মাছের ঝোল। ইনার রান্না ক'রলে ঝোল। দুজনে মিলে গল্প জমিয়ে তুললে। ইনার হঠাৎ চঞ্চল হ'য়ে উঠছে। ইসাক্ অবাক হ'য়ে ভাবছে ইনার এত কথা ব'লতে শিখলো কোথায়? ঘুমোবার আগে অনেক রাত অবধি ওদের আলোচনা চললো। আজ জীবনে মস্ত ঘটনা ঘটেছে, ঘুম আসে না চোখে। ইনার বলছিল, "জান, গাইটা খুব নিরীহ, একটু উৎপাত করে না। ওর বাচ্চা হবে এবার। আর ঐ সোনা নামটি বেশ, নয়? হ্যাঁগো, ঘুমলে?"

"কৈ, না।"

"আমি বাড়ী যেতেই ও আমাকে ঠিক্ চিন্‌তে পেরেচে। কেমন আমার পেছু পেছু গোয়াল থেকে বেরিয়ে এলো। কাল রাত্রে একটা পাহাড়ের ওপর শুয়ে রইলুম। বুঝলে?"

"হুঁ।"

"কিন্তু গরম কালটা ওকে বেঁধে রাখ্‌তে হবে নইলে হয়তো পালিয়ে যাবে। হাজার হোক্ গরু তো। কি বলো?"

"এতদিন কোথায় ছিলো?" ইসাক্ শেষ বারের মত জিজ্ঞাসা ক'রলে।

"কোথায় আবার থাক্‌বে? আমাদের বাড়ীতে ছিলো, আমার আপনার লোকের কাছে। কি শুনলে সন্ধ্যে থেকে? আহা, ওর বাচ্চাটা কেমন ক'রে তাকিয়ে রইলো; কিন্তু কি ক'রবো এখানেও যে গাই একটা নইলে আর চলে না।"

এতকথা সবই কি ইনার বানিয়ে বল্‌ছে? না, তা হ'তেই পারে না। ইসাক ভাব্‌ছিলো, ইনার সত্যি কথাই বল্‌চে, গরুটা ওর নিজেরই। যাক্ এখন নিশ্চিন্ত। ওরা দিন দিন সম্পন্ন গৃহস্থ হ'য়ে উঠ্‌ছে। নিজের বাড়ী, নিজের জমিজমা, নিজের গরু। আর কি চাই? "হুঁ।" শহরের লোকেরও এত থাকে না। ইসাক্ যা' চায় তাই-ই পায়। আর, ইসাক্ ইনারের মুখের দিকে তাকিয়ে বইলো, আর সবই ঐ ইনারের জন্য। ইনার যদি না থাক্‌তো তাহ'লে—না, ও ভাবতেই পারে না। ইনার আর ইনার। ইসাক্ ভালবাসে ইনারকে আর ইনার ভালবাসে ইসাক্‌কে। ওরা সামান্য মানুষ, আদিম কালের বিচারবুদ্ধি দিয়ে ওরা একে অন্যের মর্য্যাদার পরিমাপ করে। ভালবাসার পাওনা-গণ্ডা ওদের অকিঞ্চিৎকর। উচ্চাশার বালাই নেই কারো। ইসাক্ ইনারের কটি বেষ্টন ক'রে সস্নেহে বল্‌লে, এখন ঘুমোও দিকিন্।"

দু'জনেই ঘুমিয়ে পড়লো। ঘুম থেকে উঠেই ওদের অনেক কাজ। প্রতিদিন ওদের কাজ বাড়চে। প্রেমে আর আনন্দে জীবনের চড়াই আর উৎরাই পথে ওরা এগিয়ে চলে।

ইসাক্-এর মস্ত কাজ এখনও বাকী। ও স্থির ক'রেচে নিজে হাতে বাড়ী তৈরী ক'রবে। এতদিন শুধু কাঠ কেটে খুঁটি আর তক্তা তৈরী ক'রে রেখেচে। যখনই ও গাঁয়ে যায় সওদা ক'রতে তখনই ও গাঁয়ের বাড়ী তৈরী করা দেখে আসে। দেখ্‌তে দেখ্‌তে এখন ওর মনে হয় ও শিখে নিয়েচে। এবার একাই কাজ আরম্ভ ক'রবে ইসাক্। বাড়ী একটা ক'রতেই হবে ওকে। এই দু'খানা ঘরে ওদের আর চল্‌চে না। ছাগল, ভেড়া, গরু—ওদের এখন সংসার বেড়েচে। ব্যবস্থা একটা ক'রতেই হবে। আলু তোল্‌বার আগেই বাড়ীর কাজ শেষ ক'রতে হবে। ইনার একটু হাত লাগালে দেরী হবে না।

ইসাক্-এর ঘুম আসে না। আস্তে আস্তে উঠে আসে, গরুটার গায়ে হাত বুলোয়, আদর করে। কানে, গলায়, পিঠে পাছায় কোথাও কোন দাগ নেই। না, পরের গরু নয়। ইসাক্ ফিরে এলো, আর সন্দেহ নেই।

বাড়ী তৈরীর কাজ আরম্ভ হ'লো পরের দিন সকাল বেলা।

খুঁটি পুঁতে ইসাক্ আগে বাড়ীর কাঠামোটা ঠিক ক'রে নিলে। প্রকাণ্ড একটা বসবার ঘর আর তার পাশে একটি ছোট শোবার ঘর। দু'খানা ঘর নিয়ে বাড়ী কিন্তু কাজ অনেক। উদয়াস্ত কাজ ক'রে ইসাক্ জানতে পারে না কখন সন্ধ্যা হ'য়ে আসে দিন, ক্রমে নিশ্বাস পড়ে তবু ক্লান্তি বুঝতে পারে না। কোন কাজে মন ব'সে গেলে ইসাক্-এর আর খেয়াল থাকে না। ভোরবেলা উঠেই কাজ সুরু করে। ওদের ঘরের জানালা দিয়ে ধোঁয়া বেরোয়, একটু পরে ইনার বেরিয়ে আসে। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ডাক দিয়ে বলে, "খাবে এসো। ওটা কি হচ্ছে শুনি?"

"আজ তুমি এত সকালে উঠেছ?" ইসাক্ প্রশ্ন করে ইনারের কথার জবাব না দিয়ে। ইসাক্ সব সময়ে কথা বলে না, আগে কাজ তারপর কথা। তা ছাড়া বাড়ী তৈরী করা কাজটা ছেলেখেলা নয়। ইসাক্ খুব গম্ভীর, মেয়েদের সঙ্গে এসব বিষয়ে কথা ব'লে সময় নষ্ট ক'রবে না সে। কিন্তু এই যে ইনার অবাক্ নয়নে চেয়ে থাকে আর নানা ছলে জানতে চায় ইসাক্ কি ক'রছে এটি ইসাক্-এর খুব ভাল লাগে। ইনার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ইসাক্-এর কাজ দেখে—এই সব কাজের সকলের বড় পুরস্কার।

খাবার খেয়েই ইসাক্ দাঁড়ালো, বলে, "আর বসবো না, অনেক কাজ।"

"মনে হ'চ্ছে তুমি বাড়ী তৈরী ক'র," ইনার বললে।

"তাই তো দেখছি," ইসাক্ বললে। ইসাক্ মস্ত বড়লোকের মত নিস্পৃহ ভঙ্গীতে কথা বললে।

"বাড়ী তৈরী ছাড়া উপায় কি?" ইসাক্ প্রবীণ বিজ্ঞের মত বললে, "তুমি বলা-কওয়া নেই গরু নিয়ে এসে হাজির হ'লে। একটা গোয়াল ঘরের ব্যবস্থা ক'রতে একটা হবে তো।"

বেচারা ইনার। ইসাকের মত অত বুদ্ধি সে পাবে কোথায়? বললে, "কিন্তু গোয়াল ঘর তো ওটা নয়?"

"হুঁ!" ইসাক্ মুখটা ফিরিয়ে নিলে।

"আমি ভাবছিলুম বুঝি আমাদের জন্যই ঘর তৈরী ক'রছ।" ইনার ইসাক্-এর মুখখানা দেখবার চেষ্টা ক'রলে।

"তাই নাকি!" ইসাক্ বললে। এই মাত্র যেন কথাটা ওর মাথায় গেল।

"হাঁ, ভাব্‌ছিলুম বুঝি আমাদের ঘরে থাকবে গরুটা আর আমরা থাকবো নতুন বাড়ীতে।"

ইসাক্ ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে চিন্তার ভান ক'রলে, বললে, "তা কথাটা মন্দ বলো নি।"

ইনার খুশী হ'য়ে বললে, "দেখেচ, আমার দ্বারাও কিছু কাজ হয়। তুমি তো কখনই বলো না—"

ইসাক্ বললে, "থামো, আমাদের বাড়ীতে যদি দু'খানা ঘর থাকে তা কেমন হয়?"

"দু'খানা ঘর? ওমা, সে যে একেবারে ঠিক্ অন্য সব লোকদের মত হয়ে যাবে। তা হ'লে তাদের মতই আমরা—এঁ্যা?"

ইনারের কল্পনা যেন অত দূর এগোতে পারে না। ইসাক্ কাজে চলে গেল, ইনার দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগলো।

বাড়ীর কাঠামোটা শেষ ক'রে ইসাক্ পাথর গেঁথে ঘরের মধ্যে আগুন রাখার চিমনি তৈরী ক'রলে। দুটো উনান গাঁথা সহজ নয়, ইসাক্ ক্লান্ত হ'য়ে পড়ে। কিন্তু ব'সে থাকলে চলে না, ফসল কাটার সময় এসে গেল। ফসল কিছুই হয় নি তবে তাও কেটে রাখতে হবে। সারা বছর গরু ছাগল আর ভেড়ার খাদ্য সম্বল। ইসাক্ রোজ পাহাড়ে ঘাস কাটতে যায়, বোঝা বোঝা ঘাস নিয়ে ফিরে আসে। সেগুলি রাখার ব্যবস্থাও ক'রতে হয়। ইনার সাহায্য করে। কাজ অনেক, বাড়ী তৈরী বন্ধ রইলো।

সেদিন ঝম্ ঝম্ ক'রে বৃষ্টি প'ড়চে। ইসাক্ বললে, "একবার গাঁয়ের দিকে যাচ্ছি"

"কি হবে সেখানে গিয়ে?"

"কি হবে, ওর নাম কি—একটু কাজ আছে।" ইসাক্ কি বললে বোঝা গেল না। ঝুলি কাঁধে দ্রুতপদে বেরিয়ে গেল, ওর পথের দিকে চেয়ে রইলো ইনার।

দু'দিন পরে ইসাক্ ফিরলো, পিঠে একটা বোঝা। বনপথে পাথরে পা ঘসতে ঘসতে এলো। দরজার কাছে বোঝাটা নামিয়ে হাঁফাতে লাগ্‌লো। পথটা কম নয়। ইনার দেখ্‌লে ইসাক্-এর কপালে ঘাম ঝরচে। বললে, "এমনি করেই তুমি একদিন অসুখে পড়বে। মানুষের শরীর আর কত সইবে? এটা কি দেখি—"

থলির বাঁধন খুলে ইনার একেবারে স্তম্ভিত, ব'ললে, "ওমা, এ যে লোহার উনুন!"

ইসাক্ ইতিমধ্যে কাজে লেগে গেছে। নতুন পাথরের উনুনটা ভেঙে ফেললে। এমন একটা বাড়ীতে পাথরের উনুন একেবারেই মানায় না। বিচিত্র কৌশলে পাথরে গাঁথা গহ্বরের মধ্যে লোহার উনুনটা বসিয়ে দিলে। ইনার আনন্দে ফেটে পড়চে, বললে, "কটা গেরস্তর ঘরে লোহার উনুন থাকে। কৈ, আমাদের গাঁয়ে তো কখনও দেখিনি। মজা দেখেচ আমাদের দিন দিন কত জিনিষ বেড়ে যাচ্ছে। আমার এত আশ্চর্য্য লাগে।"

ইসাক্-এর ভালো লাগে এই সব কথা। তবে বেশী কথা বলা ওর পছন্দ নয়। অনেক কাজ, এখনও ঘাসকাটা বাকী র'য়েছে। সারা বছরের ঘাস সংগ্রহ ক'রতে সময় লাগে। বাড়ীর কাজ বন্ধ। কেবল যেদিন বর্ষা নামে সেই দিন ইসাক্ বাড়ী তৈরীর কাজে মেতে ওঠে।

কিছু দিন পরেই বর্ষা নাম্‌লো, ভাদ্র মাসের বর্ষা। তারই মধ্যে ইসাক্ কাঠ কাটে, পাথরের ওপর পাথর বসিয়ে দেওয়াল গাঁথে। ইনার বলে, "গাঁ থেকে একটা লোক ধ'রে নিয়ে এসো। একলা মানুষ আর কত ক'রবে। কথা শোন না কেন?"

ইনারের গলার স্বর চাপা শোনায়। ইসাক্ একটু হাসে, মুখ ফিরিয়ে দেখে ইনার চ'লে গেছে। কিছুদিন ধরে ইনারের শরীর ভালো নেই। আগেকার মতো ছুটোছুটি ক'রে কাজ ক'রতে পারে না। তবে খাটুনি ওর একটুও কমে নি। আহা, বেচারী ইনার। ইসাক্ ভাবে।

যা হোক, ইসাক না ব'লে লোক আনতে যাবে না কিছুতেই। হুঁ, মেয়েদের কথা শুনলে আর পৃথিবীতে কাজ ক'রে খেতে হবে না। হুঁ, ইসাক্ কাজে মন দেয়। ইনার আবার ওর পিছনে এসে দাঁড়ায়, বলে, "নিয়ে এসো না একটা লোক ধরে।"

"কোন দরকার নেই," ইসাক কুড়ুলটা শান দিতে দিতে বলে, "আমি একাই পারবো। তুমি দেখো দিকিন। হুঁ।"

"দশজনের কাজ একজনে পারবে কেন? শরীর ভেঙে প'ড়বে যে।"

"হুঁ। দশজনের কাজ! ধ'রো দিকিন এই খুঁটিটা," ইসাক ইনারকে কাজ দেয়।

ইনার চুপ ক'রে যায়।

বর্ষার পরে শীতের হাওয়া বইতে সুরু হ'লো। বাড়ীর কাজ তখনো অনেক বাকী। কাঠের ছাদ হবে, তক্তা কাটা হ'য়েছে। কিন্তু বড় বড় কড়িকাঠ তুলে বসাতে হবে। ফারগাছের কড়িকাঠ, বাস্তবিকই ভারী। ইসাক্-এর খাটুনির শেষ নেই। ইনার আর কোন কাজ ক'রতে পারে না। শীতের আরম্ভেই এদেশে বৃষ্টি পড়তে সুরু হয়। আগেই তার বাড়ীর ছাদটা শেষ ক'রতে হবে। আর একদিনও নষ্ট করা চলে না। ইনারের কি যেন হ'য়েছে। বাইরের কাজ একেবারে পারে না, কেবল ঘরে ব'সে ছাগলের দুধ থেকে পনীর তৈরী করে। মাঝে মাঝে সোনাকে পাহাড়ের ওধারে ক্ষেতে চরিয়ে নিয়ে আসে। ইনার খুব আস্তে আস্তে চলে। কি যেন হ'য়েছে ওর।

"একটা বাক্স কিংবা ঐ রকম একটা কিছু এনো তো এবার যখন গাঁয়ে যাবে", ইনার একদিন ব'ললে।

"বাক্স দিয়ে কি হবে?" ইসাক প্রশ্ন ক'রলে।

"আমার দরকার আছে", ইনার বল্‌লে।

ইসাক্ কড়িকাঠ তোলে, দেওয়ালের মাথায় দড়ি দিয়ে বেঁধে নীচে টান দেয় আর কাঠটা ওপরে উঠে যায়। ইসাক্ অনেক কৌশল উদ্ভাবন করে। ইনার ওকে ব'লে দেয় কোথাও ভুল হ'লে। ইনার কাছে দাঁড়িয়ে থাক্লেই অনেক কাজ হয়, ইসাক্ ভাবে। বাড়ীটি ছোট কিন্তু কাঠগুলো বড় ভারী। কাজ এগোয় ধীরে ধীরে। শীতের আগে আকাশে মেঘ নেই, ঝলমল করে গাছের পাতা। ইসাক্কে একবার গাঁয়ে যেতে হবে। যাবার সময় ইসাক্ একবার ইনারের দিকে তাকালো। কি যেন হ'য়েছে ইনারের। ইনার বললে, "একটা বাক্স কিংবা একটা ঘোড়া এনো মনে ক'রে।"

"আনবো। জানালার জন্ম কাচের ফরমাস দিয়েছি সেগুলো আন্তে যাচ্ছি দরজাও আন্বো দু'টো ঘরের জন্ম দু'খানা। বাক্স কি হবে তোমার?"

ইসাক্ একটু মুরুব্বিয়ানার চালে কথা বলে। ইনার বল্লে, "কি আবার হবে? তোমার কি চোখ নেই? দেখ্তে পাওনা?"

কথা শুনলে রাগ হবার কথা বৈ কি! ইনার মুখ ফিরিয়ে ঘরে এসে হাঁফাতে থাকে। এমন মানুষকে নিয়েও ঘর করে সে।

ইসাক্ চিন্তিত মুখে পথ চল্তে লাগ্লো। ইনার কেন যে রাগ করে ও বুঝতে পারে না। ইনারের অসুখটা সারাতে হবে। ইসাক্ উপায় চিন্তা ক'রতে ক'রতে পথ চলে।

এবারেও দু'দিন পরে ইসাক্ বাড়ী এলো। দরজা, জানালা, কাচ সব মিলিয়ে মস্ত এক বোঝা। তার ওপর গলার কাছে একটা খোলা বাক্স ঝুল্ছে, তার মধ্যে ছোট খাটো অনেক বস্তু। এক শিশি ওষুধ এনেছে বদ্যির কাছ থেকে। প্রথমেই সেটা ইনারের হাতে দিয়ে বল্লে, "এটা রোজ দু'বার ক'রে খাবে, বদ্যি ব'লেচে।"

ওষুধটা হাতে নিয়ে ইনার ঐ জানালা-দরজার বোঝাটার দিকে তাকিয়ে থাকে, বলে, "এমন ক'রে কদিন বাঁচবে তাই ভাবি।"

"যা' বলেচ, হুঁ!" ইসাক্-এর হাসি পায় ইনারের কথা শুনে। দরজা লাগানো হ'লো। শাদা আর লাল রং দিয়ে ইসাক্ পুরনো দরজা নতুন ক'রে দিলে। বাড়ী তৈরী শেষ হ'লো, নিজে হাতে গড়া ঘর, ইসাক্-এর ঘর, বনের মধ্যে চমৎকার দেখায়। নতুন ঘরে ওরা চলে এলো। ছাগলদের রাখ্লে ওদের সেই ঘরে আর সোনার কাছে রইলো ভেড়াটি। ভেড়াটির এবার ছেলে হবে, তখন ওর জন্ম আরও ঘরের দরকার হবে।

পোড়ো জমিতে ওরা গৃহ রচনা ক'রলে। ওদের নিপুণতায় ওরা নিজেরাই বিস্মিত।

বরফ পড়বার আগে অনেক কাজ ইসাক্‌কে সেরে ফেল্‌তে হবে। বড় বড় গাছ কেটে জ্বালানি কাঠ তৈরী ক'রতে লাগ্‌লো। শীতের আগে সকল গৃহস্থই কাঠ কিনে রাখে। ওদের ঘরের কাছে খানিকটা জমি ফাঁকা ক'রতে যত কাঠ পাওয়া গেল তাতেই অনেক লাভ হবে। দু'টো কাজ এক সঙ্গে হয়ে গেল, ইসাক্‌-এর মাথায় অনেক মত্‌লব উঁকি দিয়ে যায়। তবে এ নিয়ে ইনারের সঙ্গে সে আলোচনা করে না। ইসাক্‌-এর গাছ কাটার আর শেষ নেই। ইনার ওর কাছে দাঁড়িয়ে দেখে চুপ করে। ইসাক্‌ যেন ইনারকে দেখ্‌তেই পায় না এমন ভাবে কাজ ক'রতে থাকে। কিন্তু ইনার যখন ও কাছে এসে দাঁড়ালে ইসাক্‌ খুশী হয়। ইসাক্‌ গ্রাহ্যই করে না, ইনার এলেই প্রবলবেগে কাঠ কাটা চলে। ইনার আপন মনেই হাসে ইসাক্‌-এর ভাব দেখে। কিন্তু ওদের আলাপটা হয় কিছু ভিন্ন রকমের।

ইসাক্‌ বলে, "এই ঠাণ্ডায় এখানে দাঁড়ানো ছাড়া কি আর কাজ নেই?"

"কাজ আছে কি নেই, সে আমি বুঝবো," ইনার রুক্ষস্বরে বলে, "কিন্তু এই খেটে খেটে হাড্ডিসার হ'চ্ছো এর মানেটা আমায় বুঝিয়ে দেবে কি?"

"সে হবে'খন। এখন আমার কোটটা নিয়ে গায়ে দাও।"

"বেশ হ'য়েছে। তোমার আজই বাচ্চা হবে। আমার আর কাজ নেই জামা পরে ও'র কাছে দাঁড়িয়ে থাকি।"

ইনার চলে আসে। নির্জন বনভূমির দু'টিমাত্র অধিবাসী। ওদের জানাশোনার বালাই নেই কারো। কথাবার্তায় দু'টি নরনারীর যেন খাবার অন্বেষণ পাড়না। ওদের কেউ নেই তাই এক অন্যের কাছে মস্ত সম্পদ। ঐ মূক পশুগুলির কাছে ওরা উভয়েই আশীর্বাদ, ধরণীর কাছেও ওদের প্রয়োজন কম নয়।

সোনার বাছুর হ'লো। তামাটে রং সাদা গায়ের রং, ভূমিষ্ঠ হয়েই হতবুদ্ধির মত চেয়ে আছে। পৃথিবীতে এসে একেবারে স্তম্ভিত হ'য়ে গেছে। ইনার বাছুরের গায়ে ময়দা মাখিয়ে স্নান করিয়ে দিলে। ইসাক্‌ কাছে দাঁড়িয়ে তত্ত্বাবধান ক'রছিল। ইনার বল্‌লে, "বড় হ'লে খুব ভালো দেখতে হবে না? আচ্ছা, এর কি নাম দেবে বলোতো আমার একটাও নাম মনে আসছে না।"

ইনার একেবারে ছেলে মানুষ, একটা নামও ভেবে বার ক'রতে পারে না, উঃ! ইসাক্‌ বল্‌লে, "কেন, ওর নাম রূপো!"

সেদিন প্রথম তুষারপাত হ'লো। বরফ জমে পথ বন্ধ হবার আগে ইসাক্‌কে একবার গ্রামের বাজারটা ঘুরে আসতে হবে। ইসাক্‌ রওনা হ'লো। নিজের গতিবিধি সম্বন্ধে একটা রহস্যের ভাব দেখিয়ে ওর আমোদ। ইনার জিজ্ঞাসাবাদ ক'রে কোন সদুত্তর পায় না। কিন্তু ফিরে যখন এলো তখন ইনার সত্যিই অবাক্‌ হ'য়ে গেল।

এবার আর জিনিষপত্র নয়, ইসাক্ একটা ঘোড়া নিয়ে এসেচে আর এনেচে একখানা স্লেজ গাড়ী।

বিস্ময়ের ভাবটা কেটে যেতেই ইনারের কি একটা কথা মনে হ'লো। বল্লে, "এ আবার কি সখ। কার ঘোড়া নিয়ে এলে? তারপর একটা কিছু—"

"কার ঘোড়া? তার মানে?"

"মানে আমার মাথা। বল্‌চি এ ঘোড়া পেলে কোথায়?"

ইসাক্-এর উত্তরে বল্‌তে পারতো, "এ ঘোড়া আমাদের, কিনে এনেচি।" কিন্তু তা' বলা যায় না। ইসাক ঘোড়াটা ভাড়া ক'রে এনেচে। জ্বালানি কাঠ গ্রামে বিক্রী ক'রতে নিয়ে যাবে গাড়ী বোঝাই ক'রে। তাই এই ঘোড়া আর গাড়ীর ব্যবস্থা।

কয়েক দিনের মধ্যেই ওদের ঘর ভ'রে গেল। কাঠ বিক্রী ক'রে ফেরবার সময় ইসাক্ কত কি নিয়ে আসে—শুকনো মাছ, ময়দা আরও নানা খাদ্য। এ সংসারের সঞ্চয়। শেষ দিন ইসাক্ সকলের বড় সওদা ক'রলে। গাঁ থেকে একটা ষাঁড় নিয়ে এলো। বড় বোঝা, তা হোক্। গাঁয়ে খড়ের অভাব হ'য়েচে, বরফ পড়ে খড় নষ্ট হয়েচে। ইসাক্ সামান্য মূল্যে ষাঁড়টি খরিদ ক'রলে।

এবার ওদের সংসারে রীতিমত প্রাচুর্য্য এসেচে। ইসাক্ কত জিনিষ যে কিনতে পারে ইনার ভাব্‌তেই পারে না, মনে হয় স্বপ্ন দেখচে। যা' মনে এসেছে তাই নিয়ে এসেছে। ইনার ঐশ্বর্য্যে যেন ফেটে প'ড়চে। ইসাক্ আগামী বৎসরে কি ক'রবে তাও ভেবে স্থির ক'রেছে। বনানী কেটে শস্যক্ষেত্রে পরিণত ক'রবে। ঐ নিবিড় বন্য অরণ্য ইসাক্ একেবারে দেখ্‌তে পারে না।

সবই হ'লো, কেবল ঐ ঘোড়াটাকে ফিরিয়ে দিতে হ'বে। আহা, কেমন পোষ মেনেছে। ইসাক্-এর দুঃখ হয় ঘোড়াটার জন্য। ইনার সান্ত্বনার সুরে বলে, "তা' আর কি হ'য়েচে। এত ক'রলে আর একটা ঘোড়া কিনতে পারবে না?"

"তা বটে কিন্তু গরমকালে একটা ঘোড়া না হ'লে—"

পরের দিন ইসাক্ ঘোড়াটাকে ফিরিয়ে দিতে গাঁয়ে গেল। আরও অনেক কাজ। দু'দিন প'রে বাড়ী এলো। পাহাড়ের বাঁকটা পেরিয়ে আসতেই ইসাক থমকে দাঁড়ালো। কিসের একটা আওয়াজ আসছে ওদের নতুন ঘরের দিক থেকে। ইসাক্ কান পেতে শুনলে—না, ওর ভুল হয় নি। ওদের ঘরে শিশু কাঁদচে! আশ্চর্য্য! অথচ কিছুই বলেনি ইনার। কি অদ্ভুত মেয়ে!

অতি সন্তর্পণে ইসাক ঘরে ঢুকলো। ছাদের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বাঁধা সেই বাক্সটা ঝুলচে, সেই বিখ্যাত বাক্সটি, ইসাক যেটি গলায় বেঁধে হাট থেকে নিয়ে এসেছিলো।

ইসাক অবাক হ'য়ে চেয়ে থাকে। ইনার ঘরে এলো, হাতে দুধের ঘটি। ওর গায়ের জামার অনেকটাই খোলা, কোমরের কাছে একটা কাপড় জড়িয়েছে। ইনার নিজের কাজে ব্যস্ত, যেন কিছুই ঘটে নি।

ছেলেটা কাঁদতে কাঁদতে হঠাৎ চুপ ক'রলে। ইসাক বল্লে, "তোমার আর কোন—ওর নাম কি—অসুখ নেই তো?"

"না, আর কিছু নেই।"

"হঁ।" আর কি বলা যায় ইসাক ভেবে পেলে না।

"তুমি যেদিন গেলে সেইদিনই হ'লো।"

"হঁ।"

"কাপড়-জামা গুছিয়ে নেবো আর ঐ দোল্নাটা টাঙিয়ে নেবো তাও পারলাম না। তক্ষুনি শুয়ে পড়লুম এই ঘরেই—"

"তুমি তো আমায় বলোনি?"

"কেমন ক'রে জানবো যে সেই দিনই হবে। নিজেই এক মিনিট আগেও বুঝতে পারি নি। জানো, ছেলে—"

"ছেলে?"

"আমি ভাব্‌ছি ওর কি নাম দেওয়া যায়। কি যে নাম দেবো!"

ইনার ভাবনায় মুখ অন্ধকার ক'রে কাজে চলে গেল। দোলনার ওপর ঝুঁকে পড়ে ইসাক্ দেখ্‌ছিলো। লাল টুকটুকে এতটুকু একটি মানুষ। মাথায় কালো রেশমের মতো চুল, মায়ের মত ঠোঁট কাটা নয়। না, মায়ের মত দেখ্‌তে হয়নি একেবারেই। ইসাক্-এর মনে হ'লো ওর গায়ে আর জোর নাই, যেন হাত পা শিথিল হ'য়ে আস্‌ছে। এই রুক্ষ বর্বর মানুষটির সামনে পৃথিবীর পরম বিস্ময়। কোন রহস্যলোক থেকে এই ক্ষুদ্র মানবশিশু ধীরে ধীরে জীবন লাভ ক'রেছে? কয়েক বছর পরেই এই দেহ দীর্ঘাকার পুরুষে পরিণত হবে, আজ যা' এত বড় বিস্ময় সেদিন তাই-ই হবে অতি সাধারণ ঘটনা। এই তার ছেলে! ইসাক্ অপলক চোখে দেখ্‌ছিলো।

"এখন খাবে এসো," ইনার পাশের ঘর থেকে ডাক দিলে।

ইসাক্ স্বভাবতঃ কাঠুরিয়া। শীতের শেষে পুরোদমে কাঠ কাটার কাজ চল্‌তে লাগ্‌লো। ওদের বাড়ীর চারপাশে বন কেটে মাঠ ক'রে দিলে। জ্বালানি কাঠের স্তূপ জড়ো হ'লো পাহাড় প্রমাণ। ইসাক্-এর কাজ দেখ্‌তে ইনার আর আস্‌তে পারে না, ঘরেই তার কাজ অনেক। ইসাক্ কুড়ুলটা রেখে মাঝে মাঝে ঘরে ফিরে ওর ছেলেকে দেখে আসে। ঐ বাচ্চাটির মধ্যে অপরূপ বিস্ময় র'য়েছে তার কথা ভাবলেই

ওর দেখে আসতে ইচ্ছে করে। আর ছেলেটা যখন কাঁদে তখন ওর এত কষ্ট হয়। কিন্তু ইনার কেবলই ওকে ধমক দেয়, "তুমি ওর গায়ে হাত দিও না, তোমার হাতে কাঠের গুড়ো লেগে আছে।"

হাতটা মুছতে মুছতে ইসাক্ বলে, "কৈ না, হাত একেবারে পরিষ্কার। দেখো না আমি ওকে কেমন ঘুমিয়ে দিই। দাও না একটু আমার কোলে।"

ইনার ওর কথায় কান দেয় না, ছেলেকে কোলে নিয়ে নিজের কাজে চলে যায়।

সবে সেদিন শীতের পর বসন্তের হাওয়া বইচে। পায়ে হাঁটা পথের ওপর থেকে বরফ গলে প'ড়চে। পাহাড়ে-পথে ওদের বাড়ীতে এক অতিথি এসে হাজির। ইনারের দেশের মেয়ে, দূর সম্পর্কে বোন্ হয়। ইনার সাদর অভ্যর্থনা ক'রলে, "এসো—এসো—"।

"ভাবলুম একবার তোকে দেখে যাই। তা আমাদের সোনা কেমন আছে?" মেয়েটি বললে।

দোল্নার ওপর ঝুঁকে প'ড়ে ইনার বলে, "তোমার কথা কেউ জিজ্ঞেস করে না?"

"তা কেন গো? কেমন ক'রে জানবো যে তোর ছেলে হ'য়েচে? কে জানতো যে তোর সোয়ামী হবে, ছেলে হবে। তোর যে এমন সংসার হবে এ যেন নিজে চোখে না দেখলে পেত্যয় হয় না।"

"এ সংসার যা' দেখ্‌চো কিছুই আমি করিনি। ঐ যে লোকটি ব'সে আছে, সব ওর হাতের তৈরী। ও শুধু আমাকে ঘরে ঠাঁই দিয়েচে একবার চেয়ে দেখেনি আমি এর যুগ্যি কি না।"

ইনারের গলার স্বর ঈষৎ গাঢ় হ'য়ে এলো। মেয়েটি অপাঙ্গে একবার ইসাক্‌কে দেখে নিয়ে ওর কাছে মুখ এনে বল্‌লে, "তা' তোদের বিয়ে হ'য়েচে তো? ওমা, হয় নি? সেকি গো?"

"এইবার ভাবচি বিয়েটা সেরে ফেল্‌বো। ছেলেটা বড় হ'লে দরকার হবে। অনেক দিন আগেই আমাদের বিয়ে হ'তো কিন্তু এই এত্তোটা পথ ভেঙে গির্জায় যাওয়া আর হাঙ্গামার জন্ম হ'য়ে ওঠে নি। এবার বিয়েটা সেরে ফেল্‌তেই হবে। কি বলো গো?"

শেষের কথাটা ইনার জোর গলায় বল্‌লে ইসাক্-এর দিকে মুখ ফিরিয়ে।

"কি বিয়ে? হাঁ, তা ক'রলেই হয়," ইসাক্ বল্‌লে।

"কিন্তু, তোমাকে একটা কাজ ক'রতে হবে, ওলি। আমরা যে ক'দিন বিয়ে ক'রতে গাঁয়ে যাবো তুমি সে ক'দিন আমাদের এখানে থাক্‌বে। এই গরু ছাগলগুলোদের একটু দেখ্‌বে। এদের জন্ম আমাদের দু'জনের এক সঙ্গে যাওয়া চলে না।"

ওলিকে বেশী বল্‌তে হ'লো না, এক কথায় রাজী হ'য়ে গেল। ইনার বল্‌লে, "এখানে থেকে তোমার যাতে লোকসান না হয় তাও আমরা দেখ্‌বো।"

সে বিষয়েও ওলির অমত নেই। ইনার ওকে ঘরসংসার দেখাতে লাগ্‌লো। সোনা বেশ মোটা-সোটা হ'য়েছে, বাছুরটিও বেশ দেখ্‌তে হ'য়েছে। ওলি দেখে খুশী হ'লো। ইসাক্ হঠাৎ এসে প্রশ্ন ক'রলে, "সোনা কি এর আগে তোমাদের কাছে ছিলো?"

"হ্যাঁ, ছোট বেলা থেকে। ওর মা এখনও আমার বাড়ী, মানে, আমার ভাই-এর বাড়ী আছে। তা' আমার বাড়ীও বল্‌তে পারো।"

ওলির কথা শুনে ইসাক্-এর বুকের ওপর থেকে পাষাণভার নেমে গেল। যাক, ইনার তা হ'লে অন্যায় কিছু করে নি। সত্যি, ইনারের মত ভালো মেয়ে পৃথিবীতে নেই। এমন বৌ পাওয়া ভাগ্যের কথা, ইসাক্-এর বুক ফুলে ওঠে গর্বে।

এক সময় ওলিকে ডেকে ইসাক্ বললে, "ইনার যে আমার কত কাজ করে কি বল্‌বো। আর যে কাজ বলো সে কাজেই তখুনি লেগে যাবে। কোথাও একটু খুঁৎ নেই। আমি তো বলি ইনারের জোড়া মিল্‌বে না কোথাও। যখন ও আসে নি তখন এখানে কোন মানুষ টিক্‌তে পারতো? এই যা দেখ্‌ছো সব ও করেছে।"

"তা'তো দেখ্‌তেই পাচ্ছি," ওলি বল্‌লে।

ওলি ওদের কাছে দু'দিন রইলো। মেয়েটির বয়স হ'য়েছে, মাথায় বুদ্ধি আছে। কথা বলে খাটো গলায়, মধুরভাষিণী না হ'লেও প্রিয়বাদিনী বলা যেতে পারে। ইনার ওর জন্য একখানা ঘরই ছেড়ে দিলে। ওলির এতটুকু অসুবিধা হয় নি। যাবার সময় ওলির হাতে ইনার একটা পোটলা দিয়ে দিলে। ভেড়ার লোম, ওলির জামার বড় দরকার। ইনার বিমুখ ক'রবার মেয়ে নয়। সামান্য ভেড়ার লোম, ইনার নিজে দিয়েছে। লুকোবার কিছু নেই। তবু ওলি সাবধানে পোটলাটি নিয়ে বেরিয়ে এলো ঘর থেকে, ইসাক্ যেন দেখ্‌তে না পায়। ওলি বুদ্ধিমতী মেয়ে।

আবার ওদের পৃথিবী, ওদের সংসার। ইনার আর ইসাক, আর তাদের ছেলে। ওদের ছোট ছোট আনন্দের উপকরণ, ওদের বিপুল সম্ভাবনার ইঙ্গিত। সোনার চেহারা চমৎকার হ'য়েছে আর ছাগ-শিশুতে ঘর গেছে ভ'রে। ইনার পনীর তৈরী ক'রে সঞ্চয় ক'রে রাখে। পনীর বিক্রী ক'রে ও একখানা তাঁত কিন্‌বে। এটা ওর নিজস্ব পরিকল্পনা, ইসাক্‌কে জানায় নি। হঠাৎ একদিন অবাক্ ক'রে দেবে ওকে। অদ্ভুত মেয়ে ইনার, তাঁত চালাতেও জানে।

ওদের পুরোনো ঘরের পাশে মাটি আর পাথর দিয়ে—আর একটা ঘর বানিয়েছে ইসাক্। কেউ জানে না এ ঘরে কে থাক্‌বে। ইসাক্ নিজের কাজকর্ম সম্বন্ধে অত্যন্ত

গম্ভীর। ইনার প্রশ্ন ক'রলে বাদশাহী চালে দু'এক কথায় উত্তর দিয়ে আপনার কাজ করে। এই নূতন ঘরটি শেষ হ'লে ইসাক্ গাঁয়ের দিকে রওনা হ'লো। ইনার বললে, "দু'এক গজ কাপড় এনো তো, বড় দরকার।

ইসাক্-এর ফিরতে বড় দেরী হয়। ইনার সারাদিন ছটফট করে, রাত্রিতে কান পেতে থাকে ক্ষীণতম পদশব্দ শোনবার আশায়। এক এক সময় হয় ছেলে কোলে করে বেরিয়ে পড়ে গাঁয়ের দিকে। অবশেষে ইসাক্ এলো, সঙ্গে একটা ঘোড়া আর গাড়ী, গাড়ী বোঝাই মালপত্র। পাহাড়ের বাঁক থেকে ইসাক্ হাঁক দেয়, "ওগো, গেলে কোথায়? ঘোড়াটা একটু ধরো—মালপত্র—"

ইনার বেরিয়ে এসে চোখ বড় বড় ক'রে বলে, "আবার একটা ঘোড়া ভাড়া ক'রে নিয়ে এলে? কোথায় গিয়েছিলে? সাতদিন ধ'রে কি ক'রছিলে শুনি?"

"কি আবার ক'রবো? নতুন গাড়ী নিয়ে একটা ভালো পথ খুঁজে আসতে দেরী হ'য়ে গেল। পাহাড়ে পথে গাড়ীটা খারাপ হ'য়ে যাবে।"

"গাড়ীটা কিনে আনলে নাকি?"

"হুঁ।" ইসাক্ একথার জবাব দিলে না। একটা আস্ত ঘোড়া আর নতুন গাড়ী কিনে এনেচে। অনেক কথাই সে ইনারকে এখন ব'লতে পারে কিন্তু বলে আর কি হবে। ইনার একেবারে ছেলে মানুষ ও এ সবের মর্ম বুঝবে না। ইনার ঘোড়াটার মুখের লাগামটা সন্তর্পণে ধ'রে দাঁড়িয়ে রইলো। এই ঘোড়াটাই ইসাক সেবার ভাড়া ক'রে এনেছিলো। বেশ শান্ত ঘোড়া।

ইসাক্ গাড়ী থেকে মালপত্র নামাচ্ছিলো। জাতা, ঘোড়ার খুর, গাড়ী মেরামতের যন্ত্রপাতি আর এক বস্তা আটা। ইসাক্-এর বাজার করবার পদ্ধতিটা অদ্ভুত ধরণের। ইসাক্ জিজ্ঞেস ক'রলে, "ছেলে কেমন আছে?"

"ভালো আছে। এখন ঠিক্ ক'রে বলো এই ঘোড়া আর গাড়ী কিনে এনেছ কি না। আমি বলে একটা তাঁত কিনবো কতদিন ধ'রে মনে ক'রচি।"

ইনার আবদারের সুরে কথা বলে। ওর আনন্দের সীমা নেই আজ। ইসাক্ কতদিন পরে বাড়ী এসেচে।

ইসাক্-এর কথা শোনবার সময় নেই। এত জিনিষ অথচ রাখবার জায়গা নেই। আরও ঘর তৈরী ক'রতে হবে। ইসাক্ কাজে ব্যস্ত কিন্তু ইনার তখন ঘোড়ার সঙ্গে আলাপ সুরু ক'রে দিয়েচে। ছেলেমানুষ ইনার।

ইসাক্ ইনারের কাছে এসে দাঁড়ালো, বললে, "ঘোড়া, এসব না হ'লে কি চলে? কাঠের ব্যবসা ক'রতে গেলে গাড়ী না থাকলে সব পণ্ড হবে। তাই কিনে আনলুম। আরও কত জিনিষ দরকার, বাড়ীটা আর একটু বাড়াতে হবে। কত কাজ, হুঁ!"

ইসাক্-এর ভঙ্গীটা সেই বাদশাহী ধরণের, এটা ইনারের কাছে গর্ব প্রকাশের কৌশল। ইনারের সঙ্গে কথা ব'লতে গেলেই ওর কেমন একটা বর্ণহিমা প্রচারের ইচ্ছাটা প্রবল হ'য়ে ওঠে।

ইনার ওর কথা শুনে অভিভূত। মাথা দু'লিয়ে অস্ফুট স্বরে বললে, "বেশ লোক্ না' হোক্, তাই ব'লে একেবারে ঘোড়া গাড়ী সব কিনে আনলে।"

ইনারের বুকের মধ্যে রীতিমত তোলপাড় সুরু হ'য়েচে। তার ঘর তার স্বামী, এই গরু, ছাগল, ভেড়া, ঘোড়া, গাড়ী সব তারই?

আর ইসাক সেই নগণ্য একটা কাঠুরে নেই। ইনারের দেশে গিয়ে খোঁজ ক'রে ও সোনার জন্য টাকা দিয়ে এসেচে। বিনামূল্যে কারুর জিনিষ নেবার লোক সে নয়।

দপ্ত ঋজু ভঙ্গীতে ইসাক্ একবার তার ঘর সংসারের দিকে তাকিয়ে দেখে। আর দেখে ইনারকে, তারই ইনার, অপরিহার্য্য, অবিচ্ছেদ্য, অসামান্য মেয়ে ইনার। লাঙ্গল, বড় বড় কোদাল, আরও কত চাষ আবাদ করবার যন্ত্রপাতি। ইসাক্ সেইগুলি নাড়াচাড়া করে আর ভাবে তার আপন জীবন কথা। এর আগে এমন ক'রে সে কোনদিন ভাবে নি। আজ সে একটা সম্পত্তির মালিক, তার উৎপাদনী শক্তি বহুধা বিভক্ত।

ইনার বললে, "আহা, ওলিটা যদি থাক্‌তো ত'হলে দেখ্‌তো এসব।"

মেয়েদের বুদ্ধিই এমনি। ইসাক্ না হেসে পারে না। অবিশ্যি ওলি ব'লে সেই মেয়েটি যদি আজ এখানে থাকতো তাহ'লে ইসাক্ও খুশী হ'তো বৈকি।

ঘর থেকে ছেলের কান্না শোনা গেল। ইসাক্ বললে, "যাও, ছেলেটাকে দেখ গে, আমি ঘোড়াটাকে খাবার দিই।"

ঘোড়া আর গাড়ী! ইসাক্ নিজে হাতে ঘোড়াকে খাবার দিলে—ঘাসের আঁটি কতদিন আগে বেঁধে রেখেচে। কিছু টাকা ওর ধার হ'য়েচে। তা' হোক, ওর যা' কাঠ কাটা আছে তাতেই শোধ হ'য়ে যাবে। এ ছাড়া ক্ষেতের কাজ এখনও বাকী। বীজ রুইবার সময় হ'লো। তারপর কিছুদিন অপেক্ষা ক'রলেই ফসল কাটবার সময় হবে। ওর পূর্ব্বপুরুষরা স্মরণাতীতকাল থেকে বীজ রোপণ ক'রেচে, শস্যে ভরিয়ে দিয়েচে পৃথিবী। ইসাক্ও সেই কাজ করে। ও জানে শস্য মানে জীবন, শস্যের অভাব ঘটলে মানুষের সমাজ মরে যাবে।

পাহাড়ের গায়ে ঢালু মাঠে বীজ রোপণের কাজ চলতে থাকে। আশ্চর্য্য! এক একটি শস্যকণা থেকে কি বিপুল শস্য-সম্ভারের সৃষ্টি হয়। পৃথিবীর সর্ব্বত্র কত অগণিত চাষী এই শস্যকণার জীবনাহরণে সাহায্য করে তবেই মানুষের বেঁচে থাকা সম্ভব হ'য়েছে

আজও। ইসাক তাদেরই একজন। সারাদিন ক্ষেতেই ওর কাজ, সন্ধ্যায় ঘরে ফিরে আসে। দূর দিগন্তে, প্রায়ান্ধকার সন্ধ্যাকাশের এক কোণে, মেঘ দেখা যায় ধূমরেখার মত। বীজ রোপণের পর বর্ষণের সংকেত দেখ্‌তে দেখ্‌তে ইসাক ঘরে ফিরে আসে।

৩

ফসল বোনা আর ফসল কাটার মাঝে দীর্ঘ অবসর পাওয়া যায়। কিন্তু ওলি আর এলো না। ইসাক্ এই সময়টাতে একটা শ্লেজ গাড়ী বানালে, কাঠের তক্তা কেটে শেল্ফ তৈরী ক'রলে। শীতকালের তখনও অনেক দেরী তবু শ্লেজ গাড়ী থেকে সুরু ক'রে শীতের যাবতীয় আয়োজন সম্পূর্ণ হ'লো। ইনারের কত যে ভাবনা তার ঠিক নেই। সোনাকে আর বেঁধে রাখতে হয় না, সে মাঠে চরতে যায় আবার ঠিক সময় ঘরে আসে। ছাগল ভেড়া নিয়েও কোন হাঙ্গামা নেই। ছাগলের দুধ আর ভেড়ার লোম, অভাব নেই কিছুর। তবু ইনারের কত ভাবনা। অনেক চিন্তা ক'রে সে ছেলের জন্য একটা জামা তৈরী করেছে। সেটা ওদের বিয়ের সময় ছেলেকে পরাবে। নীল রংএর জামা, একটা টাকা লাগ্‌লো ঐ অতটুকু জামা তৈরী ক'রতে। তা হোক প্রথম সন্তানের জন্য খরচের মায়া ক'রবে না ইনার। ছেলের নাম দিয়েছে এলেসাস। ইসাক্ আপত্তি করেছে কিন্তু ঐ নামটিই ইনারের পছন্দ।

বিয়ের জন্য ইনার উতলা হ'য়েছে। ফসল কাটার আগে সেরে ফেল্‌তে না পারলে আর সময় পাওয়া যাবে না। ওলি এলে সব ব্যবস্থা হ'য়ে যায় কিন্তু তার দেখা নেই। ইসাককে বললে ও বলে, "ভেবে দেখি কি করা যায়।" ইসাক-এর তেমন উৎসাহ নেই। আসলে বিবাহটা কি কাজে লাগচে তা' ও বুঝতেই পারে না। শহরে গাঁয়ে যারা থাকে তারা জীবনে অনেক হাঙ্গামা করে, তাদের হয়তো প্রয়োজনও আছে এসবের। কিন্তু এই সুদূর অরণ্যের মধ্যে ওদের সংসারে বিয়ের দরকারটা কোথায়? ইসাক্-এর যুক্তি ইনার শোনে না।

হঠাৎ একদিন ওলি এসে উপস্থিত। ছেলেকে সঙ্গে ক'রে ওরা দু'জনে বিয়ে ক'রতে গেল। আগে ওদের বিয়ে হ'লো তারপর গীর্জায় নিয়ে গিয়ে ছেলেকে খ্রীষ্টান মতে শুদ্ধ করা হ'লো অনেকটা উপনয়নের মতো।

কিছুদিন পরেই চাষের অবস্থা খারাপ হ'লো। অনাবৃষ্টিতে অধিকাংশ ফসল নষ্ট হ'য়ে গেল। ইসাক সারাদিন আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। বর্ষণের কোন লক্ষণ

নই। ইসাক কাঠের কাজ করে, তক্তা বানায়। মেঞ্জ গাড়ীর তক্তা, বাজারে এর অনেক দাম। তবু ফসল নষ্ট হওয়ার দুঃখ যেন সইতে পারে না। রাত্রিতে ঘুম ভেঙে বিছানায় উঠে বসে, ঐ বুঝি বাতাসে গাছের শাখা দুলে উঠ্‌লো। ঐ বুঝি ঝড়ের বেগে মেঘ এলো আকাশ ছেয়ে। কিন্তু সাত সপ্তাহ এক ফোঁটা বৃষ্টি নেই। আলু ছাড়া আর সব নষ্ট হ'লো। স্তব্ধ দ্বিপ্রহরে একা বিশাল প্রান্তরে ঘুরে বেড়ায় ইসাক্। গেল, গেল, সব গেল। নীল আকাশ তৃষ্ণায় ধূসর হ'য়ে উঠেছে, ইসাক্ চেয়ে থাকে। সবই ভগবানের হাতে, তাঁর ইচ্ছা হ'লে আজই বর্ষা নামতে পারে।

ইসাক্ ঘোড়ার পিঠে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল, হঠাৎ চীৎকার করে ওঠে, "এই, শোনো, শোনো!"

ইনার ছুটে আসে, "কি বলছ?"

"আজ নিশ্চয় বৃষ্টি হবে। ঘোড়াটার গা' কেঁপে উঠছে থেকে থেকে, এই দেখ।"

সত্যিই ঘোড়াটা চমকে উঠছে। ইনার বললে, "আর ভাবনা নেই, খাবে এসো।"

সন্ধ্যাবেলায় ঘরে ফিরে ইসাক দরজার সামনে ব'সে রইলো। রাত্রি গভীর হবার সঙ্গে সঙ্গে আকাশ ঘন মেঘে ঢেকে গেল। নক্ষত্রের আলো ঢাকা পড়ে গেল। নিবিড়, নিরন্ধ্র অন্ধকার, গাছে গাছে শিহরণ তুলে বাতাস বইতে সুরু হ'লো। তারপর ক্রম্ ক্রম্ ক'রে নাম্‌লো প্রবল বৃষ্টিধারা। ইসাক ঘরের ভেতর এসে ব'সলো। জানালার কাচের ওপর বর্ষণক্ষিপ্ত জলকণা আছাড় খেয়ে প'ড়ছে। ইনার এসে ওর পাশে বস্‌লো। সারারাত অশ্রান্ত বারিপতনের শব্দে বনভূমি উচ্চকিত হ'য়ে রইলো।

পরদিন ভোরবেলা ওরা ঘুম থেকে জেগে দেখলে আকাশ নির্মল নীল। অনাবৃষ্টির শুষ্কতা নেই বাতাসে। ঝরণার স্বচ্ছ ধারা দুলিয়ে উঠেছে। ফসল নষ্ট হ'য়েছে অনেক। তা হোক্ তবু এই বর্ষণে পাহাড়ে মাটি শ্যামল হ'য়ে উঠবে। হয়তো আবার ফসল ফল্‌বে। ইসাক্-এর মনে শান্তি ফিরে আসে।

দুই সপ্তাহ অনাবৃষ্টির পরে বর্ষা নাম্‌লো। সহজ, সুন্দর বর্ষা। মাটি শ্যামল হ'লো আশ্চর্য্য কৌশলে। ইসাক পরীক্ষা ক'রে দেখলে। না, সব ফসল হয় নি। ইনার সারা মাঠ ঘুরে দেখে। আলু এবার অনেক হ'য়েছে। ইসাককে বলে, "তুমি শুধু শুধু ভাবো। আর একমাস পরেই আলু তোলা যাবে। কত আলু এবার হ'য়েছে, দেখেছ?"

খরগোষের মত মুখের গঠন, দেখ্‌লে মুখ ফিরিয়ে নিতে হয় এমনই কদর্য্য ইনার। কিন্তু এই নির্জন নিঃসঙ্গ বনপ্রান্তরে ইসাককে কী অপরূপ সান্ত্বনায় ভুলিয়ে রাখে মেয়েটি। ইনার কখনো হতাশ হয় না, কোন বিপদে ভেঙে পড়বার মেয়ে সে নয়। ইসাক্-এর কাছে ওর রূপ আনন্দের মাধুর্য্যে উজ্জ্বল হ'য়ে আছে।

এ বছর প্রচুর আলু পাওয়া গেল। শীত পড়বার আগে ইসাক্ ক্ষেতের কাজ সারা ক'রলে। সোনা আর রূপো চ'রে বেড়ায়, দূর থেকে ওদের গলার ঘন্টার ধ্বনি শোনা যায়। এইটি ইসাক্-এর বড় প্রিয়। ষাঁড়টাকে কেবল বেঁধে রাখ্তে হয়, বড় উৎপাত করে। একদিন ইনার ওকে ছেড়ে দিতেই ও রূপোর সঙ্গে প্রণয় ক'রতে সুরু ক'রলে। ইনার দেখে আর হাসে। ইসাক বল্লে, "না, না এতটুকু বাচ্চা—ওকে ছেড়ে দিলে কেন?"

"এতটুকু আর নেই। এর পরে সোনার বাচ্চা হবে তখন যদি আবার ও... বাচ্চা হয় তো আমার বড় হাঙ্গামা। তার চেয়ে ওর আগে হওয়া ভালো।"

এমনি ক'রেই ওদের দিন কাটে। ইনার সব দিকে নজর রাখে, ভুল হয় না কখনো। শীতকালে ইনার তুলো পিজে সুতো কাটে তারপর সেই সুতো তাঁতে চড়ায় আর ইসাক বরফ পড়তে সুরু হবার আগেই গাড়ী বোঝাই ক'রে গাঁয়ের হাটে কা... বিক্রী ক'রে এলো। ওর ঋণ শোধ হ'য়ে গেছে—এখন ওর গাড়ী আর ঘোড়ার অধিকার নিয়ে প্রশ্ন উঠবে না। ইতিমধ্যে ইনারের বহুদিনের সঞ্চিত পনীর বিক্রী ক'রে তাঁত কিনে এনেছে। তুলো আর সৌখীন সুতোও এনেছে ইনারের জন্য। এ ছাড়া ইসাক একটা লণ্ঠন কিনে এনেছে। লণ্ঠন দেখে ইনার যেন নিজের দৃষ্টিকে বিশ্বাস ক'রতে পারে না। লণ্ঠন! এ যেন ওরা শহরের বড় বড় লোকদের মত হ'য়ে গেছে। ছোটবেলা থেকে একটা লণ্ঠনের সখ ছিলো। সন্ধ্যা হ'তেই ইনার লণ্ঠন জ্বেলে সেটা সাম্নে রেখে বসলো। এলেসাস্কে বল্লে, "ঐ ছাখ্, ঘরের মধ্যে সূর্য্য উঠেছে।"

লণ্ঠনের আলোয় তাঁত চালালো সারারাত।

ইনারের বিস্ময়ের আরও অনেক কারণ আছে। ইনারের জামার কাপড় আর জুতো এনেছে ইসাক্। ইনার তাতেই আহ্লাদে সারা হয় তার ওপর একটা বাক্স থেকে ইসাক্ যখন একটা মস্ত ঘড়ি বার ক'রে ওকে দেখালে তখন ইনার ছোট্ট মেয়ের মত হাততালি দিয়ে উঠ্লো। ইসাক্ ঘড়িটায় দম দেয় আর ওর বুকের ভেতরটা ঢিব্ ঢিব্ করে। দেওয়ালে টাঙিয়ে ইসাক্ ঘড়ির কাটা দু'টো আন্দাজ করে চালিয়ে দিলে। এলেসাস্ স্থির দৃষ্টিতে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে থাকে। ওর মায়ের অবস্থাও অনুরূপ, রান্না ক'রতে ক'রতে ঘড়ি দেখে যায়। ঘুম থেকে জেগেই ঘড়ির দিকে তাকায়। ঘড়ি দেখে সময় নির্ণয় করার সঠিক নিয়মটা ওর জানা নেই তবু না দেখে থাক্তে পারে না। রাত্রিতে যখন চারিদিক কালো অন্ধকারে ঢেকে থাকে তখন ঘড়িটা হঠাৎ যেন জেগে উঠে ঢং ঢং ক'রে বেজে ওঠে। এর চেয়ে আশ্চর্য্য আর কি হ'তে পারে? ঘড়ি বেজে উঠ্লেই ইনার বিছানায় উঠে বসে।

সঞ্চিত কাঠ বিক্রী হ'য়ে গেছে। ইসাক্ আবার গাছ কাটা সুরু ক'রেছে। জঙ্গলের সঙ্গে দ্বন্দ্ব বাধানো ওর প্রধান কাজ। গাছ কেটে, আগাছা নির্মূল ক'রে ও সড়ক বানায়, ঝর্ণার ওপর তক্তা ফেলে সাঁকো তৈরী করে। আগামী শীতকালের মধ্যেই ইসাক্ শহর গড়বে।

ইনার একদিন বল্লে, "তোমার আলাদা একটা বিছানা ক'রতে হবে। বুঝেছ?"

ইসাক্ বুঝেছে। ইনারের আবার শরীর ভালো নেই। দু'একদিনের মধ্যেই আর একটা বিছানা ক'রতে হবে। হঁ। ইসাক্ মনে মনে অনেক কথা ভাবে। ইনারের জন্ম একটু উদ্বিগ্নও হয়।

সেদিন সন্ধ্যা বেলা ঘরে আসতেই ইনার বল্লে, "একবার গাঁয়ে গিয়ে কাঠ বিক্রী করে এসো না? অনেক জমে গেছে। তা'ছাড়া ঘোড়াটা শুধুই ব'সে ব'সে খায়, ওকে একটু খাটানো হবে। যাও, একবার ঘুরে এসো।"

"এই কটা তক্তা নিয়ে বেচ্তে গেলে লোকসান হবে।"

ইসাক্-এর কি যেন মনে হ'লো। ইনারের কথার আড়ালে একটা উদ্দেশ্য আছে।

পরের দিন সন্ধ্যা বেলায় ঘরে ফিরে দেখে ইনার নতুন জামা প'রে শুয়ে আছে, পাশে একটি সদ্যজাত শিশু। ইনার তা'হলে এর মধ্যেই সেরে নিয়েছে। ইনার বেশ সহজভাবে কথা বলছে। আশ্চর্য! এই জন্যই কি ইনার ওকে গাঁয়ে যেতে ব'লছিলো? হঁ! ইসাক্ ভাবে, মেয়েরা ঐ সময়টাতে পুরুষকে দূরে রাখ্তে চায়। ইসাক বাড়ীতে থাকলে ইনারকে কত সাহায্য ক'রতে পারে। ইনার ওকে গাঁয়ে যাবার কথা বলছিলো কেন? এতবড় যন্ত্রণায় ইনার একা থাক্তে চায় কেন?

"এই সময়টার আগে কেন আমাকে জানাও না, এঁ্যা?" ইসাক্ ইনারের মুখের দিকে চেয়ে বল্লে।

"তুমি এখন তোমার বিছানাটা ক'রে নাও, দেখি।"

ইনার ইসাক-এর কথার জবাব দেয় না।

গ্রীষ্মের পরে শীত, তারপর বসন্ত। বছর ঘুরে এলো।

ইসাক্ আবার ঘর তৈরী ক'রেছে। যন্ত্রপাতি নিয়ে কাঠের কাজ করে সারাদিন, বিচিত্র উপায়ে তক্তার সঙ্গে তক্তা যুক্ত ক'রে দেওয়াল গাঁথা হ'চ্ছে। ঠক্ ঠক্ শব্দ হয়, সুপ্ত রজনী কেঁপে কেঁপে ওঠে। ইনার এখন দু'টি সন্তানের জননী। অনেকটা সময় যায় ছেলেদের খাওয়াতে পরাতে। ছোট ছেলের নাম রেখেছে সিভার। ওর মায়ের মামার নাম সিভার, তিনি মস্ত বড়লোক, ছেলেপুলে নেই। সিভার নিশ্চয় বড়লোক হবে,

তাই ইনার ঐ নামটাই বেছে নিয়েচে। এলেসাস্-এর প্রায়ই অসুখ করে কিন্তু সিভার সব সময় খেলা ক'রে বেড়ায় কিংবা ঘুমিয়ে থাকে পাথরের ওপর শুয়ে। ইসাক্-এর বড় ভালো লাগে সিভারকে। ইনার স্বামীর কাজে সাহায্য করে আবার সময় পেলে তাঁত চালায়। অনেকখানি কাপড় বুনেচে ইনার। এমন একটি স্ত্রী সহজে মেলে না, ইসাক্ ভাবে। শীতের জামা অনেক তৈরী ক'রেচে ইনার। এলেসাস্ আর সিভার গায় দেয় লাল নীল নানা রং-এর জামা, বেশ দেখায় ওদের। ঐ সব ওদের মায়ের হাতের তৈরী।

এই বনবাসী দু'টি নরনারীর সংসারে অভাব নেই। ইসাক এবার একটা ফসল রাখবার মস্ত গোলাঘর তৈরী ক'রেচে। এইটি হ'লেই আর কোন অসুবিধা থাক্‌বে না। যা' চাই সব ওদের আছে, যা' নেই তা' ওদের প্রয়োজনের বাইরে। ইসাক্ কাঠের দেওয়াল তুলতে ব্যস্ত থাকে, ইনার ওর হাতের কাছে হাজির থাকে।

ইসাক্ লক্ষ্য করে ইনারের স্বাস্থ্যের পরিবর্তন হ'য়েচে। এই চেহারা ওর পরিচিত। ইনার এবার তৃতীয় সন্তানের জননী হবে। আর একটি সন্তানকে পৃথিবীতে আনতে ইনারের কোন বিভীষিকা নেই। ইনার খুব শান্তভাবে গ্রহণ করে ব্যাপারটা। বরং ইনারকে গর্বিত দেখায়, উপর্যুপরি মাতৃত্বে ওর আনন্দ, সন্তান ধারণ ওর নেশা। ওর যৌবনকে নিষ্ফল হ'তে দেয় না ইনার।

রূপহীনা ইনার আশৈশব অনেক লাঞ্ছনা স'য়েচে। কিশোর বয়সে সমবয়সী ছেলে-মেয়েরা ওকে দেখে হেসেচে, খেলার সঙ্গী হ'তে চাইলে তাড়িয়ে দিয়েচে। ওর দেহে যখন প্রথম যৌবনের বান লাগলো তখন গাঁয়ের তরুণ ছেলেরা ওর দিকে ফিরেও তাকায় নি। নিপীড়িত যৌবনের সমস্ত বুভুক্ষা অন্তরে চেপে রেখে ইনার কত তরুণ-তরুণীর প্রণয়লীলা দেখেচে। আজ ওর সময় হ'য়েচে, সন্তান ধারণের গৌরবে ওর সকল দুঃখ মুছে যাবে। ইসাক্ যেমন বলিষ্ঠ তেমনিই অনুরক্ত। সকল সাধ ওর মিটেচে ঐ ইসাক্‌কে পেয়ে। আসন্ন প্রসবা ইনার দুটি শিশুকে কোলে নিয়ে ব'সে থাকে। দূর বনে কোথায় ইসাক্ গাছের গুড়িতে করাত চালায়, মায়ের কোলে ব'সে এলেসাস্ আর সিভার উৎকণ্ঠ হ'য়ে সেই শব্দ শোনে।

৪

অকস্মাৎ বছরে দুর্ভাগ্য আসে নানা ছলে। ইসাক্ জানে দুঃখ করবার কিছু নেই। তা'ছাড়া, কাঠ বিক্রী ক'রে ওর মন খুসী হ'য়েচে কিন্তু উৎপাতটা এলো সম্পূর্ণ

অভাবিত উপলক্ষ্য নিয়ে। শহর থেকে এক সরকারী কর্মচারী এসে হাজির। জেলার কালেক্টার সাহেবের আপিস থেকে এসেছেন। মোটর গাড়ী ওদের সামনের পাহাড়ের গায়ে এসে থাম্‌লো। লোকটির সঙ্গে অনেক কাগজপত্র। একজন কেরাণীও এসেছে। ইনার দেখেই চিন্‌তে পারলে, তাদের পক্ষে বিধাতা পুরুষের মত এরা লোকের ভাগ্য গড়ে চলে। ওর বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠ্‌লো। ইসাক্‌ জমি পরিষ্কার করছিলো, আগন্তুক দেখে উঠে দাঁড়ালো। সেলাম ঠোকা ওর তেমন আসে না। চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলো। সাহেব গাড়ী থেকে নেমে এদিকে ওদিকে দৃষ্টিটা ঘুরিয়ে বললেন, "এ যে মস্ত এক জমিদারী ক'রেছ হে? বাঃ বেশ। তা' বেশ।"

জমিদারী কথাটায় ইসাক্‌-এর মুখ শুকিয়ে গেল। সাহেব বললেন, "কিন্তু তোমার উচিত ছিলো আমার আপিসে গিয়ে আগে জমিটা কিনে নেওয়া। তাই নয় কি?"

ইসাক্‌ ঘাড় নাড়লে।

সাহেব একেবারে কাজের কথা পাড়লেন। ইসাক্‌ কতটা জমি দখল ক'রেছে, তার কতখানি অংশ চাষ করে, কতটা দিয়ে সে বাড়ী করেছে, চাষ বিশেষ ইসাক্‌-এর মুখের দিকে তাকিয়ে কি ভাবলেন তারপর ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলেন। কথাটা খুব সোজা। দেশের যা' কিছু জমি সব রাজার, তুমি দখল ক'রলেই তোমাকে কর দিতে হবে, না দিলে রাজা তোমাকে শাস্তি দিতে পারেন, তার জন্য আইন আছে, পুলিশ আদালত আছে। তাই—ইসাক্‌ বুঝে নিয়েছে, আর বলতে হলো না।

এবার জমির মাপ ক'রতে হবে। কে তোমার কত জমি আছে, চৌহদ্দি-উহদ্দি জমি মাপ অসাধ্য ব্যাপার। এ সব দিক কত কাজ। ইসাক্‌-এর এসব জ্ঞান নেই। ওর [illegible] ও জানতো এ জমি ওর নিজের। তাই হিসেব ক'রে দেখেনি কোন দিন।

সাহেব বল্‌লেন, "জমি তুমি যত বেশী নেবে তত বেশী খাজনা দিতে হবে তোমাকে। বুঝেচ?"

"হুঁ।" ইসাক্‌ বিনীতভাবে কেমন ক'রে কথায় সায় দেওয়া যায় ভেবেই পেলে না।

"তাই ব'লে তুমি তোমার খুশী মত জমি দখল ক'রে ব'সে থাকবে তো, তা' হবে না। আমরা দেখ্‌বো কতটা জমি একটা মানুষের দরকার হতে পারে।"

একটা পাথরের ওপর সাহেব ব'সলেন। ইসাকের ঘরে চেয়ার নেই, এত বড় সম্মাননীয় অতিথি ও আশা করে নি জীবনে। ইনার অতিথিদের জন্য ছাগলের দুধ নিয়ে এলো। সাহেব আর তাঁর কেরাণী খুব খুশী হ'য়েছেন ব'লে মনে হ'লো। সাহেব এলেসাস্‌কে কোলে তুলে নিয়ে আদর ক'রলেন। এলেসাস্‌ একটা পাথরের টুকরো

দিয়ে খেলা ক'রছিলো। সাহেব সেটা হাতে নিয়ে পরীক্ষা ক'রে ব'ললেন, "কোন ধাতু ব'লে মনে হচ্ছে, পাথরের সঙ্গে মিশে আছে।"

"ঐ পাহাড়ের ওধারে এরকম পাথর অনেক আছে", ইসাক বললে।

সাহেব আবার কাজের কথায় ফিরে এলেন। বললেন, "দক্ষিণে আর পশ্চিমে তোমার দু'শো গজ ক'রে হ'লে চলবে?"

"কত টাকা দিতে হবে?" ইসাক প্রশ্ন ক'রলে।

সে এখন বলা যায় না। তবে আমি চেষ্টা ক'রবো কম ক'রে দিতে। সাহেব নোট ক'রলেন ইসাক-এর ঘরকে ঠিক ধ'রে দক্ষিণে দু'শো গজ আর পশ্চিমে দু'শো গজ।

"আর ঐ পাহাড়ের দিকে?"

"এখান থেকে তিনটে পাহাড় পেরিয়ে একটা নদী আছে, ঐ পর্যন্ত আমার চাই। ইসাক গলায় জোর আনবার চেষ্টা ক'রলে।

সাহেব লিখে নিলেন, তিনটা পাহাড়।

"আর পূব দিকে?"

"ওদিকটায় কাজে লাগবার মত জমি নেই। যা' বোঝেন তাই লিখে নিন।"

সাহেব হিসেব ক'রলেন। বললেন, "তা' জমি বড় কম হ'লো না তোমার। শহরে কিংবা গাঁয়েও এর অনেক দাম। এতো জমি কেনে এমন লোক নেই অবিশ্যি এখানে তুমি না পেলে সবটাই পাবে। আমি লিখে দেবো যাতে তোমার সুবিধা হয়। তুমি একশো টাকা দিও, কেমন?"

"এতো একেবারে কিছুই নয়," কেরাণীটি বললে।

ইসাক দূরে দাঁড়িয়েছিলো। সাহেব অন্ততঃ দুবার বললেন, "একশো টাকা। ইসাক, অত জমি নিয়ে তোমার কি হবে?"

সাহেব হেসে বললেন, "কেন, চাষ করবে।"

সাহেবের সময় নেই, তাড়া দিচ্ছেন। ব্যাপারটা তিনি একেবারে শেষ ক'রে দিলেন। বেশী হিসেব করা উনি পছন্দ করেন না। যা' সহজে হয় তাই ভালো। ওঁর কেরাণীটি আপত্তি ক'রতে যাচ্ছিলো কিন্তু উনি এক ধমক দিলেন। বাজার জমির হিসেব করার কোন মানে হয় না। সাহেব গাড়ীতে উঠে ব'সলেন। বললেন, "আপিস থেকে তোমাকে কতকগুলো কাগজ পাঠিয়ে দেবো। সেগুলো দেখে নিও, কেমন?"

গাড়ীটা পাহাড়ের বাঁকের কাছে যেতেই সাহেব পিছন ফিরে জিজ্ঞেস ক'রলেন, "হ্যাঁ—তা'—তোমাদের এ জায়গাটার নামটা কি? একটা নাম যে দিতে হয়—কি নাম—"

কথাটা এতদিন ওরা ভেবে দেখেনি। ও ওর মুখ চাওয়াচাওয়ি করে, ইঙার বোকার মত চেয়ে থাকে। ইসাক্ মাথায় হাত দিয়ে চুলগুলো আঙুলে জড়াতে থাকে। গাড়ী থেমে আছে।

সাহেব নিজেই বল্‌লেন, "সেলানরা ?"

সাহেব বোধকরি নিজেই নামটা আবিষ্কার ক'রলেন। হয়তো শব্দটার অন্য কোন অর্থ আছে। হয়তো কোন মানেই হয় না কথাটার।

সাহেব বল্‌লেন, "তা হ'লে, সেলানরা, কেমন ?"

ইসাক ঘাড় নাড়লে। সাহেবের ঘোড়া গাড়ীটা টেনে নিয়ে গেল।

ইসাক্ এর জমিদারীর মস্ত, সীমানেখা, নাম, বিবরণ সব যুক্তে মুখে ঠিক হ'য়ে গেল।

ইসাকের খুব ভালো লাগ্‌লো। ও নিজ হাতে যে মাটি চাষ ক'রে উর্বরা ক'রে তুলেছে তার একখানি মস্ত একটা কাগজে ওর নামে একটু হ'লো বৈকি। কোনো টাকা দিতে হবে। ইসাক ভাবতে ভয় পায় না। বনে গাছ আছে, মাটির নীচে আছে ফসল। তাই তো। ওর কাজ ও ক'রবে, গাঁয়ের হাটে যাবে কাঠ বিক্রী ক'রতে। অন্যায় বাজে ক'রতে জানে, ভয় করে না ইসাক।

একমাস পরে ইসাক গাঁয়ে কাঠ বিক্রী ক'রতে গিয়ে শুনলে সেই কাসেঙ্গারী অফিসের সাহেব গিসলারের নামে মকদ্দমা চলছে। তার চাকরি গেছে, গিসলার সাহেব নাকি সরকারী টাকার হিসেব দিতে পারে নি। আহা, বেচারা। ইসাক এর মন খারাপ হ'য়ে গেল।

ফেরবার পথে গিসলার সাহেবের কথাই ভাবছিলো ইসাক। এমন সময় গিসলার সাহেবের সঙ্গে দেখা। সাহেব ওর গাড়ীতে উঠে ব'সলেন, বললেন, "চলো তোমার বাড়ী যাই, কেমন ?"

ইসাক কেমন ক'রে যে অভ্যর্থনা ক'রবে ভেবে পেলে না। দু'জনে সারাপথ গল্প ক'রতে ক'রতে এলো। বেশ মানুষ, গিসলার সাহেব। বললেন, "আমি তোমার জমির কথা লিখে দিয়েছি বড় সাহেবকে। ওদের উচিত কিছুই না নিয়ে তোমাকে জমিটা দিয়ে দেওয়া। জমিটা তো তুমিই তৈরী ক'রেচ নইলে চিরদিন পড়ে থাকতো। কিন্তু তা লিখ্‌লে ব্যাটারা আমাকে সন্দেহ ক'রবে। তাই একটা খাজনা ঠিক ক'রে দিয়েছি। তুমি পঞ্চাশটা টাকা দিও, কেমন ?"

মাত্র পঞ্চাশ টাকা। ইসাক যেন বিশ্বাস ক'রতে পারে না। আশ্চর্য্য মানুষ গিস্‌লার সাহেব।

গিস্‌লার সাহেব ইনারের কোল থেকে ছেলেটিকে তুলে নিয়ে আদর ক'রতে

লাগলেন। খাওয়া দাওয়ার পর অনেক গল্প হ'লো। গিস্‌লার সাহেব বার বার বললেন, "তুমি এই জমি জায়গা নিজের নামে লিখিয়ে নাও। একেবারে খাজনা জমা দিয়ে স্বত্বটা পাকা ক'রে নাও। ব্রিড ওসলেন ব'লে যে কেরাণীটি আমার সঙ্গে এসেছিলো, ও লোকটা তেমন ভালো নয়। কে জানে তোমাকে কি ফাঁদে ফেলবে। তা' তুমি ভয় পেও না। লেখাপড়াটা পাকা ক'রে নাও খুব শীগগির। আর একজন জমি কিনতে চায়। সহর থেকে সেলেনরায় আসবার পথে পড়ে সেই জায়গাটা। সে যদি কেনে তা'হলে তোমার ভালো হবে। জমির দর বাড়চে, তোমারও মান বাড়বে তাতে। এ জমির যে তুমিই স্রষ্টা। এখানে শীকার ক'রতেও আস্‌তো না কেউ।"

গিস্‌লার সাহেব গেলেন পরের দিন। যাবার সময় ইনারকে একটা গিনি দিয়ে গেলেন। বলে গেলেন, "ইসাক্ যখন গাঁয়ে যাবে তখন যেন কিছু মাংস নিয়ে যায়, আমার স্ত্রী খুব খুশী হবে।"

ইসাক্ ওকে অনেক দূর এগিয়ে দিয়ে এলো। বেশ মানুষটি, গিস্‌লার সাহেব।

নতুন যে সাহেব এসেচে তার সঙ্গে দেখা ক'রতে গিয়ে ইসাক্ একেবারে ভয়ে জড়োসড়ো। লোকটি কেরাণী থেকে সাহেব হ'য়েচে, স্বয়ং ছোট সাহেব এই কাজে ওকে নিয়োগ ক'রেচেন। সাহেব ইসাক্‌কে এক লম্বা বক্তৃতা দিয়ে দিলে, "গিস্‌লার কিছু জানতো না, সব কাজেই তার ভুল ধরা প'ড়চে। তোমার জমির মাপ আমাকেই ক'রতে হবে। যা' দেখ্‌চি সব ভুল। যখন সময় হবে তখন সেরে আসবো। একলা মানুষ আর এই এতো কাজ। এখন যাও—সময় নেই একেবারে। এ সব সরকারী কাজে চালাকী চলে না—যাহোক আমি নিজে গিয়ে ঠিক্ ক'রে দেবে।—' ইত্যাদি।

ইসাক্ হতাশ হ'য়ে ফিরে এলো। তবে নতুন সাহেব কথা দিলেন যে তিনি ইসাক্‌কেই সেলেনরার সম্পত্তির ব্যবস্থা ক'রে দেবেন আর কারুকে নয়। এর চেয়ে আর কি আশা ক'রতে পারে সে

ইনার বললে ষাঁড়টাকে গাঁয়ে বিক্রি করে আসতে হবে, কেউ যদি কিন্‌তে না চায় তাহ'লে বিলিয়ে দিয়ে আসে যেন ইসাক্। ষাঁড়টা বড় মোটা হ'য়ে প'ড়েচে কেবল খায় আর উৎপাত করে। আর একদিনও ওকে রাখা চলবে না।

অগত্যা ইসাক্ ষাঁড় সঙ্গে নিয়ে রওনা হ'লো। আজ ইসাক্‌কে দূরে সরিয়ে দিতেই হবে। এই সময়টা ইসাক্‌কে কিছুতেই থাকতে দেবে না ইনার। তাই ওকে এত রকমের ফন্দী ক'রতে হয়। ইসাক্ কিছুই বুঝলে না, ষাঁড়টা ক্ষেপে উঠেচে মনে ক'রে কোমরে একটা ছুরি বেঁধে গাঁয়ের পথে যাত্রা ক'রলে।

বৃহৎ ব্যাপার। সিভারকে নবাগত ষাঁড়ের পিঠে চড়িয়ে ইসাক্ ষাঁড়ের ঘরটা সাফ ক'রতে লাগ্‌লো। অনেক কাজ পড়ে আছে, এবারে ফসল হ'য়েচে অনেক, এখন নিরাপদে সেগুলি ঘরে তুল্‌লে তবে স্বস্তি।

খেতে ব'সে ইসাক হঠাৎ মুখ তুলে বল্‌লে, "একি তোমার কি তাহ'লে—আমি ভেবেছিলুম—কিছু হয়নি?"

"না। হবার তো কথা, কি জানি—"

"তা হ'লে তোমার কষ্ট হয়েছিল খুব? কিছু একটা শক্ত রোগ—"

"না—না, তেমন কিছু নয়। শোনো, আমি ভাবছিলুম এখন একটা দু'টো ক'রে শুয়োর আন্‌লে কেমন হয়?"

কিন্তু ইসাক্ অত সহজে প্রসঙ্গটার শেষ ক'রতে চায় না। চুপ ক'রে অনেকক্ষণ ভাব্‌তে লাগ্‌লো। তারপর উঠে মাঠের দিকে চলে গেল।

ইসাক্ বুঝতে পারে না ব্যাপারটা, প্রশ্নও করে না। ওদের দিনগুলি চলে যায় সহজ নিয়মে।

বৃষ্টি পড়ে ঝম্ ঝম্ ক'রে, এ বছর দুর্ভাবনার কোন কারণ নেই। তবে ওদের জীবনে দুর্ঘটনাও ঘটে বৈকি। রবিবার ইসাক মাঠে যায় না, বসে থাকে ঘরে। ঘরের কাজ করে এই দিনটিতে। তা ছাড়া, স্নান করা, বেশ পরিবর্ত্তন প্রভৃতি অনাবশ্যক কাজগুলি রবিবারের জন্য তোলা থাকে। ইসাক্ ব'সে থাকে। নূতন একটা সার্ট গায়ে দিয়েচে, ইনারের তাঁতে বোনা, ইনারের হাতের তৈরী জামা। হঠাৎ ইনার এসে সংবাদ দেয় দুটো ভেড়া খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ইসাক তখনই বেরিয়ে যায়, যে কোন রকমে খুঁজে আনতে হবে। এলেসাস্ আর সিভার খেলা ক'রতে ক'রতে মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে স্থির হ'য়ে ব'সে থাকে। ইনারের মন খুব খারাপ। দু'টি মেষশিশুর অভাবে এই পরিবারের শান্তি নষ্ট হ'লো, রবিবারের পবিত্রতা কালো হ'য়ে এলো যেন।

দুস্তর জঙ্গল চারিদিকে, পর্ব্বতের দুর্ভেদ্য প্রাকারে ঘেরা অরণ্যানী। ইসাক্ ঘুরে বেড়ালো উদ্‌ভ্রান্তের মতো। সন্ধ্যাবেলায় তাদের সন্ধান পাওয়া গেল, পাহাড়ের চূড়া থেকে খদের মধ্যে প'ড়ে গেচে। একটির পা ভেঙ্গে গিয়েচে, আর একটি সুস্থ আছে। আহত মেষশিশুটিকে বুকে তুলে নিয়ে ইসাক বাড়ী ফিরলো তখন রাত্রি অনেক হ'য়েচে। চিকিৎসার ব্যবস্থা ইসাক জানে। আল্‌কাতরা আর গাছের শিকড়ের রস দিয়ে ক্ষতস্থান বেঁধে দিয়ে ইসাক্ ঘরে এসে বস্‌লো।

"তেমন কিছু হয় নি, দু'দিনের মধ্যেই সেরে যাবে," ইনারকে আশ্বাস দিলে।

সমস্ত ক্ষণ আজ ইনারের উৎকণ্ঠার মধ্যে কেটেচে। এতক্ষণে আশ্বস্ত হ'লো।

সামান্য ঘটনা। কিন্তু মানুষ আর পশুতে মিলে সেলেনরার বনভূমিতে যে সমাজ গড়ে উঠেছে, এই ক্ষুদ্র সমাজ জীবনে সব ওলটপালট হ'য়ে যায়। একটি মেষশিশুর জীবনের সঙ্গে এদের সকলের ভাগ্য জড়িত। এদের সুখ দুঃখ, এদের আনন্দ বেদনার বন্ধনে এরা রচনা ক'রেছে এদের সংসার, এদের সমাজ।

একদিন ওলি এলো, ইনারের আপনার জন ওলি।

ওলি এসেই বললে, "কৈ গো, তোমার আর একটি ছেলে কৈ? ভাবলুম তাই একবার দেখে আসি এটি কেমন হ'লো।"

"সে আর দেখতে পাবে না। বাঁচে নি।"

"আহা," ওলি বললে।

সিভার্ট আর এলেসাসকে কোলে নিয়ে ওলি আদর করে।

ইনারের মনে পড়ে যায় কিছুদিন আগে ওলি ওকে উপহার পাঠিয়েছিলো একটা খরগোস। ইনার তখন অন্তঃসত্ত্বা। ওলি জানতো অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় খরগোস দেখলে ইনারের সন্তান ওরই মত দেখতে হবে, ঠোঁট ও মুখ অমনই বিকৃত হবে। ওর মেয়েকে ও দেখতে পেলনি, ওলির সাধ মিটলো না।

ইনার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওলির দিকে তাকিয়ে থাকে।

কিন্তু ওলি আপন মনে ওদের আদর করে। এমন ছেলে ওলি জীবনে দেখেনি। আহা, ছেলে দুটির কি সুন্দর মুখ যেন পটে আঁকা ছবি। ওলি ইনারকে বলে, "হ্যাঁ, লা, এমন ছেলে কোথায় পেলি? এমন চাঁদপানা মুখ কোথাও দেখেছিস। তাই তো ছুটে ছুটে তোদের এই বনে বাদাড়ে আসি।"

মায়ের মন। ইনার একটু প্রসন্ন হয় বোধ হয়। বলে, "ঘরে এসো, কিছু খেয়ে নাও, অনেকটা পথ এসেছ।"

ঘরে আসতেই ঘড়িটা বেজে উঠলো। ওলির চোখে জল। এ যেন গীর্জায় এসেছে ব'লে মনে হয়। লোকের ঘরে ঘড়ি ওলি এই প্রথম দেখলে ওর জীবনে। ইনার ওলিকে ওর তাঁত দেখায়। ওলি যা' দেখে শতমুখে তার প্রশংসা করে। ইসাক্ কাজ ক'রছিলো, ওলি কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। তারপর আলাপ জমে উঠে। ইসাকের মস্ত একখানা বাড়ী তৈরী করার বাসনা আছে। ওলি ওকে উৎসাহ দেয় আর ইসাক্ বলে যায় কেমন করে ও এই বনের মধ্যেই সুন্দর সমৃদ্ধ সংসার রচনা ক'রবে। ইসাকের যত উচ্চাশা সব ওলির কাছে ব্যক্ত করে ফেলে।

ইসাক একেবারে শিশুর মত সরল। কিছুই বোঝে না। ইনার দেখে ওদের সংসারের সুখের স্বপ্ন শুনতে শুনতে ওলির চোখে কি যেন ঘনিয়ে আসে। ইনার

ধমক দিয়ে ওঠে, ইসাক্‌কে বলে, "বড় বড় বাড়ী, আস্তাবল গোয়াল ঘর তারপর গম রাখবার প্রকাণ্ড গোলাঘর এসব যে ক'রবে, এগুলো কোথা থেকে আস্‌বে শুনি? টাকা কি নদীর জলে ভেসে আস্‌বে? যাও দিকিন্, নিজের কাজে যাও। বড় বড় কথা আমার একেবারে ভালো লাগে না, বাপু।"

ইসাক্ অপ্রতিভ হয়ে চলে যায়। ইনার ওলিকে নানা প্রশ্ন করে। ওর বাড়ীতে কে কেমন আছে, বিশেষ ক'রে ওর মায়ের খুড়ো সিভার কেমন আছে ওর বড় জানতে ইচ্ছা করে। ওদের দু'জনে কোন অসদ্ভাব দেখা যায় না।

ওলি সেদিন রইলো। পরের দিন ভোরবেলা ইনার ওকে কিছু পনীর ছানা কি কি সব দিলে। ওলি গাঁয়ের দিকে রওনা হলো। ইনার পুঁটুলী বেঁধে যা সামগ্রী যা' দিয়েছে তা' নেহাৎ কম নয়।

একটু পরেই ওলি ফিরে এলো হাঁফাতে হাঁফাতে। বল্‌লে, "ইসাক্ কোথায়?"

"কেন, তার সঙ্গে কি দরকার?" ইনার প্রশ্ন ক'রলে।

"তেমন কিছু নয়, একটু দেখা ক'রে যেতুম আর কি।" ওলি ব'সে পড়ে বল্‌লে। ইনার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে থাকে। ওলির ভাবখানা দেখে মনে হয় সাংঘাতিক কিছু একটা ঘটেছে। কোন একটা গোপন দুষ্কৃতি আবিষ্কারের চাপা হিংস্র উল্লাস ওলির মুখে মাখানো। ইনার আর থাকতে পারে না, অসহ্য ক্রোধে ও কাঁপতে থাকে, বলে, "সেদিন তুমি যা পাঠিয়েছিলে বেশ ভালো করেই দেখেছিলুম। পাঠাবার মত জিনিষ বটে।"

"কি বলো তো?" ওলি নির্লিপ্ত কণ্ঠে বলে।

"কেন খরগোষ পাঠিয়েছিলে মনে নেই?"

"সে আবার কি। কি যে বলিস, ইনার।" ওলি সস্নেহ তিরস্কার করে, আশ্চর্য উপায়ে কণ্ঠস্বর কোমল হয়ে আসে ওলির।

"আমি কি বলি জানো না তুমি? তোমার মুখ ভেঙে দেবো আমি। আর তোকে আমি আজ—"

ইনার ওলির ওপর ঝাঁপিয়ে প'ড়লো। ইনারের বলিষ্ঠ মুঠির আঘাতে ওলির মুখ কেটে রক্ত ঝরে পড়ে। নিজেকে কোন রকমে রক্ষা ক'রতে ক'রতে ওলি চীৎকার করে, "মনে থাকে যেন। এর শোধ আমি তুল্‌বো—তোর সব জানি। তোর কেলেঙ্কারী—"

কিন্তু ইনার ভ্রূক্ষেপ করে না। ওলিকে মাটিতে ফেলে বুকের উপর ব'সে ইনার আঘাতের পর আঘাত করে যায়। খরগোষের মত ঠোঁট ইনারের, চিবুকের কঠিন গঠন, বিকৃত বীভৎস ইনারের মুখ। ওলির বুকের ওপর হাঁটু দিয়ে চেপে ধরে ইনার।

"বেরো বলছি, আমার বাড়ী থেকে বেরো—" ইনার আর একবার আক্রমণ ক'রবার ভঙ্গী ক'রলে কিন্তু ওর হাত পা যেন অবশ হ'য়ে আসছে।

"তা' যাচ্ছি। তবে এই যে তাড়িয়ে দিলি এ যেন তোর মনে থাকে। এর ফল তোকে পেতেই হবে।"

ওলির স্বর বদলেছে। ওলি কিন্তু চলে গেল না। দু'জনে শুধু একে অন্যকে গালি পাড়তে লাগলো।

কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল দু'জনেই শান্তভাবে কথা ব'লছে। ওলি বললে, "যাই, অনেকটা পথ। সঙ্গে কিছু খাবার থাকলে তবু কষ্টটা কম হ'তো। তা' আর কি হবে—"

ওলি উঠে দাঁড়ায়। ইনার এক বালতি জল এনে দেয়, বলে, "নাও, মুখটা ধুয়ে নাও, রক্তের দাগ শুকিয়ে উঠেছে।"

মুখ ধোওয়া হ'লে পথে খাবার জন্য ইনার আর একটা পুঁটুলী ওলির হাতে দেয়। ওলি বলে, "তোর যদি কিছু হয়, মানে, এই জেল বা দ্বীপান্তর তো আমায় খবর দিস। আমি ছেলে দু'টোকে মানুষ ক'রবো। এখানেই এসে থাকবো না হয়।"

কাঁদ-কাঁদ গলায় ইনার বলে, "এটুকু ক'রো দিদি। ওরা তো কোন অপরাধ করে নি। কোনও দোষে দোষী নয় ওরা। আসবে তো, দিদি?"

"আসবো বৈ আসবো। হাজার হোক আপনার জন তো।"

ওলি পুঁটুলীটি কাপড়ের মধ্যে ঢাকা দিয়ে পাহাড়ের বাঁকে অদৃশ্য হয়। ইনার একলা ব'সে ব'সে অনেকক্ষণ ধরে কাঁদলে। তারপরে অতি সন্তর্পণে নদীর ধারের পথ বেয়ে অনেকটা এগিয়ে গিয়ে একজায়গায় থমকে দাঁড়ালো।

গভীর অরণ্য। দিনের আলো এসে পৌঁছয় না। একটুখানি উঁচু মাটির স্তূপ র'য়েছে তারই উপরে কাঠ দিয়ে একটি ক্রুশ-চিহ্ন তৈরী ক'রে ইনার তার সন্তানের সমাধিভূমিকে পবিত্র ক'রে দিয়ে গিয়েছিল। কাঠের ক্রুশটি দূরে প'ড়ে আছে। কবরের মাটি অনেকটা সরানো, ওলি সন্দেহের শেষ ক'রে তবে গেছে। ইনার মাটি চাপা দিয়ে দেয়। ধারে ধারে সে কবরটির ওপরে মাটি দিয়ে বেদী রচনা ক'রলে। তার ওপরে কাঠের ক্রুশটি রেখে দিলে। কবরের মাটি হাতে নিয়ে ইনার ব'সে রইলো। ওর চোখের জলের ধারা ভিজিয়ে দিলে সেই পাথুরে মাটি। ইনার কাঁদছে, মনে হ'লো এ কান্না আর কোন দিন থামবে না। সন্ধ্যা হ'য়ে এলো।

৫

বৃষ্টি আর রৌদ্র। মেঘমেদুর আকাশে সহসা সোনালী আলো ঝলমল্ করে। মাটি এবার তৃপ্ত হ'য়েচে, ক্ষোভ নেই, তৃষ্ণা নেই। ফসল হ'য়েছে, পৃথিবীর অকৃপণ উপকার পেয়েচে ইসাক। ফসল কাটার সময় এখনও হয় নি। তবে ঘাস কাটার কাজ শেষ হয়ে এলো। সারা বছর এ সংসারে পশুপালনের আয়োজন চলে। পশুগুলির খাবার মজুত রেখে তবে ইসাক্ অন্য কাজে হাত দেয়। ঘাস কেটেচে প্রচুর, পাহাড়ের গায়ে যতগুলি গহ্বর আছে সব ঘাসে ভর্ত্তি হ'য়ে গেচে। যখন বৃষ্টি পড়ে তখন ইসাক মাঠে থাকে না, বাড়ীতে ব'সে কাজ করে। ওর নতুন কাঠের ঘরের ছাদটা এখনো বাকী। এই ঘরে ও ফসল রাখবে, ওর গোলাবাড়ীর সুরু ঐ কাঠের ঘরখানি দিয়ে। ইনারও উদয়াস্ত কাজে ব্যস্ত। অক্লান্ত, নিরলস ইনার। ইসাকের সকল কাজে ইনার ওর অভিন্ন সাথী। ওদের কাজ খুব দ্রুত এগিয়ে চলেচে।

তবে, ওদের চোখের স্ফূর্তিটুকু তেমনই আছে। ইনার ভোলে নি ওর দুষ্কৃতির কথা। এইটি ওদের দু'জনের জীবনে সবচেয়ে বড় বিপদ। শুধু ওরা প্রস্তুত হয় না মনে মনে, তা' হবার হবে। ভালো কাজের দিক মুছে যায় কিন্তু দুষ্কৃতির পরিণাম এড়িয়ে যাওয়া যায় না। ওলি যাবার সময় ইসাককে বলেচে সব কথা। মেয়ের কবর ইসাক দেখেচে। তা' আর কি হবে, ইসাক ভাবে! প্রথম দিন থেকেই ইসাক ব্যাপারটাকে বোঝবার চেষ্টা করেচে। শুধু ইনারকে একদিন বলেছিলো, "কেমন ক'রে ক'রলে?"

ইনার কোন উত্তর দেয় নি।

ইসাক আবার প্রশ্ন ক'রেছিলো, "গলা টিপে একেবারে মেরে ফেললে?"

"হ্যাঁ।"

"কেন যে এমনটা ক'রলে!" ইসাক সস্নেহে ব'ললে।

'মেয়েটা ঠিক আমার মত দেখ্‌তে হ'য়েছিলো।'

"তার মানে?" ইসাক কিছুই বুঝতে পারে না।

"মুখখানা ঠিক আমার মুখের মত" - ইনার মুখ ফিরিয়ে বললে।

"হুঁ!" ইসাক চুপ ক'রে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়েছিলো। তারপর আর কোন কথা হয় নি।

দিন কেটে যায় যেমন এতদিন কেটেচে। ওদের মনের কতবেদনা সকল ভাবনা সকল কাজের তলায় পড়ে গেচে। কিন্তু তলিয়ে যায় নি, একটা বিভীষিকা যেন সেলেনরার পাহাড়ের মাথায় কোথায় আত্মগোপন ক'রে আছে ব'লে মনে হয়। একটা শঙ্কা জেগে থাকে ওদের মনে। ওলি নিশ্চয় প্রচার ক'রে দেবে, কোন কৃতজ্ঞতার

বন্ধনেই তাকে নিরস্ত করা যাবে না। আর ওলি যদি না বলে তাহ'লেও ঐ পাহাড়ের গায়ে, ঐ নদীর স্রোতোরেখায় যে স্তব্ধ সাক্ষ্য লেখা র'য়েচে তাকে রুদ্ধ ক'রে রাখা চল্‌বে না কোন মতেই। ইনারের গা ছমছম্ ক'রে, একা সন্ধ্যার অন্ধকারে চমকে ওঠে। মনে হয় কেউ যদি ওকে প্রতারণা না করে, তা'হলে কখন ঘুমের ঘোরে কিংবা কোন অসতর্ক মুহূর্ত্তে ও নিজেই আপন কাহিনী কাকে ব'লে ফেল্‌বে। ইনার প্রস্তুত হ'য়ে থাকে। শাস্তি ওকে পেতেই হবে, উপায় নেই।

কিন্তু ইসাক্ একটুও বিচলিত হয় না। সমস্ত ব্যাপারটা ও গভীরভাবে উপলব্ধি ক'রেচে তাই ও ইনারের সম্মান হত্যায় বাধা করে নি। ইনারের মনের গহনের সব কথা ওর কেমন ক'রে যেন জানা হ'য়ে গেচে। ইসাক্ বুঝ্‌তে পারে কেন ইনার প্রতিবেশী সন্তানের জন্মক্ষণে ইসাককে দূরে পাঠিয়ে দিয়েচে নানা অছিলায়। ওলি একটি খরগোস পাঠিয়েছিলো মেয়েটি জন্মাবার কিছুদিন আগে এ সংবাদ ইসাক্ জানে তাই ইনারকে অপরাধী মনে ক'রবার ও কোন কারণই খুঁজে পায় না। বেচারী ইনার। ইসাক এতদিনে ইনারকে আরও গভীর আরও অবিচ্ছেদ্যভাবে ভালোবেসেচে। ইনারের এই দুঃখের দিনে ওরা পরস্পরের অনেক নিকটে এগিয়ে এলো। ওদের মধ্যে একটি অহেতুক, বোবা ভালোবাসা জেগে উঠ্‌লো। দুটি বন্য পশুর মতো ওরা একে অন্যের প্রতি আসক্ত হ'লো এক নূতন কামনার তাড়নায়। ইনারের সমস্ত অন্তর মদির হ'য়ে ওঠে প্রতি মুহূর্ত্তে, দিনে রাতে। অনিবার্য্য কারণে ইনার কামনা ক'রে ইসাককে আর ইসাক্ তার ভারী দেহ, চওড়া বুকের ছাতি নিয়ে আপনার কাজ করে আর ওর দেহে মনে ইনারের জন্য একটা লুব্ধ কামচেতনা জেগে ওঠে। বিপুলকায় পশুর মত ইসাক্ সতেজ, সজাগ, উগ্র। আর ইনার, ওর দেহের অপূর্ব্ব যৌবনসম্পদ নিয়ে, পশু-নারীর মত ইসাক্-এর কাছে ধরা দেয়। এখন গ্রীষ্মকাল, ইনারের গায়ে জামা নেই, বুকের কাছে একটা হাপড় জড়িয়েচে, পরণের কাপড় খাটো, কাছ দিয়ে চলে গেলে বলিষ্ঠ উরুর অনাবৃত অংশটুক চোখে পড়ে। ইসাক্ হাতের কাজ ফেলে ওর দিকে চেয়ে থাকে। গ্রীষ্মের তপ্ত হাওয়ায় ওরা বেপরোয়া।

মাথায় আকাশ ভেঙে পড়বে। সেইদিন এগিয়ে আসচে। তা' আসুক, তখন দেখা যাবে। আপাততঃ ওদের দিন চলে যাচ্ছে, উদ্বেগ আছে, কিন্তু আশঙ্কা নেই। গভীর রাত্রিতে ইনার ইসাক্-এর বুকের কাছটিতে সরে আসে। চুপি চুপি বলে, "কৈ, ওরা এলো না তো ?" ইসাক্ ওকে আরও কাছে টেনে নিয়ে নিবিড় আলিঙ্গনে সোহাগ ক'রে বলে, "আর আস্‌বে না, ওলি কিছু বলে নি বোধ হয়।" ইনার আশ্বস্ত হয় না তবু ভালো লাগে ঐ আদর আর এই দু'জনে চুপ ক'রে ভাবা।

কিন্তু "ওরা" এলো শীতের কিছুদিন আগে কালেক্টার সাহেবের আপিস থেকে সেই

নতুন সাহেব তদন্ত ক'রতে এলেন। ইনারকে ডেকে প্রশ্ন ক'রলেন। ইনার সব ব'লে গেল, গোপন ক'রলে না কিছু। ঝরণার ধারা পাহাড়ের গায়ে ইনারের নিজ হাতে গড়া কবরটির ওপর থেকে মাটি সরিয়ে সেই ক্ষুদ্র নারীদেহটিকে উদ্ধার করা হোল। ব্যবচ্ছেদ ক'রে শিশুটির মৃত্যুর সঠিক কারণ নির্ণয় করা হবে। ছোট্ট একটুখানি মাংসপিণ্ড এলেসাস্-এর একটা ছেঁড়া জামায় মোড়া। একটুও বিকৃত হয় নি। সাহেবের লোকজন সেইভাবেই মাংসপিণ্ডটি গাড়ীতে রাখলে। ইসাক্ হঠাৎ ব'লে উঠ্লো, "কাজটা তোমার ঠিক হয় নি। বড় অন্যায় করেচ বড় অন্যায়।"

ইনার মুখ নীচু ক'রে দাঁড়িয়ে। ইসাক বল্লে, "কেমন ক'রে ক'রলে? একি কোন মানুষ পারে?"

"ওকে যে ঠিক আমার মত দেখতে হয়েছিল। তাই আমি— আমি ওর মুখটা চেপে ধরেছিলুম। আর—আর তক্ষুণি ও ম'রে গেল।"

ইনার থরথর ক'রে কেঁপে উঠ্লে। কাঁদতে কাঁদতে ইনার ভেঙ্গে পড়ে। এমন কান্না ইনার কোনদিন কাঁদে নি। ইসাক্-এর [illegible] কাছে অজব বেশ যেন [illegible] ওঠে, চোখ দুটো জ্বালা ক'রে ওঠে। ইসাক মুখটা ফিরিয়ে নিয়ে বলে "কেঁদো না, এখন আর কেঁদে কি হবে?"

সাহেব চ'লে গেলেন। ইনারের কি হবে কিছুই জানা গেল না।

আবার সেলেনরায় শান্তি ফিরে এলো। কিন্তু নেই, ছটফট নেই সংসারের [illegible] হাসিটা এখানে অত্যন্ত দামী। ইনারের জেল হয় নি, এমন কি সহরেও ওকে ধ'রে নিয়ে যায় নি। সেই সাহেব আর কোন সংবাদ পাঠান নি। ইনার ভারে একটা কথা ও সাহেবকে বলতে পারেনি। ওর মনে পড়ে খরগোসের কথা। ওলি ওকে খরগোস পাঠিয়েছিলো। ইনার জন্মাবার কিছুদিন আগে ওর মা খরগোস দেখেছিলো আর ইনারের ঠোঁট বিকৃত হয়েছে। জননীর দোষে খরগোসের ছায়া তার ভ্রূণের সন্তানকে বিকৃত ক'রে দিয়েছিলো। ওলি এই কাহিনী জানতো। হিংসায় পাগল হয়ে শয়তানী ওলি ইনারকে খরগোস উপহার দিয়েছিলো। ওলি এই সর্বনাশের মূল, ওলি বাধ্য ক'রেচে ইনারকে ওর সন্তানকে হত্যা ক'রতে। এ সব কথা সাহেবকে বলতে পারতো কিন্তু বলা হয় নি।

শীত কেটে গেল। বসন্তের উষ্ণ হাওয়ায় তুষার গলে পাহাড়ে পথে লোক চলাচল শুরু হ'লো। ইনারের সমন এলো, আদালতে হাজির হ'তে হবে। ইনার চ'লে গেল, ইসাক্ ঘরে রইলো। ইসাক্ ভাবে একবার গিস্লার সাহেবের সঙ্গে দেখা করে। তিনি হয়তো ইনারের দণ্ড লঘু ক'রে দিতে পারেন। কিন্তু ইনার তার পরের দিনই ফিরে এলো। ও জেনে এসেচে, সারাজীবন কারাবাস ক'রতে হবে ওকে। বিচারের এমন

একটা দণ্ড বিধান হবার সম্ভাবনাই বেশী। আদালতে উকীলরা ওকে ব'লেচে, এ ছাড়া আর কিছু হ'তেই পারে না। ইনার আদালতের গল্প ক'রলে। একঘর লোকের মাঝখানে ইনার সোজা উঠে দাঁড়িয়ে সব খুলে ব'লে এসেচে। স্পষ্ট ক'রে স্বীকার ক'রেচে কুরূপের অপরাধে সদ্যজাত শিশুকে হত্যা ক'রেচে। ওর নিজের জন্মকথা থেকে আজ পর্যন্ত সব ঘটনাও প্রকাশ ক'রেচে অকুণ্ঠ ভাষায়। ওর সাক্ষ্য শেষ হ'লে উকীলরা অনেক বক্তৃতা ক'রলেন। কত বড় বড় কথা, ইনার এখন আর মনে আনতেই পারে না। বড় বড় বই-এর নাম, পদ্যের লাইন আরও কত কি। ইনার একেবারে অবাক্ হ'য়ে গেচে, কত বই বাবা প'ড়েচে আর কেমন ক'রে মনে রাখে অত কথা।

সকলের শেষে হাকিম ওকে বল্লেন, "কিন্তু মা, তোমারও তো খরগোসের মত মুখের গড়ন কৈ তুমি তো অসুখী হও নি? স্বামী পেয়েচ, সংসার ক'রচ!"

এর উত্তরে ইনার কিছুই বলতে পারে নি। আশৈশব ওকে যত লাঞ্ছনা, যত অবজ্ঞা নীরবে সইতে হ'য়েচে, প্রথম যৌবনের সাধ যখন ওর সাধ জেমন মূর্চ্ছিত পীড়িত ক'রেচে তখন যত উপেক্ষা, যত ঘৃণাকুটিল দৃষ্টি ওকে সইতে হ'য়েচে, তার কতখানি ও বলতে পারে আজ? আর কতটাই বা এরা বুঝবে?

তবু হাকিম ওর মুখের দিকে চেয়ে কি যেন বুঝতে পারলেন, বল্লেন, "এখন তোমাকে ছেড়ে দিচ্ছি। দেখ্‌বো চেষ্টা ক'রে তোমার শাস্তি সব বেশী যাতে না হয়।"

ইনারের মুখে আদালতের গল্প শুনে ইসাক্ ওর মুখের পানে চেয়ে রইলো শুধু।

ইনার জানে জেল হবেই। কিছুদিন ওকে ছেড়ে রাখলেও কয়েদী ওকে হ'তেই হবে। দু'মাস কেটে গেল। তারপর একদিন কালেক্টার সাহেব আর দু'জন পুলিশ কর্মচারী এসে ওকে ওর দণ্ড জানিয়ে দিয়ে গেলেন। ইসাক্ গিয়েছিলো মাছ ধরতে ইনার ওকে বিশেষ কিছুই জানতে দিলে না। বল্লে, "সাহেব ব'লে গেল দু'এক বছর জেল হ'তে পারে।"

হঠাৎ একদিন ওলি এসে ব'ললে, "কি মা, তোরা কেমন আছিস একবার দেখতে এলুম।"

ওলি ঠিক সময়ে এসেচে। ইনার বুঝলে ওর জেলে যাবার তারিখটা পর্যন্ত ওলি জানে। কিন্তু ওলি থাকতে চায় না। শেষে ইনার অনেক পীড়াপীড়ি ক'রতে রাজী হ'লো। ওলি একটা ছোট পুঁটুলীতে ওর জামা কাপড় যথাসর্বস্ব সঙ্গে এনেছিলো। তবে সেটা ইনারদের বাড়ী পর্যন্ত আনেনি কাজেই পাহাড়ের গহ্বরে রেখে এসেছিলো। পুঁটুলীটা ওলি নিয়ে এলো। ওলির চাতুরী দেখে ইনার হাসতে লাগলো। তবু ওলি যে এসেচে এতেই ইনার কৃতজ্ঞ। ছেলে দু'টোর সত্যিই যে কোন ব্যবস্থা হ'তে পারে এ ও ভাবতেই পারে নি।

সেই দিনই সন্ধ্যাবেলায় ইনার ইসাক্‌কে ডেকে বল্লে, "শোনো, তুমি একবার গিস্‌লার সাহেবের কাছে যাও। সেদিন তো ব'লছিলে উনি একটা উপায় ক'রতে পারেন। কালই যাও, কেমন?"

গিসলার সাহেব থাকেন অনেক দূরে, তিন দিনের পথ। পরের দিন ভোর বেলা সেজে গাড়ীটা নিয়ে ইসাক্ যাত্রা ক'রলে। ঘরে যা টাকাকড়ি ছিলো ইনার গোল পাক করে ইসাক্-এর পকেটে ভরে দিলে, বল্লে, "ঘরে এতো টাকা রাখা ঠিক না, নিয়ে যাও।"

ইসাক্ বোকার মত তাকিয়ে রইলো। এত টাকা কি হবে? কিন্তু ইনার কিছুতেই শুনলে না। ইসাক্ চলে গেল। ইনারের চোখে জল আসে, ও সব লোক আর বাড়িতে এলো না। ইসাককে পাঠিয়ে দিয়ে ইনার স্থির হ'য়ে অপেক্ষা ক'রতে লাগলো। কালকের তারিখটা ওর মনে আছে। পুলিশের লোক কাল ওকে ধ'রে নিয়ে যাবে।

পরের দিন সন্ধ্যার মুখে ইনারকে গাড়ীতে ক'রে শহরে নিয়ে গেল। লেন্সমানের লোক ব'লেছে ইনারকে একদিনও কারারুদ্ধ করা হয় নি। বনবাসী সম্পর্কে শহরের আইন কিছু উদাসীন বোধ হয়।

ইসাক ফিরে এসে দেখলে ইনার নেই, শুধু ঘরে ওলিন ছেলে দু'টিকে নিয়ে ব'সে আছে। চোখের সামনে চারদিক অন্ধকার হ'য়ে এলো যেন। কি দিয়ে সব বোঝায় না। ইসাক থমকে দাঁড়িয়েছিলো, পরে প্রশ্ন ক'রলে, "তাহ'লে ধরে গেছে?"

"হাঁ।"

"কবে?"

"তুমি যাবার পরের দিন।"

"ও।" ইসাক চীৎকার ক'রে বল্লে। ওর মনে হ'চ্ছে ও কোন কথা ব'লতে পারছে না। কিংবা নিজের কথা শুনতে পাচ্ছে না। ইসাক এতক্ষণে বুঝলে ব্যাপারটা। ইনার জানতো কবে তা'কে ধরে নিয়ে যাবে তাই ওকে দূরে পাঠিয়ে দিলে। বিদায়ের ক্ষণে ইনার ওকে ব্যথা দিতে চায় নি। ইনার জানতো ইসাক্ সইতে পারবে না সে দুঃখ। "ও।" ইসাক দাড়ির মধ্যে আঙুল চালিয়ে দিয়ে ভাবতে লাগলো, ইনার ঐ ওলির ভরসায় টাকা রাখবে না ব'লে ওকে সব টাকা দিয়ে দিয়েছিলো। এখন সব পরিষ্কার বোঝা যায়। কিন্তু নিজের জন্য কিছু রাখলেও তো পারতো? একটা পথ যেতে হবে, ওর কি কোন দরকার হবে না? "উঃ" ইসাক্-এর মনে হ'লো ছুটে গিয়ে টাকা দিয়ে আসে ইনারকে। কি বোকা ঐ ইনার মেয়েটা।

ছেলে দু'টোর ওপর ইসাক্-এর রাগ হয়। ওরা বেশ খেলা ক'রছে। ইস' একটা শূয়োর এনেছে। নধর এতটুকু শিশু বরাহ। এলেসাস্ তার পিঠে চড়বার ক'রছে আর সিভার তার কান দু'টো ধ'রেছে। আশ্চর্য! একটুও বুঝছে

কি দুঃখের দিন ওদের এলো। তা' হোক্‌, ওরা বুঝতে না পারলেই ভালো। যত কষ্ট সব যেন ইসাক্‌কে একা সইতে হয়। ইসাক্‌ কখনো হতাশ হয় না কিছুতেই। তবু আজ যেন ও আর সইতে পারচে না। গিস্‌লার সাহেবের খোঁজ পায় নি অনেক চেষ্টা ক'রেও। সারাপথ ঐ শূকর শাবকটিকে কোলে ক'রে এনেচে, বোতলে ক'রে দুধ ভ'রে খাইয়েচে। এটি ইনারের ফরমাস, কত খুশী হবে ইনার এই ভেবে ও সব কষ্ট সয়েচে। পথে আর সেই স্লেজ গাড়ী চললো না। হেঁটে এসেচে ইসাক্‌। না, ইনার না থাক্‌লে ও পারবে না এই বনে বাস ক'রতে। এই ঘর, ঐ গরু আর ছাগলের পাল, ঐ পাহাড়ের পর পাহাড়ের শ্রেণী, ঐ ঝরণার কুলু কুলু স্রোতের ধ্বনি, সব যেন চেহারা বদলে গেচে। কেমন যেন ফাঁকা লাগ্‌চে ইসাক্‌-এর।

ভালো খবরও ছিলো। কালেক্টরি থেকে লোক এসেছিলো। বড় সাহেব সেলেনরার জমির খাজনা ঠিক্‌ ক'রে দিয়েচেন। খাজনার টাকা দিলেই এই সব জমি এই পাহাড় সব ইসাকের নামে লেখাপড়া করে দেওয়া হবে। বছরে দশ টাকা খাজনা। ইসাক্‌ তখনই সহরে যাবার জন্য তৈরী হ'লো। ক্লান্ত, অত্যন্ত ক্লান্ত সে। তবু এই ঘরে ব'সে থাকার চেয়ে পথ চলা অনেক সহজ। ইসাক্‌ থলি বোঝাই ক'রে কিছু খাবার নিলে তারপর পাহাড়ের গা' বেয়ে যে পথটা ওপারের মস্ত উপত্যকায় গিয়ে পড়েচে সেই পথে চলতে লাগ্‌লেন। চাঁদ উঠ্‌লো, ঝিমঝিমে ম্লান জোৎস্নালোকে ইসাক্‌ এগিয়ে চলে পা দু'টো টান্‌তে টান্‌তে। এই পথের যেন শেষ নেই। এক সময় ইসাক্‌ ভাবে গ্রামে গেলে হয় তো ইনারের সঙ্গে দেখা হ'তে পারে। জেলখানায় গিয়ে দেখা ক'রবে সে। কিছুক্ষণ দ্রুতপদে চল্‌তে থাকে তারপর আবার গতি শিথিল হ'য়ে আসে।

গ্রামের আশপাশে কোন খোঁজ পাওয়া গেল না। কালেক্টরির সাহেব বল্‌লেন, "জেল হ'য়েচে ব'লে দুঃখ ক'রো না। এসব মেয়ের শিক্ষা হওয়া উচিত। মা হ'য়ে সন্তানকে—উঃ!"

সাহেব আর বল্‌তে পারলেন না। তারপর জমি সংক্রান্ত লেখাপড়া হ'লো। সাহেব অনেক কথা বললেন, কাজ শেষ হ'লো। ইসাক্‌ দশ টাকা বার ক'রে দিলে যাবার সময় ইসাক্‌ বললে, "তার আট বছরের জেল হ'য়েচে কি?"

"আট বছরের বেশী হ'তো তবে অনেক চেষ্টা ক'রে কমিয়ে আট বছর করা হয়েচে। বোঝো তো, আইনের কাছে পথ নেই। হাঁ, একটা কথা। তুমি তোমার জমির সীমানাটা ঠিক্‌ ক'রে নিও। আমাকে আবার ফ্যাসাদে পড়তে না হয়, বুঝলে না? আচ্ছা—"

ইসাক্‌ আপিস থেকে বেরিয়ে পড়লো। আবার সেই পথ, দুর্গম, দুস্তর। তবু ইসাককে ফিরে যেতে হবে। ঐ পথের শেষে আছে তার ঘর, তার আর তার ইনারের রচনা।

৬

মানুষ যখন বুড়ো হয় তখন তার চোখের নিমেষে যেন বছর কেটে যায়। বার্ধক্য জীর্ণ করে দেহ তাই আয়ুষ্কাল কেবলই সংক্ষিপ্ত হ'তে থাকে। কিন্তু ইসাক্ বুড়ো হয় নি, ওর বলিষ্ঠ দেহের পেশীতে আজও শিথিলতা আসে নি। তাই প্রতিটি দিন ওর দীর্ঘ মনে হয়। মাঠে কাজ ক'রতে ক'রতে ও আকাশের দিকে তাকিয়ে স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকে। ডান হাতটা মুখের ওপর একবার বুলিয়ে নেয় কিংবা লোহার তারের মত শক্ত দাড়ি মুঠোর মধ্যে চেপে ধ'রে আনমনে ভাবতে থাকে। একটানা এক ঘেয়ে ইসাক্-এর জীবন।

মাঝে মাঝে বৈচিত্র্য আসে বৈকি। সেদিন একদল লোক এলো। ইসাক্ তাদের অভ্যর্থনা ক'রলে—ঘরে ওর দুধ আর পনীরের অভাব নেই। লোকগুলি ইসাক্-এর সাহায্যে অনেকগুলি পাহাড়ের মাপ নিয়ে এলো। বনের মধ্যে ঘুরে দেখে এলো পায়ে হাঁটা পথটা কতদূর অবধি গিয়েছে। পাহাড়ের গায়ে বনের মধ্যে বড় গাছের গায়ে তারা চিহ্ন দিলে। ইসাক্ অবাক্। ওরা বল্‌লে এখান দিয়ে টেলিগ্রাফের তার যাবে তারই ব্যবস্থা হ'চ্ছে। ওরা চলে যাবার পর একদিন স্বয়ং গিসলার সাহেব এলেন। সাহেব ঠিক তেমনই আছেন। সহজ, সরল, নিতান্ত সাধাসিধে মানুষটি। এসেই ব্যস্তভাবে খোঁজাখুঁজি সুরু ক'রলেন, বল্‌লেন, সেই যে সেদিন তোমার ছেলের হাতে পাথর দেখেছিলুম সেগুলো আছে? দেখাতে পারো?"

ইসাক্ বুঝতে পারে না। ছেলেরা তো সব সময় পাথর নিয়েই খেলা করে। জিজ্ঞাসা করে, "কোন্ পাথরের কথা ব'লছেন?"

"সেই সেদিন তোমার ছেলেরা যে ভারী পাথরের টুকরো নিয়ে খেলা করছিলো সেই পাথর। বুঝেছ?"

পাথরকে ভারী বল্‌লে বিশিষ্টতা দেওয়া হয় না। তবু ইসাক্ এলেসাস্-এর হাত থেকে পাথরের টুকরো কয়েকটা নিয়ে এলো। গিসলার সাহেব তার মধ্যে থেকে একটা বেছে নিয়ে বল্‌লেন, "এই ধরণের পাথর কোন্ পাহাড়ে বেশী পাওয়া যায় বল্‌তে পারো?"

ইসাক্ সাহেবকে সঙ্গে নিয়ে সেই বিশেষ পাহাড়ের উদ্দেশে চল্‌লো। সেলেন্‌রা থেকে অনেক দূর, কিছু খাবার নিতে হ'লো সঙ্গে। দু'দিন পরে সাহেবকে সঙ্গে নিয়ে ইসাক ফিরলো। পিঠে একবস্তা পাথরের টুকরো।

ইতিমধ্যে ও সাহেবকে সব কথা ব'লেছে। জমির কত খাজনা ধার্য্য হ'য়েছে, কতটা জমি সে পেয়েছে ইত্যাদি। সাহেব বল্‌লেন, "ও কিছু না।

তোমার এই জমিতে হাজার হাজার টাকা পোঁতা আছে বুঝলে ? হ্যাঁ, একটা কথা। তোমার নামে যে লেখাপড়া হ'য়েচে সেটা ভালো ক'রে পাকা ক'রে নিও। এর পর যেন তোমাকে ফাঁকি দিয়ে আর কেউ নিয়ে নিতে না পারে, বুঝলে ?"

"আচ্ছা," ইসাক্ বল্লে। গিস্লার সাহেবের মত পাকা বুদ্ধির মানুষ ও আর একটি দেখেনি।

পাথরের বোঝা নামিয়ে ইসাক্ নিজে হাতে সাহেবের খাবার ব্যবস্থা ক'রলে। গিস্লারের চাকরি গেচে। তা হোক, এত বড় একটা মানুষকে যে ইসাক্ কাছে পেয়েচে এ অনেক ভাগ্যের কথা।

খাওয়া দাওয়ার পরে ইসাক্ আসল কথাটা পাড়লে। অনেকক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে রইলো। তারপর অনেক চেষ্টা করে বল্লে, "এদিকে ইনারের তো আট বছর—আপনি তো সবই শুনেচেন—"

"হুঁ!" গিস্লার সাহেব অনেকক্ষণ স্তব্ধভাবে ব'সে রইলেন। কি যেন ভেবে স্থির ক'রলেন তারপর বল্লেন, "একবার আপীল ক'রে দেখ্তে হবে। যদি ঠিকভাবে ব্যাপারটা গুছিয়ে আদালতে পেশ করা যায় তাহ'লে জেলের মেয়াদ অনেক কমে যেতে পারে। কিংবা আমরা ইনারের নামে মার্জ্জনা চাইতে পারি রাজার কাছে।"

"যা বোঝেন তাই করুন। ইনারের সাজা যদি মাপ হ'য়ে যায়—"

"মাপ চাইলেই তো তারা মাপ ক'রবে না। আগে কিছুদিন তারা ইনারকে দেখ্বে তারপর—হ্যাঁ, তুমি প্রায়ই আমার স্ত্রীকে জিনিষ পত্র দিয়ে এসো। এই নাও—না—না, লজ্জা ক'রো না, নাও।"

সাহেব একখানা পাঁচ টাকার নোট ইসাকের হাতে গুঁজে দিলেন। ইসাক প্রতিবাদ ক'রলে, "না, না, সে এমন কিছু নয় যার জন্ত দাম দেবেন আপনি। আপনার কাছ থেকে দাম—"

"তা হয় না ইসাক্। হাজার হোক, তোমার ব্যবসার জিনিষ।"

গিস্লার সাহেব বিনামূল্যে কিছু গ্রহণ করেন না। তাঁকে দেখে মনে হয় হাতে তাঁর অনেক টাকা, স্বচ্ছল অবস্থা তাঁর। টাকা তাঁর কোথা থেকে এলো, এমন কি, এ টাকা তাঁর কি না তাও কেউ জানে না।

ইসাক্ ভাবছিলো ইনারের কথা, বল্লে "ইনারের সঙ্গে তারা খুব ভালো ব্যাভার ক'রে। ও লিখেচে—"

"কে ? ওঃ, তোমার স্ত্রীর কথা বল্চ ?" গিস্লার সাহেব অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়েছিলেন।

"আজ্ঞে, হ্যাঁ। ও শিখেচে জেলে ওর মেয়েটা হবার পর থেকে—ওর নাম কি—জেলর খুব স্নেহ করে ওকে। আর সকলেও ওকে খুব পছন্দ করে। আর—আর—এই মেয়েটাকে দেখ্তে খুব ভালো হ'য়েচে।"

"তাই নাকি।" সাহেব এতক্ষণেও ওঁর নিজের চিন্তা থেকে ইসাক্-এর জবাবে ফিরে এলেন না, বল্লেন, "শোনো বলি। আমি এই পাথরগুলো নিয়ে চল্লুম। এগুলো পরীক্ষা করিয়ে নেবো। আমার মনে হ'চ্ছে এই সব পাথরের সঙ্গে তামা আছে। আর তা যদি হয় তুমি বড়লোক হ'য়ে যাবে, বুঝেছ ?

সাহেবের কথাগুলো ইসাক্ ভালো বুঝতে পারলে না, সব কথা কানেও যায় নি। বল্লে, "আজ্ঞে, হ্যাঁ। তা' কতদিনের মধ্যে আমরা মাপ চেয়ে দরখাস্ত ক'রবো ?"

"খুব বেশীদিন অপেক্ষা না ক'রলেও চলবে। আমিই দরখাস্ত ক'রবো তোমার হ'য়ে—তোমার কোন ভাবনা নেই। আমি তো আবার ক'দিন পরেই তোমার এখানে আসবো কি না। তুমি কি ব'লছিলে ? জেলেই তার মেয়ে হ'য়েচে ?"

"আজ্ঞে, হ্যাঁ।"

"তাহ'লে ওকে যখন তারা ধরে নিয়ে গিয়েছিলো তখন তোমার স্ত্রী—ই'য়ে—গর্ভবতী ? কিন্তু কোন আইন নেই গর্ভবতী স্ত্রীলোককে জেলে দেবার। তা' জানো ?"

সাহেব গর্জ্জন ক'রে উঠ্লেন শেষের দিকটায়। ইসাক্ ওঁর মুখের পানে তাকিয়ে রইলো।

সাহেব একটু থেমে বল্লেন, "তা ভালই হয়েছে। তোমার স্ত্রীর পক্ষে এ একটা মস্ত যুক্তি দেওয়া যাবে। আচ্ছা, আমি এখন চলি। তোমার কোন ভাবনা নেই—সব ঠিক হ'য়ে যাবে।"

স্লেজগাড়ী হাঁকিয়ে সাহেব চলে গেলেন।

ইসাক্ জানে না ইনারকে নিয়ে সরকারী অফিসে অনেক লেখালেখি হ'য়ে গেচে। গ্রামে কোন জেল নেই কাজেই থানার লোকেরা ইনারের বিরুদ্ধে খুনের মামলা করলে কিন্তু কয়েদে আটক ক'রতে পারলে না। যখন সদর আদালতে ওর বিচার শেষ হ'লো তখন ওকে ধ'রে আনা হ'লো বটে কিন্তু কেউ-তখন ওর অবস্থাটা লক্ষ্য করে নি। ইনারও কিছু বলে নি।

সম্ভবতঃ ওর আশা ছিল জেলে ওর ছেলে হ'লে ও তাকে নিয়েই সময় কাটাবে। কিংবা ও নিজেই অগ্রাহ্য ক'রে চলে এসেচে। তা' সে যাই হোক্, ইনারকে কেউ অবহেলা করে না। কর্তৃপক্ষ ওর সুখ সুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখেন এবং ইনার সেই কথাই জানিয়েচে বেশ খুশীমনে।

ইসাক্ কাজ ক'রে যায়। গাছ কেটে জঙ্গল সাফ করে তারপর পাহাড়ের গায়ে ফসল ফলায়। খাদ কাটে, জলের ধারায় পাহাড়কে সিক্তিত করে নানা উপায়ে। বছর ঘুরে আসে, কাঠ বিক্রী ক'রে ইসাক্-এর দু'পয়সা উপার্জনও হয়। আজকাল ও চামড়ার ব্যবসাও ক'রচে। ভেড়া আর ছাগলের চামড়া গাঁয়ের হাটে খুব চড়া দামে বিক্রী হয়। এ ছাড়া ফসল বোনা আর ফসল কাটা—এর কোথাও ত্রুটি নেই। ওর কাজ চলে ঘড়ির কাঁটার মত। কাজ চলে কিন্তু ওর জীবনটা কেমন যেন ধোঁয়াটে ব'লে মনে হয়। হুঁ! ইসাক্ ভাবে, আবার ওর কেউ নেই সেই আগের দিনের মত। সব আছে অথচ কিছু নেই—হুঁ!

ওলিকে ও রেখেচে তার কারণ আর কেউ আসে নি। ওলি কাজ করে অনেক। সুতো কাটে, পনীর তৈরী করে, রান্না করে আরও কতকি করে ওলি। কিন্তু অপচয় করেও কম নয়। ইনারের সখের জিনিষ (যেমন ধরো', কাচের গ্লাস) সব ওলি ইচ্ছে করে নষ্ট ক'রচে। ইসাক্ রাগ করে কিন্তু ওলি ইসাক্কে গ্রাহ্য করে না একটুকু। বলে, "তা, কি ক'রবো? কাজের হাত, ভাংবে বৈকি!"

কাচের গ্লাস, ফুলের গাছ, জামা কাপড় রাখ্‌বার শেল্‌ফ্ এই সব ইনারের প্রিয় জিনিষগুলির আর একটিও রইলো না। ইসাক্ সব সহ্য করে। ওলির দেশের লোকেরা প্রায়ই আসে। কেউ ভাই, কেউ ভাইপো, বোনের দেওর কিংবা ছেলের বন্ধু। তারা যখন বিদায় হয় তখন তাদের সঙ্গে থলি ভর্তি ক'রে জিনিস যায়—পনীর, মাংস, ছাগলের চামড়া।

দু'বছর এমনি ক'রেই কাট্‌লো।

শীতের আগে ওলি বল্‌লে ওকে জুতো কিনে দিতে হবে। এক জোড়া জুতো ওর আছে। ওলি সহরের লোকদের মত জুতো পরে ঘুরে বেড়ায়. পায়ের সঙ্গে কাঠ বেঁধে গ্রাম্য মেয়েদের মত ও কাজ ক'রতে পারে না। ইনার এখনো জুতো পায়ে দেয় নি—প্রচণ্ড শীতে বরফের ওপর দিয়ে চলে বেড়িয়েচে ঐ কাঠ পায়ে বেঁধে। ইসাক্ ওলির বিবিয়ানা সইতে পারে না। জুতোর

কথা কিছু না ব'লে ছেলেকে ডাক দেয়। এলেসাসকে বলে, "হাঁরে, ওপরে দেওয়ালের গায়ে দেখ্ছে তো দশখানা পনীর ছিলো, নয়?"

"দশখানা বুঝি ছিলো তো, বাবা?" এলেসাস বলে।

"ছিলো তো, কিন্তু এখন যে ন'খানা আছে?"

এলেসাস ঘরে গিয়ে গুণে দেখ্লে ন'খানা। তখন ওর মনে প'ড়লো, বল্লে, "ও, ও'ল মাসীর দেশ থেকে সেই এ্যাণ্ডারস্ এসেছিলো সে নিয়ে গেছে একখানা।"

সিভার বল্লে, "বাস্, নয় আর এক দশ। বুঝেছ বাবা?"

ছেলেরা খেলা ক'রতে চ'লে গেল। ইসাক্ ওদের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে 'ছলো। ওলির মনে হ'লো ওর কিছু একটা বলা দরকার। বল্লে, "দিয়েছি তো কি হ'য়েছে? ছেলেগুলো কি তোমার কম পাজী? মনে ক'রলে বাপ্কে ব'লে দিলেই ঠাণ্ডা ক'রবে আমাকে। দিয়েছি তো কি এমন অন্যায় হ'য়েছে শুনি?"

"হয় নি কিছু। তবে তোমার দেশের লোকেরা আমার কি উপকারে আসে যে তাদের বারোমাস ঘর থেকে জিনিস যোগাবো?"

ইসাক যে এতগুলো কথা একসঙ্গে বল্তে পারে ওলি ভাবতেই পারে নি। ব্যাপারটা বুঝে ওলি হেসে ধ'রে বল্লে, "ছিঃ ইসাক, তুমি অমন কথা বলো না। আমি স্বপ্নেও ভাবি নি তুমি—"

"হুঁ!" ইসাক চলে গেল। ওলি গলার স্বর বাড়িয়ে বল্লে, "আমি ওর ঘরকন্না ক'রবো, ছেলে মানুষ ক'রবো। একজোড়া জুতো আনতে বল্লেই বুকে ঘা হয়। সে মাগীর জেল হ'লো আর আমি কিনা তার উপকার ক'রতে এসে এই লাঞ্ছনা ভোগ ক'রবো, বা।"

ইসাক্ আবার ফিরে এলো। ওলি থাম্লো না, বল্তে লাগ্লো, "তোমার ঐ গুণের ইঙ্গারকে ছোটবেলা থেকে অনেক খাইয়েছি পরিয়েছি, তাকে আমি চিনি। জেলে গিয়ে সে কি ক'রছে তা আমার জানতে বাকী নেই। ওর চরিত্তির এক আমিই জানি। নইলে নিজের সন্তানকে মানুষ গলাটিপে মারতে পারে। ভগবানের রাজ্যে এ আর কেউ শুনেছে?"

"তুমি থামো!" ইসাক গর্জন ক'রে উঠ্লো। কিন্তু ওলি ভয় পায় না। আপন মনেই ব'লে যায়। ওর অন্তরের সমস্ত বিষ বার ক'রে না দিলে স্বস্তি পাবে না। ক্ষমা করা গ্লানি আর দ্বেষ ফেটে পড়ে—ওর প্রতিটি কথায়। ওলি বিনিয়ে বিনিয়ে অনেক কথাই বললে।

ইসাক্ ওকে এখনই দূর ক'রে দিতে পারে। কিন্তু ওলিকে তাড়িয়ে দিলে ওর চল্‌বে না যে। ছেলে দু'টোর জন্য অন্ততঃ ওকে সব সইতে হবে। তা' ছাড়া মাটি নিয়ে ওর আজন্ম কেটেচে, মানুষকে যাও বল্‌তে ওর বাধে। পরের দিন গাঁয়ের হাটের উদ্দেশে রওনা হয় ওলির জুতো আন্‌তে। যাবার সময় কিছু পনীর নিয়ে যায় গিস্‌লার সাহেবের গিন্নীর জন্য।

গ্রামের কাছাকাছি এক জায়গায় কয়েকজন চাষী চাষ ক'রচে। ছুতোর মিস্ত্রীরা বাড়ী তৈরী ক'রচে। এজায়গাটা ব্রিড্ ওস্‌লেন ব'লে সেই কালেক্টরী আপিসের বাবুটি কিনেচে। অবস্থা ভালো নয়, সামান্য মাইনে পেতো। তাই চাকরী ছেড়ে দিয়ে এখন জমি কিনে চাষ ক'রবে আর কাঠের ব্যবসা ক'রবে স্থির ক'রেচে। আশ্চর্য্য! লোকটা নিজে কিছুই করে না, কেবল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে। কাজ করে ওর লোকজনেরা, ভাড়া ক'রে এনেচে গাঁ থেকে। ব্রিড্ ওস্‌লেনের বারটি ছেলে মেয়ে, তার স্ত্রী আর নিজে। তারপর এতগুলি জন-মজুর। ইসাক ভাবে, কেমন ক'রে এত আয় হবে? ইসাক্ কোন রকমে গা' ঢাকা দিয়ে এই পথটুকু পার হ'য়ে গেল।

গিস্‌লার সাহেবের কোন সন্ধান পাওয়া গেল না—তাঁরা কোথায় গেচেন কেউ জানে না। জুতো কিনে ফেরবার সময় ব্রিডওস্‌লেনের জমি থেকে অনেক দূরে একটা পথ দিয়ে ইসাক্ বাড়ী এলো। ব্রিড-এর সঙ্গে দেখা হওয়া ইসাক্ চায় না। এই বনপ্রান্তরে ব্রিড ওর অনুসরণ ক'রচে। ব্রিড্ এই অরণ্যে দ্বিতীয় অধিবাসী। ইসাক কিন্তু একটু আলাপ পর্য্যন্ত ক'রলে না।

আটচল্লিশ ঘণ্টা পথ চলে ইসাক্ বাড়ী ফিরলো। ইনার নেই, তবু পাহাড়ের গা' বেয়ে বনটুকু পার হ'য়ে ও যেন ছুটে এসে ঘরে ঢুকলো। এত ভালো লাগে ওর। ঘরের মধ্যে ঢুকেই ইসাক্ থমকে দাঁড়ালো। ওলি আর দুটো লোক ব'সে আছে। ওলি কফি তৈরী ক'রচে। কফি!

ওকে দেখেই ওলি অবাক্ হয়ে গেল। অপ্রতিভভাবে মুখে হাসি টেনে বল্‌লে, "এত তাড়াতাড়ি ফিরে এলে যে!"

ইসাক কোন উত্তর না দিয়ে পাশের ঘরে গিয়ে দাঁড়ালো। ইনারের বাটিতে ওরা কফি খাচ্ছে। ইসাক অনেকদিন লক্ষ্য ক'রেচে ওর অনুপস্থিতিতে ওলির দেশের লোকেরা এখানে আসে। প্রচুর খায় আবার যাবার সময় ওলি তাদের ঘর শূন্য ক'রে জিনিষপত্র দেয়—পনীর থেকে শুরু ক'রে ভেড়ার লোম পর্য্যন্ত। ইসাক্ যে ওলিকে দুই হাতের মধ্যে টিপে মেরে ফেলে না

তার জন্ত ইসাক্‌কে গুলির বক্তবাদ দেওয়া উচিত। ইসাক্ দাড়ির মধ্যে আঙুল চালায়। গুলিকে ও পাথরের ওপর আছাড় দিয়ে মারতে পারে কিন্তু—

বছরের পর বছর যেন কাটে।

সেলেনরায় আবার অতিথি সমাগম হ'লো। একজন সাহেব ইঞ্জিনীয়ার আর তাঁর কয়েকজন কর্মচারী। টেলিগ্রাফের তার যাবে এখান দিয়ে। বড় বড় শাল কাটের খুঁটি পোঁতা হ'চ্ছে, তার খাটানো হ'চ্ছে। কত যন্ত্রপাতি, লোকলস্কর। ইসাক্ এর বাড়ীর মাথার ওপর দিয়ে তার চ'লে যাবে—পাহাড়ের শিখর থেকে শিখরে। তারের নীচে একটা পথও তৈরী হচ্ছে। তা' ভালোই হ'চ্ছে। নির্জন নিস্তব্ধ বনভূমিতে মানুষের যাতায়াতের চিহ্ন থাকাও ভালো।

সাহেব ইসাককে বললেন, "তোমার বাড়ীর কাছ থেকেই এই তার দু' ভাগ হ'য়ে দু'দিকে চ'লে যাবে। এখানে আমরা একজন লোক রাখতে চাই। এই তার ঠিক আছে কিনা দেখবে, খারাপ হ'লে সারিয়ে দেবে। তুমি যদি সেই কাজটা নাও তো তোমাকে দিতে পারি। পঁচিশ টাকা মাইনে পাবে।"

ইসাক্ কি যেন ভাবতে লাগলো, তারপর বললে, "তা, শীতকালটা আমি আপনাদের কাজ ক'রতে পারি।"

"শুধু শীতকালে ক'রলে তো হবে না, গরম কালেও ক'রতে হবে। সারা বছর এই কাজ ক'রতে হবে, বুঝেছ?"

"আজ্ঞে, তা পারবো না। শীতের কাল ছাড়া অন্ত সময় আমার ক্ষেতের কাজ আছে, বাড়ী তৈরী—"

ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে সাহেব ইসাক্‌কে থামিয়ে দিলেন। লোকটা বলে কি? চাকরী ক'রতে চায় না চাষ আবাদ ক'রবে ব'লে? বললেন, "ক্ষেতের কাজ ক'রলে কি তুমি পঁচিশ টাকার বেশী পাবে?"

"আজ্ঞে, বেশী টাকা কি বললেন?" ইসাক্ কথাটা বুঝতেই পারে না।

"বলছি একদিন ক্ষেতে কাজ ক'রলে আর একদিন আমাদের কাজ ক'রলে কোন দিন তোমার বেশী আয় হবে?"

"তা তো বলতে পারবো না তবে কি জানেন জমি চাষ ক'রতেই আমার এখানে থাকা। আমার পুষ্যি অনেকগুলি—ছাগল, ভেড়া, গরু, ঘোড়া।

ক্ষেতের কাজ ক'রেই এদের খাওয়াতে হয়। আমার এই জমিটুকুর জন্তেই সকলে মিলে বেঁচে আছি। জমিই খেতে দেয় আমাদের।"

"তুমি যদি না করো তা হ'লে অন্ত লোককে দেবো," সাহেব ভয় দেখিয়ে বল্লেন।

ইসাক্-এর বুকের ওপর থেকে পাষাণ ভার নেমে গেল। কিন্তু সাহেব মানুষকে রাগিয়ে দিয়েচে মনে ক'রে সঙ্কোচের সঙ্গে ব'ল্লে, "আজ্ঞে, ব্যাপারটা কি জানেন? এই, ওর নাম কি—এই ধরুন আমার ঘোড়া র'য়েচে একটা, গরু পাঁচটা তা' ছাড়া ষাঁড়টা আছে, পাঁচ গণ্ডা ভেড়া আছে, চার গণ্ডা ছাগল আছে। এদের খেতে দিতে হবে তো। ওরাই তো আমাদের খেতে দেয়, ওদেরও তো খেতে দিতে হবে? মানে—"

"হুঁ! তা বৈকি! তা বৈকি!" সাহেব বল্লেন।

কাজ সেরে যাবার সময় ব'লে গেলেন এখান থেকে কিছু দূরে গাঁয়ের দিকে যাবার পথে এক নূতন চাষা এসেচে তাকেই উনি এই কাজ দেবেন। সে লোকটির নাম—ব্রিড্ওল্‌লেন। ইসাক কিছু বললে না। সাহেব বিদায় হ'লে তবে ওর নিঃশ্বাস সহজ হ'লো। এমনতরো লোকদের ও সইতে পারে না, দমবন্ধ হ'য়ে আসে যেন।

সাহেব চলে গেলে সেলেনরায় আবার সেই স্তব্ধতা ফিরে এলো। কেউ কোথাও নেই, ছেলে দু'টো খেলা ক'রচে অনেক দূরে। ওর মনে হ'লো এই সুযোগে ওলি-মাগীকে একেবারে শেষ ক'রে দেয়। গলাটা টিপে মেরে ফেল্‌তে পারে। ওলি কাজ ক'রচে ঘরের ভেতর। ইসাক্ দরজার কাছে এসে দাঁড়ালো। না, আজ থাক্, ইসাক্ ফিরে যেতে যেতে ভাবলে, আজ থাক্, আর একদিন হবে।

এরপর ওলিকে গলা টিপে মেরে ফেলা আর হ'লো না। ওলির দেশের লোক আসে, আপনার জন আসে। তারা যাবার সময় মাংস নিয়ে যায়, পনীর নিয়ে যায়। ইসাক্ স্থির করে ওলিকে একেবারে পরলোকের পথে রওনা করিয়ে দেবে কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত পিছিয়ে আসে। বছরের পর বছর ঘুরে যায়, ইসাকের ঘরের ছাদে পাথরের ওপর স্যাওলা গজায়, যেখানে বন কেটে মাঠ ক'রে দিয়েচে সেখানে আবার তৃণ শস্যের আবির্ভাব হয়।

আজকাল ছেলেদের নিয়ে ইসাক্ সন্ধ্যাবেলায় গল্প ক'রে। কত রূপকথার গল্প, বনিকের গল্প, ঈগলপাখীর গল্প। মাঝে মাঝে ইসাক্-এর মনে ধর্ম্মভাব

আসে তখন ছেলেদের বাইবেলের কথা বলে। এলেসাস্ অবাক্ হ'য়ে শোনে। ইসাক্ বলে, "ভগবান বলেন একটা ছুঁচের মধ্যে একটা উটও চলে যেতে পারে কিন্তু যার অনেক টাকা এমন লোক কখ্খোনো স্বর্গে যেতে পারে না।" ইসাক্ কত কি যে বলে! একদিন ইসাক স্বর্গের পরীদের গল্প বল্লে। পরীদের পায়ে জুতো থাকে না, তার বদলে ঐ আকাশের তারা পায়ে দিয়ে উড়ে বেড়ায়। এ সব কথা গাঁয়ের ইস্কুলের হেড পণ্ডিত শুন্‌লে হয়তো হেসে উড়িয়ে দেবে। এই নিরক্ষর চাষী লোকটির অজ্ঞতার জন্ম হয়তো ইস্কুলের ত্রিসীমানায় আস্‌তে দেবে না। কিন্তু এলেসাস্ আর সিগুরের শিক্ষারম্ভ হ'লো এমনি ক'রে। ওদের এইটুকু পুঁথিগত বিদ্যা ছাড়া বেশী প্রয়োজনও নেই।

ছেলেরা বড় হ'য়েছে কিন্তু ইসাক্ যখন বুড়ো ছাগলটাকে কাটতে লাগ্‌লো চামড়া তৈরী ক'রবে ব'লে তখন ওরা দুই ভাই এ কান্না জুড়ে দিলে। ইসাক্ ধমক দিয়ে উঠ্‌লো, "যা, কাঁদতে হবে না, কাঁদলে এদের কাটা যায় না। হু।"

যাই বলুক, ইসাক্-এর ভালো লাগে। ওর ছেলেদের হৃদয় আছে।

তখন বসন্তকাল। ইনার চিঠি লিখেছে। জেল হ'লে কি হবে, সেখানে ইনার কত কি যে শিখ্‌ছে তা বলে শেষ করা যায় না। তার মেয়ে বড় হ'য়েছে, নাম রেখেছে তার লিওপোল্ডাইন। বেশ দেখ্‌তে হ'য়েছে তাকে। ইনার এখন খুব ভালো সেলাই ক'রতে পারে, জামার হাতায় কিংবা বিছানার চাদরে সেলাই ক'রে ফুল-লতাপাতা আঁকতে পারে। আরও কত কি। ইনার মস্ত চিঠি লিখেছে। মনে হয় ইনার সুখে আছে। ইসাক্ চিঠিখানা হাতে ক'রে চেয়ে থাকে অপলক চোখে।

সকলের চেয়ে আশ্চর্য্যের কথা ইনার নিজে হাতে চিঠি লিখেছে এতগুলো কথা বানান্ ক'রে। ইসাক্ বিদ্বান মানুষ নয়, গাঁয়ে গিয়ে সে মুদীর দোকান থেকে ও আটা কেনে তাকে দিয়ে চিঠিটা প'ড়িয়ে নিলে। কিন্তু একবার শুনেই কথাগুলো ওর মাথায় থেকে গেল। বাড়ী ফেরবার পথে মুখস্থ হ'য়ে গেল চিঠিখানা।

বাড়ীতে পা দিয়েই ইসাক ছেলেদের ডাক দিলে। টেবিলের একধারে বস্‌লো ইসাক্ আর দু'ধারে বস্‌লো এলেসাস্ আর সিগুর। বাপের মুখের দিকে তাকিয়ে কিছুই বুঝতে পারে না, তবে একটা বড় কিছু ঘটবে এটা ঠিক। চিঠিখানা বার ক'রে ইসাক্ পড়বার ভঙ্গীতে চোখের সাম্‌নে মেলে ধরে।

তারপর পরিষ্কার পড়ে যায়। ইসাক্-এর ইচ্ছে ওলি এসে দেখুক ও চিঠি পড়তে পারে। কিন্তু তা হ'লো না। চিঠিখানা পড়া শেষ হ'লে ইসাক ছেলেদের বল্লে, "তোদের মা নিজে এই চিঠি লিখেচে। শুন্‌লি তো সে এখন কত লেখাপড়া আরও কত কি সব শিখেচে? তোদের এক বোন্ আছে সেও কত কি জানে। তোমাদেরও এই রকম হ'তে হবে, বুঝেচ?"

ইসাক্ গম্ভীর, গীর্জার পুরোহিতের মত ওর মুখের ভাব। ছেলেরা হতবাক্, কেমন যেন একটু ভয় ক'রচে ওদের। ওলি দরজার কাছেই দাঁড়িয়েছিলো, বল্লে, "তা' ভালোই বল্‌তে হবে।"

তা হ'লে কি ওলি ভাব্‌চে ইনার সব কথা বানিয়ে লিখেচে? ওলি কি যে বলে ঠিক বোঝা যায় না। ওলি সরলভাবে বিষাক্ত কথা বলে। ইসাক ওলির কথায় কান না দিয়ে বল্লে, "তোমাদের মা যখন আসবে তখন তোমরাও লিখ্‌তে পড়তে শিখ্‌বে।"

ওলি ঘরের কাজ করছিলো। ছেলেদের জামা উনানে শুকিয়ে তুলে রাখ্‌তে রাখ্‌তে বললে, "তা ইনার যখন আস্‌বে তখন তাকে আর চিন্‌তে পারা যাবে না, কি বলো? মাথায় টুপী, তাতে আবার পালক গুঁজে জুতো পায়ে দিয়ে গট্‌গট্ ক'রে আস্‌বে।"

"তা তো আসবেই," ইসাক বললে। রাগ হলেও ইসাক্ আজকাল সহজভাবে কথা বলতে পারে।

"তা এসবের জন্য আমাকে তার বখ্‌শিস্ দেওয়া উচিত, কি বলো?

"কেন? তোমায় কেন?" ইসাক্ একেবারেই ওর কথা বুঝতে পারে না।

"বলি আমি খবর দিয়েছিলুম ব'লেই তো ওর জেল হ'লো, নইলে কে আর জানতো বলো?" ওলির কণ্ঠ অতি মিষ্ট। কত খুশী হয়েচে এমনভাবে কথাগুলো বল্লে।

ইসাক্-এর মুখে আর কথা জোগায় না। ওর গলাটা কে যেন টিপে ধ'রেচে মনে হয়। এ মেয়েমানুষটা বলে কি? ইসাক্ ওলির দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো। ওলি আপন মনে কাজ ক'রচে যেন কিছুই বলে নি।

ইসাক ঘর থেকে বেরিয়ে বনের দিকে চলে গেল। অনেক ভয়ঙ্কর কথা ওর মনে আসে। ওলিকে যদি ও সেই প্রথম দিনেই মেরে ফেল্‌তে পারতো তা হ'লে আজ ইনারকে জেলে যেতে হ'তো না। ওলির শয়তানীর জন্য ওর সংসারটা নষ্ট হ'তে ব'সেচে। ইসাক্ ভাবে ও ইচ্ছে ক'রলেই ওলিকে

মেরে ফেলতে পারে। বনের মধ্য দিয়ে পাহাড়ের গা বেয়ে অনেকটা পথ ঘুরে এলো ইসাক্। তখন ওর মনের ভারটা অনেক লাঘু হ'য়ে এসেছে।

পরদিন সেলেনরায় এক মহামান্য অতিথির আবির্ভাব হ'লো।

গিস্‌লার সাহেব এসেছেন। গাড়ী চ'ড়ে নয়, হেঁটে এসেছেন। পায়ে দামী জুতো, গায়ে লম্বা কোট, হাতে হলুদ রংএর দস্তানা। গিস্‌লার সাহেবকে রীতিমত বড়লোকের মত দেখাচ্ছে। গ্রাম থেকে একটা লোক সঙ্গে এসেছে ওঁর জিনিষ পত্র নিয়ে।

পাহাড়ের গায়ে ইসাক্-এর জমির খানিকটা উনি কিনে নিতে এসেছেন। ওখানে তামার খনি আছে। তা' ছাড়া ইনগেরের সঙ্গে উনি দেখা ক'রেছেন সেও একটা খবর বটে।

হাতের দস্তানাটা খুলতে খুলতে বললেন, "তুমি যে বাড়ীটা আরও বড় ক'রেচ দেখ্‌চি।"

"আর একখানা ঘর ক'রতে হ'লো। আপনি ইনগেরকে দেখতে গিয়েছিলেন?" ইসাক সাহেবের মুখের দিকে তাকিয়ে।

সাহেব সে কথার উত্তর না দিয়েই বলতে লাগলেন, "তুমি এখানে কাজ কি ক'রেচ হে? তুমি একটা গম ভাঙবার যাঁতাও বসিয়েচ যে। বাঃ, ভারি খুশী হলুম। বহুৎ আচ্ছা।"

"তাকে কেমন দেখ্‌লেন? ভালো আছে তো?"

"কে? ওঃ, তোমার স্ত্রীর কথা বলচ? খুব ভালো আছে। হাঁ, তার সম্বন্ধে অনেক কথা বলবার আছে। চলো দিকিন্ তোমার ঘরে গিয়ে একটু বসি।"

ঘরের ভেতর একটা চৌকির ওপর বসে সাহেব নিজের হাঁটুর ওপর একটা চাপড় মারলেন। ইসাক ওঁর পায়ের কাছে মুখের দিকে চেয়ে বসে। সাহেব বললেন, "তুমি এ জমিটা বিক্রী ক'রে দাও নি তো?"

"না।"

"বেশ। আমিই কিনবো ঠিক করেচি। হাঁ, ইনগেরের সঙ্গে দেখা হয়েচে। তার জন্য অনেক লোকের কাছে যেতে হয়েচে। যতদূর জানি এতদিনে সম্রাটের কাছে তার দরখাস্তটা পৌঁচে গেচে?"

"সম্রাটের কাছে?"

"হাঁ, সম্রাটের কাছে। বড় ভালো মেয়ে ইনগের। কেমন হাসিমুখে কথা কয়। এতটুকু দুঃখ নেই, রাগ নেই। বেশ মেয়ে। ওর ঠোঁটের

সেই বিশ্রী গড়নটা আর নেই। ওরা কেটে সেলাই করে একেবারে ভালো ক'রে দিয়েচে। শুধু মুখের পাশে একটু সেলাই-এর দাগ ছাড়া আর কিছু নেই। বেশ স্পষ্ট কথা বলে এখন। ওকে দেখেই কি মনে হ'লো। গেলুম জেলের ছোট সাহেবের কাছে। আমাকে জানেন তিনি। ইনারের সব কথাগুলো বললুম। সেই খরগোসের কথাটা শুনে অবাক হয়ে গেলেন। গর্ভবতী অবস্থায় ওকে জেলে নিয়ে যাওয়া হ'য়েছিলো সে কথাও বুঝিয়ে বললুম। সব শুনে বললেন, তার স্বামীকে দরখাস্ত পেশ করতে বলো। তার পরের দিন আমিই তোমার নাম সই করে এক দরখাস্ত করে নিয়ে গেলুম। উনি বললেন উনি নিজে সুপারিশ করে সম্রাটের কাছে পাঠিয়ে দেবেন। তাহ'লে ইনারের দণ্ড মাপ হয়ে যাবেই। তুমি এখন কাজে মন দাও, ইনার কয়েকদিনের মধ্যেই আসবে দেখে নিও।"

সাহেব একটুখানি থামলেন তারপর বললেন, "এখন চলো দিকিন সেই জমিটা দেখিয়ে আনবে।"

কিন্তু জমির কথা ইসাক তখন শুনতেই পেলে না। এই সমস্ত ঘটনাগুলো যেন ওর চোখের সামনে ঘটতে লাগ্‌লো। লাট সাহেব—সম্রাট—ওর নামে লেখা দরখাস্ত—ইনারের সেই কাহিনী—সবগুলো ওর মাথার মধ্যে ঘুরপাক খেতে লাগ্‌লো। অনেকক্ষণ স্তব্ধভাবে ব'সে রইলো ইসাক্। তারপর আপন মনেই বললে, "এ যেন স্বর্গের দেবতারা সব করে দিচ্ছেন।"

গিস্‌লার সাহেব আর তাঁর চাকরটিকে সঙ্গে নিয়ে ইসাক্ গেল যেখানে তামার খনির চিহ্ন পাওয়া গেচে। গিস্‌লার পথে পথে চিহ্ন দিয়ে গেলেন। অনেক পাথরের টুকরো জড়ো করা হ'লো—এই সব পাথরের সঙ্গে তামা আছে। ফিরে এসে গিস্‌লার সাহেব কাগজ পত্র নিয়ে ব'সলেন। কত কি যে লিখ্‌লেন। ইসাক অভিভূত। সাহেব কেবল লেখেন আর কথা বলেন। আবার এলেসাসকে আর সিভারকে কাছে ডেকে আদর করেন, ওদের টাকা দেন। বেশ মানুষ গিস্‌লার সাহেব।

লেখা শেষ ক'রে সাহেব বললেন, "শোনো বলি, ঐ জমিটার জন্য তুমি আপাতত দু'শো টাকা পাবে। পরে যাতে আরও টাকা তুমি পাও সেই রকম লেখাপড়া করে দিচ্ছি। একেবারেই রাতারাতি বড়লোক হবে এমন আশা করো না। বুঝেছ, আপাতত দু'শো টাকা পাবে।"

অনেক চেষ্টা ক'রেও ইসাক্ ব্যাপারটা বুঝতে পারলে না। এ সব জটিল ব্যাপার ও বোঝে না। জমি আবার কেমন কেনা যায় আর টাকা জিনিষটা

শুধু লিখে দিলেই পরে পাওয়া যায় তাও ইসাক্ কখনো শোনে নি। তার পর সাহেব মুখেই বললেন, এখন দু'শো টাকা পাবে। 'কত টাকা কৈ? অবিশ্যি, ইসাক্-এর হঠাৎ মনে হলো, সাহেব পরে নিশ্চয় দেবেন দু'শো টাকা। উঃ, ভাবতেই পারা যায় না—দু'শো টাকা! তখনই ইসাক্-এর মনে হ'লো, কি হবে অত টাকা নিয়ে। সাহেব ওকে বুঝিয়ে বলছিলেন তামার খনি থেকে ইসাকও বড়লোক হ'য়ে যেতে পারে এমন ক'রে। ইসাক চুপ ক'রে বসে ভাবছিলো। ওর মন চলে গিয়েছিল অনেক দূরে, অনেক মাঠ, অনেক তামার খনি অনেক শহর পার হ'য়ে। এক সময় ইসাক্ সাহেবকে প্রশ্ন ক'রলে, "আপনি ঠিক জানেন ওকে আর জেলে ধরে রাখবে না? ওর দোষ তারা মাপ ক'রবে?"

"কে? ও, তোমার স্ত্রী'র কথা বলছ। নিশ্চয়ই। এখানে যদি তারঘর থাকতো তাহ'লে আমি ট্রণ্ডহেম্-এ তার ক'রে জেনে বলতে পারতুম এতক্ষণ তারা ছেড়ে দিয়েছে কি দেয় নি।"

এই 'তার' করা ব্যাপারটা ইসাক জানে না, তবে অনেক লোকের মুখে শুনেছে। নিশ্চয়ই কোন আশ্চর্য একটা ব্যাপার যাতে 'তার' ক'রলে যাতে সব কথা জেনে নেওয়া যায়। যাকগে, ইসাক ভাবে, যাকগে, ঐ 'তার' করা। সাহেবকে বলে, "কিন্তু সম্রাট যদি বলেন, না ওকে ছাড়া হবে না। তখন?"

"তার জন্যও আমি তৈরী," সাহেব বললেন। "তখন আমি আগাগোড়া সব কথা লিখে সম্রাটকে আবার লিখবো তোমার নাম ক'রে তখন আর তিনি না বলতে পারবেন না এ তুমি জেনে নিও, ইসাক।"

সাহেব কাগজটা তুলে নিলেন। যা' লিখেছেন আর একবার পড়ে নিলেন। পড়া হ'লে ইসাককে বললেন, "নাও, সই করো এইখানটায়।"

আঙুল দিয়ে জায়গাটা দেখিয়ে দিয়ে সাহেব কাগজখানা ইসাক-এর হাতে দিলেন। সই করা কাজটা এমন কিছু নয় কিন্তু ইসাক্ তো আর পণ্ডিত মানুষ নয় যে কলমটা হাতে ক'রেই নামটা লিখে দেবে। তাছাড়া, কলমটা হাতে তুলেই ওর ভয় লাগে। আশ্চর্য, এতটুকু একটা জিনিস মানুষ হাতে ক'রে ধরে কেমন ক'রে। কুড়ুল আর হাতুড়ি ধরা ওর অভ্যাস—কলমটা অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু সই করতেই হবে—সাহেব ও জজ'র কাছে ওলি দাঁড়িয়ে। ইসাক্-এর হাতের দিকে চেয়ে আছে ওলি। না, আর দেরী করা চলে না। কলমটা ভালো ক'রে ধ'রে ইসাক্ ওর নামটা লিখে ফেললে।

কাঠে নাম খোদাই ক'রতে শিখেছিলো ছোটবেলায়—সেই কটা অক্ষর কাগজের ওপর লিখে দিলে। এ আর এমন কি!

সাহেব সই ক'রলেন, সাক্ষী হিসেবে সই ক'রলে সাহেবের অনুচরটি। লেখাপড়া সমাধা হয়ে গেল। ইসাক্ সাহেবকে নিয়ে গেল পাশের ঘরে। সেখানে খাবার সাজানো—দুধ, পনীর আর মাংসের ঝোল। সহরবাসীদের সঙ্গে মেলে না। তা হোক্, সাহেব পরিতৃপ্তি সহকারে আহার ক'রলেন। খেতে বসে অনেক কথা হ'লো। এখানে লোকের বসতি বেড়ে চল্'চ। শীঘ্রই হয়তো ইস্কুল খুলতে হবে। তখন যেন ছেলেদের লেখাপড়া শেখায় ইসাক্। শুনে ইসাক্-এর বুকের মধ্যে তোলপাড় ক'রতে থাকে। তার ছেলেরা লেখাপড়া শিখবে? টুপী পরে ইস্কুলে যাবে? হঠাৎ ইনারের কথা মনে পড়ে যায়। আহা, ও যদি থাকতো।

যাবার সময় সাহেব টাকা দিলেন। দু'তাড়া নোট ওর হাতে দিয়ে বললেন, "এক এক তাড়ায় একশো টাকা আছে। নাও, গুণে নাও।"

কথাটা যেন ইসাক বুঝতে পারে না। নোটের তাড়া হাতে ক'রে বোকার মত তাকিয়ে থাকে।

"আরে দাঁড়িয়ে রইলে যে! গুণে নাও।

"আজ্ঞে," ইসাক্ ঢোক্ গিল্'তে থাকে।

"বল্'চি টাকাটা গুণে নাও। এখন দু'শো পেলে, এরপর আরও অনেক টাকা পাবে। তামার খনিতে তোমার একটা অংশ যাতে থাকে সে ব্যবস্থা ক'রচি, বুঝেচ? আমি আজ চল্লুম।"

সাহেব চলে গেলেন। ইসাক্ সঙ্গে গেল কিছুদূর। কি যে বল্'বে কিছুই ভেবে না পেয়ে শুধু ঘাড় নেড়ে সেলাম করার একটা ভঙ্গী ক'রলে। ওলি তখনও সেইখানে দাঁড়িয়ে। ও যেন স্বপ্ন দেখ্'ছিলো। পাথরের মত নিশ্চল হ'য়ে ছিলো ওলি। দু'শো টাকা! কপাল একেই বলে। ঐ বনমানুষটা খামকা দু'শো টাকা পেলে। ইসাক্ ফিরে আস্'তে ওলি কাজে চলে গেল।

ইসাক্ আজ আর ক্ষেতে গেল না। ওর আজ অনেক দিন পরে বড় বেশী ফাঁকা ঠেকচে। ওর বাড়ী ঘর, ক্ষেত খামার, গরু বাছুর সব আছে। তার ওপর এতগুলো টাকাও। তবু কিছুই যেন নেই। আজ যদি ইনার থাকতো তা হলে এই টাকা ওর কাছে দশগুণ হয়ে উঠতো। তা ছাড়া ও নিজে এখন রীতিমত জোয়ান। গায়ে ওর অসীম শক্তি। আজও ইসাক্ খাটতে পারে উদয়াস্ত। বিশ্রামের প্রয়োজন হয় না কখনও। কিন্তু ইনার যদি না

থাকে তাহ'লে এই পরিশ্রমের কোন অর্থ নেই। ওর দেহমনের সমস্ত সামর্থ্য, ওর পৌরুষের সকল বিকাশ, ওর জীবনের সকল সম্পদ, ওর প্রাণে বিপুল সৃজনী শক্তি সব একটা অর্থহীন শূন্যতায়, একটা বোবা বেদনায় গুমরে মরছে। ইসাক্ বসে রইলো দূর দিগন্তের দিকে তাকিয়ে।

৭

গিস্লার সাহেব বলে গেছেন ট্রন্‌হেম্ শহরে পৌছে ইনারের মুক্তির ব্যবস্থা করেই ইসাকের নামে 'তার' ক'রবেন গাঁয়ের দোকানদারের নামে। গাঁয়ে গেলেই ইসাক্ খবর পাবে। হয়ত ইনারকে একদিনে ছেড়ে দিয়েছে। ইসাক্ একটা গাড়ী তৈরী ক'রে ফেল্‌লে। বসবার জায়গাটা রং করলে। এই গাড়ীতে ইনারকে চড়িয়ে নিয়ে আস্‌বে। ক'দিনে অনেক কাজ জমে গেছে। বসন্তকাল এসে পড়েছে—ফসল বোনার সময় এখন। ক্ষেতের কাজ কিছু সেরে ইসাক্ গাঁয়ের দিকে রওনা হ'লো। যাবার সময় একটা বাছুর ওলিকে দিয়ে গেল। ওর দেশের লোকদের দেবে ও'ল। আহা, অনেক কাজ করে ও'ল। ওলির ওপর আজ আর ইসাকের রাগ হয় না। ওলি গোপনে অনেক জিনিষ নিজের জন্য রেখে দেয়। ইনার আস্‌ছে, ওকে চলে যেতে হবে তাই ওলি তৈরী হ'য়ে নিচ্ছে। ইসাক্ জানে ওলি আজকাল চুরির মাত্রাটা বাড়িয়েছে তবু ওর রাগ হয় না। আহা, বেচারী ও'ল। ইসাক্ যাবার সময় ওলিকে আরও কিছু দিয়ে দেবে। ও'ল কত যত্ন করে ইসাকের ছেলেদের। ওদের দুধ দেয়, পনীর দেয়। মাঝে মাঝে ওদের মুখহাত ধুইয়ে জামা বদ্‌লিয়ে দেয়। মোটের ওপর ওলি খুব মন্দ মেয়ে নয়। ইসাক্ ওলির ওপর আর রাগ ক'রবে না। আহা!

নতুন গাড়ী নিয়ে গাঁয়ের হাটে ওর সেই দোকানদার বন্ধুর কাছে যেতেই সে বল্‌লে, "তোমার নামে 'তার' এসেছে। এই দেখো, তোমার বৌ ছাড়া পেয়েছে, রওনা হয়েছে। তোমাদের সেই গিস্লার সাহেব 'তার' করেছেন।"

'তার'টা দোকানদার প'ড়ে দিলে। তারপর বল্‌লে, "দেখো আজই আসছে হয়তো। ট্রন্‌হেম থেকে আজ ডাক আসবার দিন। সেই জাহাজেই আসবে বোধ হয়।"

ইনার আজই আসবে? কখন আসবে জাহাজ? আজ বিকালে? ইসাক্-এর বুকের ভেতরটা কেমন যেন করতে থাকে। আর সময় নেই। হঠাৎ ইসাক-এর চোখ পড়ে নিজের ওপর। না, জামাটা পরিষ্কার আছে।

নতুন জামা ইনার তৈরী ক'রে রেখে গিয়েছিলো। ইসাক্ আবার নিজের মুখে হাত বুলোয়। ইস্, এক গাল বোঝাই দাড়ি। এই ক' বছর হাত দেয়নি ওর মুখে। লোহার তারের চেয়েও কঠিন দাড়ি। ইসাক্ গাড়ীতে চড়ে বসলো। ছুটলো গাঁয়ের সীমানার বাইরে বনের দিকে। এই বনানী পার হ'য়ে ও যাতায়াত ক'রে। এর প্রতিটি তরুলতা ঝর্ণা আর নদী ওর পরিচিত। অনেকদূর গিয়ে একটা ক্ষীণ স্রোতোহীন নদীর ধারে গাড়ী থামিয়ে নেমে পড়লো। স্বচ্ছ নদীর বুকের ওপর মুখ বাড়িয়ে ইসাক্ দেখলো ওর চেহারা। আয়না ওর নেই, মনেও পড়ে না আয়না ব্যবহার করা যায়। চিরদিন জলের ওপর নিজের প্রতিবিম্ব দেখে এসেচে। কখনো এমন ব্যস্ত হয়ে ওঠেনি। দোকানদারের কাছ থেকে কাঁচি এনেছিলো। জলের ওপর ছায়া দেখে দাড়ি কাটলো। তারপর মুখ ধুয়ে গাড়ী হাঁকিয়ে গাঁয়ে এলো। দোকানদার হাসলো। ইসাক্ আজ সহসা তরুণ যুবক হ'য়ে গেচে। রক্তে ওর তারুণ্যের অকারণ চঞ্চলতা। ওর ভারী পেশীবহুল দেহে আজ লেগেচে প্রথম বসন্তের আতপ্ত বাতাস। সে বাতাসে ওর গতি হয়েচে ক্ষিপ্র, ওর চাহনি হয়েচে উজ্জ্বল।

গাঁয়ের ঘাটে জাহাজ এসে লাগলো অপরাহ্ন বেলায়। নামেই জাহাজ, নৌকার চেয়ে একটুখানি বড়ো। ইসাক্ জেটির ওপর দাঁড়িয়ে। কিন্তু কৈ, ইনার কৈ? তবে কি আজও এলো না। লোকজন আসচে, চারিদিকে কোলাহল, ডাক এসেচে। ইসাক্ সিঁড়ি বেয়ে জাহাজে উঠে গেল। কেউ কোথাও নেই, কেবল একটি যুবতী মেয়ে একটি শিশু কন্যার হাত ধরে এগিয়ে আসচে। ইনারের সঙ্গে সাদৃশ্য আছে তরুণীটির। তবে তার চেয়ে অনেক সুন্দর। আরে, এযে ইনার! ইসাক্ থমকে দাঁড়ালো। বল্লে, "এই যে!" আর কিছুই মাথায় এলো না।

ইনারও বল্লে, "এই যে।"

ইনার হাতখানা বাড়িয়ে দিলে। একটু শীর্ণ, শুভ্র কোমল হাতখানি।

পথে ইনারের অসুখ ক'রেছিলো। ওকে একটু দুর্বল দেখায়।

ইসাক্ হাতখানা ধ'রে ফেলে, বলে, "হুঁ! তা' আজকে বেশ রোদ্দুর ছিল সারাদিন, এঁ্যা?"

ইনার বল্লে, "আমি অনেকক্ষণ তোমাকে দেখতে পেয়েচি। ভীড়ের মধ্যে তোমার সঙ্গে দেখা হবে ব'লে নেমে আসিনি এতক্ষণ। তা' আজ বুঝি গাঁয়ে এসেছিলে?"

"হ্যাঁ, না—হ্যাঁ, আছই।"

"বাড়ীতে সব ভালো আছে? এলেস্যাস্, সিভার আর—আর ওলি?"

"হ্যাঁ।"

"এই দেখো। এই লিওপোল্ডাইন্। কাহাকে ওর একটুও শরীর খারাপ হয়নি। এসো, তোমার বাবা, নাও হাত ধরো।"

"হুঁ।" ইসাক্-এর অদ্ভুত লাগে ব্যাপারটা। ওর স্ত্রী, ওর মেয়ে অথচ কেমন যেন পর পর মনে হয়। ইনার বল্লে, "জিনিষ পত্রগুলো নামাতে হবে। একটা সেলাই-এর কল আর একটা বড় বাক্স আছে আমার সঙ্গে।"

জিনিষপত্র আনতে গেল ইসাক্। কিন্তু সেলাইয়ের কল কি বস্তু ইসাক্ জানে না। চিনিয়ে দিতে ইনারও গেল সঙ্গে। কল আর বাক্স ঘাড়ে ক'রে ইসাক্ বল্লে, "চলো।"

গাড়ীতে বসে ইনার বল্লে, "সেই ঘোড়াটার কি হ'লো? গাড়ীটাও দেখছি নতুন। তুমি তৈরী করলে নাকি?"

"হুঁ! তুমি কিছু খেয়ে নেবে আর লিওপোল্ডাইন—"

"না, না, এখন নয়।"

গাড়ী চলতে থাকে। ইসাক্ বাঁ হাতে ধরে আছে ওর মেয়েকে। গাড়ী দুলছে, পড়ে যেতে পারে। ইনার নানা প্রশ্ন করে। ইসাক্ চেয়ে থাকে ইনারের দিকে। আশ্চর্য! ইনার একেবারে অন্য মানুষ হয়ে গেছে। কেমন ভালো জামা গায়ে দিয়েছে। রং আর সেই রকম তামাটে নেই। গোলাপ ফুলের মত রং হয়েছে ইনারের। আর মুখখানি দেখতে কত ভালো হয়েছে। আগেকার মত আর নেই। গালের কাছে একটু দাগ ছাড়া আর কিছু নেই। ইনার কথা বলছে বেশ স্পষ্ট। খরগোসের সঙ্গে আর কোনো মিল নেই ওর। কি সুন্দর হয়েছে ইনারকে দেখতে। ইসাক্ অবাক্ নয়নে চেয়ে থাকে।

ইনার বলে, "কথা কও না কেন? এলেস্যাস্ আর সিভার কত বড়টি হয়েছে। তোমার সঙ্গে কাজ করে?"

"করে বৈকি। এলেস্যাস এটা করে, সিভার ওটা করে। দু'জনেই থাকে আমার সঙ্গে।"

গাড়ী থামিয়ে ওরা খাবার খেলে। লিওপোলডাইনকে ঘুম থেকে তুলে খাওয়াতে হ'লো। বাপের কোলে মেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। ইসাক্ মেয়েকে কোলে নিতে দ্বিধা বোধ করে। মেয়ের পায়ে জুতো, গায়ে সুন্দর একটা

জামা। ওর কেমন যেন আড়ষ্ট বোধ হয়। গাড়ীর মাঝখানে ইনার মেয়েকে শুইয়ে দিয়ে ইসাক্-এর পাশে এসে বসলো। বললে, "তুমি একটুও বদলে যাওনি, ঠিক তেমনটিই আছ।"

"তা হবে। কিন্তু তোমাকে বড় ভালো দেখতে হয়েচে। একেবারে—" ইসাক্ আর বলতে পারলে না।

ইনারের মুখখানা রাঙা হয়ে উঠলো। হেসে বললে, "ভালো কি গো? এখন যে বুড়ো হ'য়ে গেচি।"

কিন্তু ইসাক্ মিথ্যে বলে নি। ইনার এখন রীতিমত সুন্দরী। আর বয়স এখনও ত্রিশ পার হয়নি। ইসাক্ মনে মনে একবার হিসাব করে নিলে। ইনারের পাশে সে। হঠাৎ ওর নিজেকে অত্যন্ত কুৎসিত মনে হ'লো কিংবা শুধুই একটা অকারণ অস্বস্তিতে হাঁফিয়ে উঠলো। গাড়ী থেকে লাফিয়ে নেমে পড়লো ইসাক্। ঘোড়াটাকে দু' হাতে ধরে আদর করলে। এমনি ক'রে ও নিজের চাঞ্চল্য দমন করে। স্ত্রীর কাছে এমন অস্বস্তি ওর কখনো হয় নি। কি যেন ওর করা দরকার, সুন্দরী স্ত্রীর কাছে যোগ্যতার দাবী করবার প্রমাণ খোঁজে ইসাক মনে মনে।

গাড়ী আবার চলতে থাকে। গোধূলির আলো হারিয়ে যায় আকাশে। তারা জল্ জল্ করে বিশাল ওক গাছের মাথায়। স্বামী স্ত্রী আলাপ করে। এখন কটা বাছুর, ভেড়াগুলোর কটা মরেচে, ক্ষেতে আজকাল ফসল কত হয়, সব বিক্রী করে, না, মজুত রাখে, ওগুলি কোন ঘরটায় থাকে—ইনারের প্রশ্নের আর শেষ নেই। সকল প্রশ্নের জবাব দিয়েও ইসাকের অনেক কথা বলবার আছে। তামার খনি আবিষ্কার হয়েচে, গিস্লার সাহেব দু'শো টাকা দিয়ে জমি কিনেচেন, বলেচেন আরও অনেক টাকা পাওয়া যাবে, তারপর এক রকমের তার খাটিয়ে গেচে শহর থেকে সাহেব এসে, সে তারের মধ্য দিয়ে চিঠি আসে—আরও কত কি।

ইনার আশ্চর্য হয়ে যায়। বড় বড় চোখ তুলে বলে, "দু'শো টাকা!" অন্ধকারেও সে চোখ দেখা যায়। ইনারের মুখের উপর স্থির দৃষ্টি রেখে চেয়ে থাকে ইসাক্।

এক সময় হঠাৎ বলে ওঠে, "এখানে তোমার খুব কষ্ট হ'তো নয়?"

ইসাকের বুকের মধ্যে তোলাপাড়া করতে থাকে। গলার কাছে একটা আবেগ যেন ঠেলে ঠেলে উঠতে থাকে।

ইনার বলে, "না, তেমন আর কি!"

অনেক দিন পরে সহসা ওরা দুজনে পরস্পরের কাছে এসে পড়েছে। কথা হয় দু' একটা। গাড়ীটা অন্ধকারে ঘড় ঘড় করে চলেছে চড়াই উৎরাই পথে। ঘোড়াটার আশ্চর্য্য ক্ষমতা। তোমার খনি, সেলেনরায় মস্ত শহর গড়ে উঠবে— ইনার যেন স্বপ্ন দেখে। মাঝে মাঝে ঠাণ্ডা বাতাস এসে কাঁপিয়ে দেয়। ইনার স্বামীর গা ঘেঁসে বসে। ভোরবেলা ওরা সেলেনরায় পৌঁছলো।

পাহাড়ের বাঁকটা পেরিয়ে গাড়ীটা গড়িয়ে এলো ওদের উঠোনের ভেতর। মাকে ছেলেরা চিনতে পারে না। কিন্তু বাপকে চিনতেও দেরী হয়। দাড়ি কেটে ফেলে ইসাককে কেমন যেন বেমানান দেখায়। এলেসাস বোকার মত তাকিয়ে থাকে তারপর হাততালি দিয়ে বলে ওঠে, "দেখেছিস্, বাবা দাড়ি কেটে এয়েচে?"

সিভার মাকে দেখে জড়োসড়ো। বাপের মুখের দিকে চেয়ে থাকে অসহায় ভাবে।

ইসাকের সংসারে ইনার ফিরে এলো।

৮

ইসাক্ ক্ষেতে কাজ করে, লাঙ্গল দিয়ে জমি চাষ করে বিশাল উপত্যকা ভূমির এক অংশ নিয়ে। এইটুকু ওর সীমানার মধ্যে পড়েছে। কিন্তু এতেই ও খুশী। দরকার নেই এর বেশী জমিতে। চাষ ক'রতে ওর বড় ভাল লাগে। আজকাল ওর সঙ্গী হ'য়েছে সেই এক ফোঁটা মেয়ে লিওপোল্ডাইন —বাপ-মা তাকে পোলাইন ব'লে। পোলাইন বাপের সঙ্গে সঙ্গে থাকে। ইসাক্ মেয়েকে ক্ষেতে বেড়াবার কৌশল শিখিয়ে দেয়। এমন ভাবে উঁচু মাটির ওপর পা দিয়ে চলবে যাতে তোমার জুতো কাদায় ডুবে না যায়। পোলাইন বেশ বুদ্ধিমতী মেয়ে। কত কথা হয় ওদের। 'লাল রং-এর জামা একটা কিনে এনো বাবা, পরে বেড়াতে যাবো।' পোলাইনকে বেশ দেখায় লাল রং-এর জামা পরলে, এ কথা ইসাক্ ব'লেছিলো একদিন। তারপর থেকে জামার কথাটা পোলাইন দিনের মধ্যে দশবার বলে। তাছাড়া বেড়াতে যাবার গল্প না ক'রলে ওর ভালো লাগে না একটুও। কোথা দিয়ে যে সারাদিন কেটে যায় ইসাক্ জানতেও পারে না।

সংসার একেবারে বদলে গেছে। ওলি চলে গেছে তার দেশে। ইনার সারাদিন ঘরবার ক'রে কাজ করে। বাড়ীঘরের চেহারা পালটে দিয়েছে ইনার। উঠোনের পাথর থেকে সুরু ক'রে ঘরের দরজা জানালা পর্য্যন্ত ধুয়ে

মুছে পরিষ্কার ক'রে ফেলেচে। পুরানো চামড়া, ছেঁড়া জামা, ভাঙা বাক্স—সব দূর করে দিয়েচে। ওলি এইগুলিই সঞ্চয় ক'রে রাখ্‌তো। ওলির সংসার আর ইনারের সংসার এক নয়।

ইনারের পরিবর্ত্তনটা সকলের আগে চোখে পড়ে! গোয়ালঘর উঠোন আর ঘর নিয়েই সে থাকে না। আরও অনেক কাজ করে। ক্ষিপ্র হস্তে তাঁতে কাপড় বোনে, সূচের কাজ করে জামার হাতায়। অসামান্য দক্ষতার সঙ্গে একটা কাজ ক'রতে ক'রতে আর একটা কাজে হাত দেয়। অবাক্ লাগে ইসাক্-এর। তাঁতে কাপড় ইনার আগেও বুনেচে। কিন্তু আজকাল ওর হাত চলে যন্ত্রের মত। কি সুন্দর হ'য়েচে ওর হাতের গঠন। দীর্ঘ তর্জ্জনীর লীলা দেখে ইসাক্ মুগ্ধ বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়। ইনার একেবারে অন্য মানুষ হ'য়ে এসেছে। আর ইসাক্ ভাবে, ইনার এতও জানে। ঘরখানা এমন সাজিয়েচে যেন গিস্‌লার সাহেবের ঘর। জানালার ধারে মস্ত বড় দু'টো বাটি, তাতে মাটি বোঝাই আর ফুলের গাছ। দেওয়ালের গায়ে ছবি এঁটেচে। এ সব ও এনেচে ট্রনহেম থেকে। আবার জামা পাট ক'রে ভাঁজ করবার জন্য একটা লোহার জিনিষ এনেচে সেটা চাপা দিলেই জামা পাট হ'য়ে যায়। সে জামা গায় দিলেও সেই প্লাটের দাগ থেকে যায়। আশ্চর্য্য! ইনার এতও জানে!

ইনারের কথাবার্ত্তাও একেবারে শহরের বড়লোকদের, মানে, দারোগার স্ত্রীর মত! আজকাল ইনার সেই আগের দিনের মত হাঁক দিয়ে ডাকে না। কাছে এসে বলে, "খাবার তৈরী, এসো, খাবে এসো।" ইসাক্ আর "হুঁ!" বলে না। বলে, "চলো যাচ্ছি।" এক কথায় ওদের সব কিছু পরিবর্ত্তিত হ'য়ে গেচে। ইসাক্ পর্য্যন্ত।

ছেলে মেয়েদের সম্বন্ধে ইনারের কড়া শাসন। সেখানে ইসাক্-এর কোন কথাই খাটে না। ইসাক্‌কেও ইনার কথা বল্‌তে শেখায়। চাষীদের মত অসভ্যতা ক'রলে ছেলেমেয়েরাও তাই শিখ্‌বে যে! ইসাক্ ভুল বুঝতে পারে না, শুধু বলে, "তাই তো!" ইনারের সঙ্গে বই এসেচে খানকতক—পাঁচ ছয়খানা বই! দু'বেলা ছেলেমেয়েদের ইনার লেখাপড়া শেখায়। সোলাইন আবার সূচীশিল্পও শেখে মায়ের কাছে। এলেসাস্ খুব তাড়াতাড়ি শেখে কিন্তু সিভার একটু বোকা। এলেসাস্ পড়া তৈরী ক'রে বলে আর এগিয়ে যায়। কিন্তু আর সিভার বোকার মত চেয়ে থাকে 'হাঁ' ক'রে, পড়া বল্‌তে পারে না। ইনার এলেসাস্‌কে স্কুলে পড়তে পাঠাতো শহরে।

কাজের বেলায় সিভারের জিত হয়। গরুবাছুরকে খাওয়ানো থেকে মুরগীর ডিম সংগ্রহ পর্য্যন্ত সব কাজ সিভার এর মধ্যেই আয়ত্ত ক'রে নিয়েছে। এছাড়া কোথায় ইঁদুরের গর্ত্ত আছে, কোন গাছে কোকিল বাসা বেঁধেছে, নদীর কোন দিকটায় মানুষের মত প্রকাণ্ড একটা মাছ লাফাচ্ছিল জলের ভেতর থেকে, এ সব তথ্য সিভারের নখদর্পণে। এলেসাস্ একেবারে অবাক্ হ'য়ে যায়।

ইনার ছেলেদের কাজ ক'রতেও শেখায়। বাড়ীতে যতগুলি পশু আছে সকলের খাবার দেওয়ার ভার দুই ভায়ের ওপর। মায়ের শাসনে কোথাও ত্রুটি ঘটে না। ছাগল আর শূয়োরের ভার সিভারের ওপর, গরু, ঘোড়া, মুরগী, ভেড়া এদের ভার এলেসাস্-এর ওপর দিয়েছে ইনার। সেলেন্‌রায় ওদের দিন কাটে এমনি ক'রে। ছেলেরা বড় হ'য়ে ওঠে কাজের মানুষ হ'য়ে।

ইসাক্-এর কাজ এখন অনেক বেড়েছে। চাঁদের দিকে তাকিয়ে আকাশের লক্ষণ দেখে বৃষ্টির সময় নির্ণয় ক'রে ইসাক কাজ করে। সপ্তাহে নিয়মিত দু'বার ক'রে সে গাঁয়ে যায় বোঝা নিয়ে। গাড়ীটা নষ্ট হ'তে দেয় না। কেবল কাঠের বোঝা নিতে হ'লে গাড়ী বেরোয়। ইতিমধ্যেই সেলেনরা থেকে গ্রাম পর্য্যন্ত পাহাড়ের গায়ে রীতিমত পথ তৈরী ক'রে ফেলেছে। আর একটু পরিশ্রম ক'রে স্থানে স্থানে পাথর ফেলে উঁচু করে দিলেই পৃথিবীর সঙ্গে সেলেনরায় যোগাযোগটা পাকা সড়ক দিয়ে বাঁধা হয়ে যায়। ব্রিডকে ইসাক্ বলে ছিলো কিন্তু তার উৎসাহ নেই। এই মাটির প্রতি মমতা ইসাক্-এর মত আর কারো নেই।

ইসাক্ গাঁয়ের হাটে ভেড়ার চামড়া, গাছের ছাল আর কাঠের গুঁড়ো বিক্রী ক'রতে যায়। চারটে ঘলে বোঝাই ক'রে নিয়ে যায় আর ফিরে আসে তুলো, আর যন্ত্রপাতি নিয়ে। ইনার অনেক তিরস্কার করে, "গাড়ী থাকতে এই মোট ব'য়ে যে কি লাভ হয় জানি নে বাপু। এবার থেকে আমি আর যেতে দেবো না, বলে রাখ্‌ছি।"

ইসাক্ এ সব কথায় কান দেয় না। "হুঁ!" মেয়েদের মন তো, আর কত বুদ্ধি হবে। গাড়ীটা খামকা ভেঙে লাভ কি? ওর গায়ে কি জোর নেই? ইনার রাগ করে, ইসাক্ আপনার কাজে চলে যায়। গোলাইয়কে গল্প বলে ক্ষেতের দিকে যেতে যেতে। দু'দণ্ড বসে বিশ্রাম ক'রবে তার সময় নেই,

এ মানুষকে আয়ত্তে আনা সহজ নয়। ইনার একা ঘরে ব'সে রাগে ফুল্‌তে থাকে।

ব্রিড্-এর বাড়ীর কাছে টেলিগ্রাফের তার খাটানো হ'চ্ছে। ইঞ্জিনীয়ার সাহেব বল্‌লেন, "ইসাক্, কাঠের খুঁটি চাই অনেক, তুমি বিক্রী ক'রবে? তোমার কাছ থেকে নিলে আমাদেরও সুবিধা আর তুমিও টাকা পাবে।"

টাকা? কি হবে ওর টাকায়। ওর এখনও ঘর তৈরী বাকী। কাঠ দিলে চল্‌বে না। ইসাক্ বল্‌লে, "আমার অত খুটি নেই। যা আছে তাতেই আমাকে ঘর তুল্‌তে হ'বে।

ব্রিড্ বল্‌লে, "কি বোকা লোক তুমি। এতগুলো টাকা—"

"তা' তোমার থাকে তুমি বিক্রী ক'রো। তোমাদের কি 'তার' খাটানো হবে আমি তার জন্যে খুঁটি দিতে পারবো না।" ইসাক্ বাড়ীর পথে চল্‌তে থাকে। বাজে কথা কইবার সময় নেই ওর।

আসলে ঘরের চেয়ে বড় পরিকল্পনা আছে। কাঠের বড় বড় খুঁটি তক্তা সব মজুত আছে। উত্তর দিকের ঐ পাহাড়টার গায়ে মস্ত একটা ঘর তুল্‌বে তার মধ্যে থাক্‌বে কাঠকাটা কল। গাঁয়ের সেই দোকানদারকে দিয়ে কলটা ও আনিয়েচে। এখন সেই কলটা বসাতে হবে—তাতেও কাঠের খুঁটি লাগ্‌বে কয়েকটা। ইনার ছিলো না বলে এতদিন ওকাজে হাত দেয় নি। আর দেরী করলে চল্‌বে না—এর পর কলটা খারাপ হ'য়ে যাবে দোকানদারের ঘরে ফেলে রাখ্‌লে। অবিশ্যি ইনার যদি একটু ওকে সাহায্য করে তা'হলে আর ভাবনা থাকে না। একটা কাঠকাটা করাত-কল বসানো এমন কিছু শক্ত কাজ নয়।

মতলবটা খুলে বল্‌লে ইনারকে। বল্‌লে, "সব ঠিক আছে। তুমি আমার সঙ্গে লেগে গেলেই কাজটা আরম্ভ ক'রে দিই। তোমাকে বেশী কিছু করতে হবে না—এই, ওর নাম কি—"

"আমি কি করবো? সময় কৈ?" ইনার বল্‌লে। "সত্যি সত্যি একটা করাত কল বসাবে নাকি?"

"তাইতো ভাবচি। না হলে আমার কাজ বন্ধ হ'য়ে রয়েচে।"

"সে যে অনেক হাঙ্গামা—একটা কল—"

"তাইতো তোমাকে বলচি। কল বসানো তো সহজ নয়। একটু খানি ভুলচুক হ'য়ে গেলে কল আর চলবে না।"

"তুমি কি পারবে?" ইনার বল্‌লে একটুও না ভেবে কি বল্‌বে।

ইসাক্ আহত হ'লো—এটা ওর শক্তির প্রতি কটাক্ষ। বল্লে, "তবু দেখি পারি কিনা দু'জনে মিলে।"

"তুমি একটা লোক দেখ না। এসব কাজ জানে এমন লোক।"

"না তার দরকার হবে না।" ইসাক্ অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বল্লে।

"লোক না হ'লে পারবে না তুমি।" ইনার বল্লে।

"লোক না হলে পারবো না ব'লেই তো তোমাকে বলছিলুম," ইসাক্ ফিরে দাঁড়িয়ে বল্লে। যেন বন্য ভালুক কান উঁচিয়ে দাঁড়ালো।

ইনার ভয় পেলে না। ঘাড় দুলিয়ে শহুরে মেয়েদের মত সুর ক'রে বল্লে, "হাঁা আমার আর কাজ নেই, আমি এখন তোমার সঙ্গে নদীতে নেমে এক হাঁটু জলে দাঁড়িয়ে মজুরের কাজ ক'রি। এতগুলো জন্তুকে খাওয়ানো, ঘর সংসার দেখা এসব ক'রবে কে শুনি? তা ছাড়া আমার হাতে কত সেলাই জমে রয়েছে।"

"তা বটে।"

ইসাক্ চলে গেল নিজের কাজে। ইনারকে কিছুই ক'রতে হ'তো না, খুঁটিগুলো ধরতো কিংবা পাথরগুলো সরিয়ে দিতো। এর বেশি কাজ সে ইনারকে করতেই দিতো না। কিন্তু তাও হ'লো না। ওর সঙ্গে আর কখনো সেই আগেকার মত কাজ ক'রবে না। শহরের মেয়েদের সঙ্গে থেকে ইনারের মনটা এতখানি বদলে গেছে?

সত্যিই ইনারের অনেক পরিবর্তন হয়েছে, ওর স্বভাবের মধ্যে আগেকার সেই দরদ আর নেই। ইসাক্-এর কথা আর ও তেমন ক'রে ভাবে না, ইসাক্-এর কাজ আর ওর নিজের কাজ ব'লে মনে হয় না। ও এখন দেখে নিজের সুবিধা আর নিজের সাচ্ছন্দ্য। ইসাক-এর শরীরের দিকেও আর লক্ষ্য নেই। তা ছাড়া তাঁতের চেয়ে এখন ওর সেলাই-এর কাজ অনেক প্রিয়। জামা সেলাই করে তারপর গরম লোহার চাপ দিয়ে ইস্ত্রি করে। কিংবা সূচের কাজ করে নিজের জামার ওপর। সে জামা পরলে বুকের ওপর বাহুতে নানা কারুকার্য্য চোখে পড়ে। ইসাক্ একাই কাজে লেগে গেল। না, ইনারকে আর কখনো ডাক্‌বে না কাজ করবার জন্য।

একদিন গাঁয়ে যাবার সময় ইনার বল্লে, "হ্যাগা আমার জন্যে কয়েক গজ কাপড় এনোতো, জামা করবো। রেশমী কাপড় চাই কিন্তু।"

পনীর আর চামড়া বিক্রী ক'রে নীল রং-এর রেশমী কাপড় কিনে আন্‌লে

ইসাক্। ইনার এক নতুন ফ্যাসানের জামা তৈরী ক'রলে। অনেক বড় জামা, কাঁধের ওপর থেকে ঝুলচে পায়ের কাছ পর্য্যন্ত। ইনার দেখেচে ওদের জেলের বড় সাহেবের বৌ পরতো এই রকম জামা। কিন্তু এই জঙ্গলের দেশে কে দেখবে এমন জামা। গাঁয়ে হ'লে কত লোক দেখতো—কত দাম, কোথায় পাওয়া যায়, কে করলে, এ সব জিজ্ঞাসা ক'রতো। এখানে এমন একটা জামা পরাই একেবারে মিথ্যা হ'য়ে গেল। ইনার স্থির ক'রলে একবার ওদের গ্রামটা ঘুরে আসবে, ইসাক্ আপত্তি ক'রলেও যাবে।

এলেসাস্ আর সিভারকে ইস্কুলে দেওয়া হবে। ইনার গেল ওদের ইস্কুলে ভর্ত্তি ক'রে দিয়ে আসতে। ছেলেদের নিয়ে গাড়ী হাঁকিয়ে চললো ইনার নতুন জামা প'রে। ওর ছেলেরা যাচ্ছে ইস্কুলে আর ও পরেচে বহুমূল্য রেশমী জামা। আর কি চাই? ওরা একেবারে নামলো ব্রিড্ওস্লেন্-এর বাড়ীর সামনে। ওস্লেন গিন্নী ওদের দেখে রাগে জ্বলতে লাগ্লো। কেমন ইস্কুলে ভর্ত্তি ক'রতে যাচ্ছে ঐটুকু দুধের ছেলেদের। ওর দুই মেয়ে এক ছেলে—বড় মেয়ে বারু গাঁয়ে থাকতে ইস্কুলে যেতো, এখানে আসার পর ইস্কুলের নাম কাটিয়ে দিয়েচে। ব্রিড্-এর চাকরি নেই। ইস্কুলে পড়ানো কি বিনা পয়সায় হয়?

ওস্লেন্ গিন্নী ওদের অভ্যর্থনা ক'রলে, "এসো—এসো—এখানে খাওয়া দাওয়া সেরে যাবে তো?"

গাড়ী থেকে না নেমেই ইনার বললে, "না ভাই, এই যে বাক্স বোঝাই খাবার রয়েচে সঙ্গে। পনীর, মাখন, রুটি, মাংস ভাজা—একেবারে বাক্স বোঝাই।"

ইনার কথা বলে ঘাড় বাঁকিয়ে। কাঁধের একটা ভঙ্গি করে সেই জেলের সাহেবের স্ত্রীর মত আর ওর কণ্ঠের কাছে রেশমের ঝালর রৌদ্রে ঝলমল্ ক'রে ওঠে।

"তা, বাক্স বোঝাই থাকবে না কেন ভাই? তোমাদের সেলেন্রায় তো আর অভাব নেই। তা' গাঁয়ে তোমার ছেলেরা কার কাছে থাকবে?"

"সেই যে যাদের লোহার কারখানা আছে তাদের বাড়ীতে।"

"তা বেশ। আমি ভাবচি মেয়েটাকে আবার ইস্কুলে দেবো। দারোগার সঙ্গে তো এঁর খুব ভাব। আমার বারু তাদের বাড়ীতেই থাকবে।"

ওস্লেন গিন্নি খুব সহজভাবে কথা বলেন।

"তাই নাকি ?" ইনার অকারণে জামার প্রান্তটা ধরে টান ক'রতে লাগ্লো। বাহুর ওপর আর একবার রেশমী কাপড় ঝলক দিয়ে উঠ্লো।

ওস্লেন গিন্নী আর থাকতে পারলেন না, বল্লেন, "হ্যাঁ ভাই, তোমার এই জামাটি কোথায় তৈরী করলে ?"

"আমি নিজে বানিয়েছি।" ইনার সগৌরবে বল্লে।

"তা বেশ, তা বেশ। ধনদৌলত ভগবান তোমাকে দিয়েছেন যখন তখন আর হবে না কেন ভাই ? তা' বেশ।"

ওস্লেন গিন্নীর মুখখানা কেমন কাঁদ কাঁদ দেখায়।

"আচ্ছা, এখন চ'লি," ইনার ঘোড়ার পিঠে চাবুক মারে। গাড়ী চল্তে থাকে। এত খুশী ইনার জীবনে আর কখনো হয় নি। গাঁয়ে গিয়ে ইনার সকলের সঙ্গে দেখা ক'রলে। দারোগা হিদাল সাহেবের স্ত্রী রীতিমত চটে গেলেন। ইনার মেয়েটার দম্ভ দেখেচ ? মাগী অহঙ্কারে ফুলে গেচে কি ছিলো। হুঁ! পাঁচ বছর জেল খেটে এখন রাণী সেজে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। হিদাল্ গিন্নী ইনারের সঙ্গে কথাই বল্লেন না। দারোগার স্ত্রী তো আর যার তার সঙ্গে আলাপ ক'রতে পারেন না। ইনারের সেদিকে লক্ষ্য নেই, ওর রেশমী জামাটা যে এতো লোকে দেখ্চে এইতেই ও আত্মহারা। গাঁ সুদ্ধ মেয়েরা ভাব্চে ঐ রকম একটা জামা না পরলে জীবনই মিথ্যা। ছুতার মিস্ত্রীর স্ত্রী, ইস্কুলের পণ্ডিতের স্ত্রী—সকলেরই ওই এক চিন্তা। ইনার বাড়ী ফিরলো বিজয়িনী হয়ে।

ইনারের সংসারে আভিজাত্যের হাওয়া লেগেচে। নতুন ফ্যাসানের জামা, সেলাই-এর কল, ছেলেরা ইস্কুলে পড়চে। ইনার মনের আনন্দে সেলাই করে, অকারণে কাপড় কেটে জামা তৈরী করে ছেলেদের জন্য।

"একটা কথা শুনবে ?" ইনার একদিন ইসাককে বল্লে।

"কি ?"

"আমাদের বাড়ীতে যদি একটা লোক থাকতো তা'হলে সেলাই ক'রতে পারতুম আরও বেশী করে।"

ইসাক্ বুঝতে পারে না, "কি বলচ ? যদি লোক থাকতো ? তার মানে ?"

"মানে, এই ধরো, একটা ঝি কিংবা অমনি কেউ।"

ইসাক বোধ হয় স্তম্ভিত হ'য়ে থাকবে কিন্তু হেসে বলে, "আমাদের একটা ঝি না হ'লে আর চল্বে না ?"

"শহরে গিয়ে দেখে এসো সকলের বাড়ীতে ঝি আছে। ঝি যার নেই সে আবার গিন্নী কি ?"

"তা বটে।"

ইসাক্ আপনার কাজে যায়। ওর মনটা ভালো নেই, বিরক্তি ধরে বাড়ীতে এলেই। ওর ঘর এখন আর ওর নেই। একটুও ভালো লাগে না ইনারের কথা। তা ছাড়া কাজও রয়েচে অনেক। করাত কলটা কেমন ক'রে যে খাটাবে তার ঠিক নেই। একার কাজ নয়। এমন সময় ছেলেরা বাড়ী এলো ছুটিতে। সিভার এসেই বাপের কাজে লেগে গেল। করাতকল বসানো হ'লো তিন দিনের মধ্যে।

দুই ছেলেই কাজের লোক হ'য়েচে। আর ভাবনা নেই ইসাক্-এর করাতকল খাটানো হ'লো, ঘাস কেটে তোলা হ'লো, ফসল কাটাও প্রায় শেষ হ'য়ে এলো। ছেলেদের নিয়ে এখন ইসাক্ সকল বিষয়ে পরামর্শ করে। চাষের জমি বাড়াবে কিনা, ছাগলের ঘাস না রেখে ঘরটা খালি রাখা চলে কি না, এ সব বিষয়ে ছেলেদের কথা শোনে ইসাক্। বাপের কথার জবাব দেয় ছেলেরা অনেক ভেবে। ইসাক্ লক্ষ্য করে ওর ছেলেরা ভুল করে না। আশায় ভরে ওঠে বাপের বুক।

সবই ওদের ভালো হ'য়েচে। কেবল ইনার যদি সেই আগেকার ইনারই থাকতো তা'হলে কোন দুঃখ আর থাকতো না। ইনার আগেকার মত পরিশ্রম করতে পারে না সেটা স্বাভাবিক। আহা, বেচারা পাঁচ বছর কয়েদখানায় বন্দী হয়ে ছিলো, ওর আর দোষ কি। ইসাক্ সেজন্য রাগ করে না বরং একথা মনে হলেই ইনারকে ও বেশী ভালবাসে। কিন্তু ইনারের মনটাও বদলেচে। তার জন্য ইনার কাকে দায়ী করবে ? ইনার কারুকে যত্ন করে না, সংসারের কোন দায় সে নেয় না, কারুর জন্য ভাবে না। আশ্চর্য্য ! সেই ইনার আজ ইসাকের দিকে ফিরেও দেখে না।

একদিন ইনার বললে, "আমি যে কি বোকা ছিলুম। মেয়েটাকে শুধু শুধু মেরে ফেললুম। হলোই বা খরগোসের মত মুখ। আমার মত কেটে সেলাই ক'রে দিলেই ঠিক হয়ে যেত।"

ওর কথায় শোকের ভাব আর নেই। এখন আর মৃত সন্তানের জন্য ওর দুঃখ হয় না। নদীর ধারে সেই ছোট কবরটির ওপর মাটি দিতে ইনার আর যায় না। ইসাক্ ইনারের এই পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করে নিঃশব্দে আর ভাবে ইনার যদি

আগেকার মত থাকতো তা'হলে বেশ হতো। ওর ছেলেদের আর ইনারকে এক সঙ্গে পেতো ক্ষেতের কাজে।

কিন্তু ইনারের মনে এখনও মায়া মমতা আছে। ছেলেদের নিয়েই ইনার খুব ব্যস্ত থাকে। তাদের জামা তৈরি ক'রে, তাদের খাওয়ায় নিজের হাতে। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত সিভারের জামা সেলাই করে। ইনারের সকলের বড় আশা ওর ছেলেরা মানুষ হবে যেমন দেখে এসেছে ট্রন্‌হেম শহরে।

ফসল কাটা শেষ হলো, গোলা ঘরে বোঝাই ক'রে রাখা হলো গম আর আলু। তারপর শীতকাল এলো। করাত কলের মাথায় ছাদ আর তৈরী হয়নি। ইসাক শীতকালের কাজে মন দিলে। ছেলেরা ইস্কুলে ফিরে গেল।

ইনার সেলাই করে অবসর সময়ে। সারাদিন ঘরের কাজ করে, খাটুনি দিন দিন বেড়েই চলেছে। ইসাক আজকাল আর বিরক্ত হয় না, ইনারের বিরুদ্ধে অভিযোগ আর নেই। আসলে অভিযোগ ওর কোনকালেই ছিল না। ছিল আক্ষেপ, সেটুকুও আর নেই।

ইসাক্ সেদিন গাঁয়ের সেই দোকানদারকে বললে, "একটা আংটি কিনে দিতে পারো?"

"আংটি?" দোকানদার অবাক।

"হ্যাঁ, হাতে পরবার আংটি"—বুঝিয়ে বললে ইসাক। "এবার তো চাষ আবাদ ভালোই হ'য়েছে, বৌকে একটা আংটি দেবো।"

"সোনার, রূপোর, না পেতলের কিসের আংটি চাই বলো?"

"ধরো, রূপোর আংটি?"

দোকানদার কি যেন ভাব্‌লে বললে, "শোন বলি বৌকে যখন দেবে তখন এমন আংটি দাও যে পরলে লোকে বল্‌বে, হ্যাঁ একটা জিনিষ বটে। তাই বল্‌ছি সোনার দেওয়াই ভালো।"

"সোনার!" ইসাক্ চীৎকার ক'রে ওঠে। কিন্তু সোনার আংটির কথাই ও ভেবে রেখেছে। এতটা সাহস নিজের কাছেই প্রকাশ ক'রতে ওর বাধ্‌ছিলো। ওর কি অত পয়সা হ'য়েছে?

ওদের প্রতিদিবসের কাহিনী লিপিবদ্ধ করবার মত নয়। একটানা জীবন ওদের, শিহরণ নেই, চাঞ্চল্য জাগবে এমন কারণ ঘটে না কখনো। বসন্তকাল এসেছে। করাতকলে রীতিমত কাজ চল্‌ছে। যে কাঠের কাঠামোর মধ্যে কলটা খাটানো আছে তার গায়ে তারিখ সব লেখা, তার

নীচে ইসাক্-এর নাম খোদাই, ইসাক্-এর বিদ্যার একমাত্র নিদর্শন। এই করাত কলে কাজ করাটাই ইসাক্-এর জীবনে এক মস্ত ঘটনা।

এ বছর গরমকালে একটা স্মরণীয় ঘটনা ঘটলো। টেলিগ্রাফের 'তার' খাটানো হ'চ্ছে গাঁ থেকে সুরু ক'রে। ইঞ্জিনীয়ার সাহেব তার খাটাতে খাটাতে আর পথ তৈরী ক'রতে ক'রতে লোক লস্কর নিয়ে সেলেনরার দিকে আস্‌বেন। আবার 'তার' খাটাতে খাটাতে সেলেনরার পাহাড় আর উপত্যকা পার হ'য়ে উত্তর দিকে অনেক দূরে চলে যাবেন, পৃথিবীর সীমান্ত পর্য্যন্ত হয়তো। গরম কালের প্রথমে সদলবলে ইঞ্জিনীয়ার সাহেব সেলেন্‌রায় এসে ছিলেন। ইসাক্ তাদের থাকার ব্যবস্থা ক'রে দিলে। আজকাল ওর অনেকগুলো ঘর হ'য়েচে। ওরা তিনদিন ইসাক্-এর আতিথ্য স্বীকার ক'রে রইলো। তারপর যখন 'তার' খাটাতে খাটাতে ওরা অনেকদূর এগিয়ে গেল তখনও রাত্রিতে শোবার জন্ত ওরা সেলেন্‌রায় আস্‌তে লাগলো।

শনিবার বিকালে সাহেব ওদের মাইনে দিয়ে গাঁয়ের দিকে রওনা হ'লেন। একটু পরেই গাঁ থেকে একটা লোক এসে ওদের কতকগুলো বোতল দিয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরেই কোলাহল সুরু হ'লো। কেউ মুখে বিচিত্র শব্দ ক'রে বাজনা বাজায়, কেউ গান ধরে, কেউ বা উঠে দাঁড়িয়ে দেখবার চেষ্টা করে। একজন উঠে গিয়ে ইনারকে ডেকে নিয়ে এলো, বল্‌লে, "নাচ, আমরা তোমার নাচ দেখ্‌বো।"

ইনার একবার ওদের সকলের দিকে তাকালো! এতগুলো পুরুষ ব'সে আছে তার নাচ দেখবার জন্ত? ইনারের বুক জ্বলে উঠলো। একি স্বপ্নেও ভেবেছিলো ইনার? মধুর কটাক্ষে ইনার একবার সকলের দিকে তাকিয়ে দেখলো সকলের সমবেত দৃষ্টি ইনারের দেহের উপর আছাড় খেয়ে পড়চে। চার পাঁচ জন এক সঙ্গে বলে উঠ্‌লো, "নাচ, আমরা দেখ্‌বো তোমার নাচ।"

ইনার নাচে। একটা নাচ শেষ হ'তেই ওরা আর একটা নাচের ফরমাস্ করে। ইনার নৃত্যে সহসা পটিয়সী হ'য়ে ওঠে, ওর দেহে স্বাস্থ্যের প্রাচুর্য্য নৃত্যের ভঙ্গিতে তরঙ্গায়িত হ'য়ে দেখা দেয়।

ইনার অক্লান্তভাবে নাচে। ওর মনে আজ যে সফলতার মদিরতা এসেচে তা বোঝানো যাবে না। ইনার নৃত্যের তালে তালে পা' ফেলে হেলে দুলে চলে পড়চে আনন্দে, যৌবনের লাস্যে। আর ওকে ঘিরে ত্রিশজন পুরুষ বাহবা দিচ্ছে, তাদের চোখের চাহনি ওরই দেহের দিকে তাকিয়ে লালসায় দীপ্ত

হ'য়ে উঠেছে। এখানে আর দ্বিতীয় রমণী নেই, ওকে অবহেলা ক'রবে না কেউ। ইনার এই এতগুলি পুরুষের আনন্দ পরিবেশন ক'রবে একা। আজ সে বিজয়িনী। এরা ওকে আহ্বান ক'রেই ওর কাছে হার মেনেছে। নাচ্‌বে ইনার নাচ্‌বে। আরও, আরও। এলেসাস্ আর সিভার ঘরে ঘুমোচ্ছে। গোলাইন্ এখানেই ব'সে আছে। তা থা'ক্। ইনার নাচ্‌বে। কেন নাচ্‌বে না সে?

ইসাক্-এর ক্ষেত থেকে ফিরতে আজ দেরি হয়েছে। ইনারের দর্শক দলের মধ্যে সেও এসে বসলো। ওরা ইসাক্‌কে একটা বোতল এগিয়ে দিলে। ইসাকও খানিকটা পান ক'রে বসলে। কিছুক্ষণ নাচ দেখে ইসাক্ বল্‌লে, "বাঃ বেশ নাচ। ইনার খুব আনন্দে আছে।"

নাচ শেষ হ'লো। টেলিগ্রাফের লোকেরা সকলে চলে গেল, তারা আজই গ্রামে পৌঁছুবে। তাদের মধ্যে দু'জন সেলেন্‌রায় র'য়ে গেল। তাদের শোবার ব্যবস্থা ক'রে ইসাক্ ঘুমোতে গেল।

গভীর রাত্রি। ইসাক্ ঘুম থেকে জেগে উঠে দেখে তার পাশে শয্যা শূন্য—ইনার নেই। কোথায় গেছে ইনার? হয়তো গোয়ালঘরে গেছে কোন গরুর শুশ্রূষা ক'রতে। গোয়াল ঘরের কাছে গিয়ে ইসাক্ ডাক্‌লে, "ইনার!" কোন সাড়া নেই। ইসাক্ গোয়াল ঘরের ভিতরে গিয়ে দাঁড়ালো। গরুগুলো অন্ধকারে যেন ওকে অনুভব ক'রে ওর দিকে তাকালো। ইনার নেই, অভ্যাস বশতঃ ইসাক্ গরুগুলো একবার গুণে দেখ্‌লে। তারপর ভেড়ার ঘরে গিয়ে মাথা লক্ষ্য ক'রে গুণে দেখ্‌লে সবগুলো উপস্থিত আছে কি না। না, একটা কম হ'চ্ছে। ও জানে একটা ভেড়ার স্বভাব হ'চ্ছে রাত্রে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ানো, আজও সে-ই পালিয়েছে। ভেড়ার আস্তানা থেকে বেরিয়ে ইসাক্ আবার ডাক্‌লে, "ইনার—ইনার!" সাড়া নেই। তবে কি ইনার ওদের সঙ্গে গাঁয়ে চলে গেছে?

গ্রীষ্মের রাত্রি, বাতাসে মৃদু উষ্ণতা, শীতের জড়তা নেই কোথাও! ইসাক্ স্তব্ধ ভাবে দাঁড়িয়ে রইলো অনেকক্ষণ। যাক ভেড়াটাকে খুঁজে আন্‌তেই হবে। ভেড়া খুঁজতে ঝর্ণার ধার দিয়ে বনের দিকে যেতে ইনারের দেখা পাওয়া গেল। ইনার আর একটি লোক। দু'জনে খুব গল্প ক'রছে, অসতর্ক, অসংলগ্ন। হুঁ! লোকগুলো দেখ্‌ছি মেয়েটার মাথা খারাপ করে দেবে, ইসাক্ ভাবে। 'হুঁ!'

ইসাক্ ওদের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। ওকে দেখেই ইনার চম্‌কে উঠে

মুখ নীচু করে ব'সে রইলো। আর মাথা তুল্‌লে না, মনে হ'লো যেন ইনারের বুকের স্পন্দন থেমে গেচে।

'হুঁ! ভেড়াটাকে এদিকে দেখেচ? না, তুমিই বা দেখ্‌বে কেমন ক'রে?' ইসাক্ শেষের কথাটা আপন মনেই বল্‌লে।

ইনারের সঙ্গীটি তরুণ, ইসাক্‌কে দেখেই উঠে দাঁড়িয়ে ছিলো। এখন বল্‌লে, "আমি এখন যাই। অনেক রাত হ'লো দেখি ওদের ধ'রতে পারি কি না। আমি এখন—আচ্ছা—"

ছেলেটি চলে গেল। বিদায় সম্ভাষণ কেউ ক'রলে না, করবার সময়ও এটা নয়।

"তুমি তাহ'লে এখানে এসে ব'সে আছ? একটু বাইরের হাওয়া খেতে এলে, এঁ্যা?" ইসাক্ বাড়ীর দিকে চল্‌লো।

ইনার চল্‌লো পিছু পিছু। স্বামীর পিছনে স্ত্রী চলেচে যেন বাঁধা গরু ওরা বাড়ী এলো।

এতক্ষণে ইনার বল্‌বার মত কথা খুঁজে পেলে। বল্‌লে, "আমি ভেড়াটাকেই খুঁজে আন্‌তে গিয়েছিলুম। ঐ লোকটার সঙ্গে দেখা, বল্‌লে চলো তোমার ভেড়া খুঁজে দিই গে—তাই—আমরা সবে ক্লান্ত হ'য়ে ব'সেচি আর সেই সময় তুমি এসে পড়লে। কি? কোথায় চল্‌লে?"

"যাই, ভেড়াটা কোথায় গেল—"

"না, না তুমি শুয়ে পড়ো আমিই খুঁজে আন্‌চি। সারাদিন খাটুনি গেছে। ও ভেড়াটা এক রাত্তির বাইরে থাক্‌লে মরবে না"

"কোন জন্তু হয়তো খেয়ে নেবে। আমি যাই।"

ইসাক্ বেরিয়ে পড়লো। ইনার চল্‌লো পিছু পিছু। চীৎকার ক'রে বল্‌তে লাগলো, "না, তুমি যেও না, আমি খুঁজে আন্‌চি। কথা শোন, যেও না।"

অগত্যা ইসাক্‌কে ফিরতে হ'লো। ইনারকেও যেতে দিলে না। দুজনে ঘরে ফিরে এলো। ইনার ঘরে ঢুকেই পাশের ঘরে ছেলেদের দেখ্‌তে গেল। ঘুমন্ত ছেলেদের আদর ক'রলে, বিছানাটা টান করে পেতে দিলে। ইনার এমন সহজভাবে ঘরের কাজে মন দিলে যেন কিছুই ঘটেনি। ইসাক্‌কে ও যা বলেচে তারপর আর কৈফিয়ৎ দেবার, লজ্জিত হবার কোন কারণ নেই। ইনার আশা করছিলো ইসাক্ ওকে একটু আদর ক'রবে, কাছে এসে পাশে শোয়াবে। কিন্তু ইসাক্ সে দিক দিয়েই গেল না। ইসাক-এর ক্রোধ বেড়ে ওঠে ধীরে ধীরে। ইসাক ভাবছিলো আজকের ঘটনার পর ইনার লজ্জায়,

অপরাধে মানিতে ও থিকাবে ওর কাছে অত্যন্ত অনুতপ্ত হ'য়ে আত্মসমর্পণ ক'রবে। তাহ'লে ইসাক খুশীমনে ওকে মাপ ক'রতো। কিন্তু ইনারের এই বেপরোয়া ভাবভঙ্গি দেখে ওর সমস্ত অন্তর বিরূপ হ'য়ে উঠ্‌লো। তখন যে ইনার মুহূর্তের জন্ত লজ্জিত হ'য়ে মুখ নীচু করে ব'সে ছিলো এখন সেটাও নিছক ভান বলে মনে হলো।

পরের দিন ইসাক নদীর গা ঘেঁসে যে পথ চলে গেছে সে পথ ধরে হাঁটতে সুরু করলে উত্তর দিকে। ইনার সঙ্গে যেতে চাইলে, ইসাক্ বলে, "বড় নদীর ধারে আমার কাজ আছে। তোমাকে যেতে হবে না।" ইসাক্-এর মনের মধ্যে ক্ষত হ'য়েছে কিন্তু তার বেদনা সে সহ্য করে নীরবে। প্রতারিত হ'য়েছে জেনেও বিশ্বাস হারায় না ইসাক। এইখানেই সাধারণের সঙ্গে ওর মেলে না।

হৃদয়ের ক্ষত সারতে সময় লাগে, কিন্তু সেরে যায়। ইসাক্-এর বেদনার ক্ষত কয়েকদিন পরেই নিশ্চিহ্ন হ'য়ে গেল। না, এমন কিছুই হয়নি, ইসাক ভাবে। তা ছাড়া, ও যে প্রতারিত হ'য়েছে তারও কোন প্রমাণ নেই। দুর্ভাবনা নিয়ে বিলাপ করবার ওর সময় নেই। ক্ষেতের কাজ অনেক বাকি এখনও। টেলিগ্রাফের কাজও এখানে শেষ হ'য়ে এলো। কয়েকদিনের মধ্যেই ওরা চলে যাবে, আর আসবে না। অশান্তির মূল যখন চলে যাবে তখন আর মনের মধ্যে অসন্তোষ জমা ক'রে লাভ কি?

পরের শনিবার—মাইনের দিন। ইসাক্ পূর্বাহ্নেই গাঁয়ের দিকে রওনা হ'লো। শনিবার সকালে রওনা হলো পনীর আর মাখন নিয়ে। ফিরলো রবিবার সন্ধ্যায়। বাড়ীতে এসে দেখলে চারিদিক নিস্তব্ধ। তা হলে 'তার' ওয়ালারা সব চলে গেছে? পরক্ষণেই উঠোনের মাঝখানে একটা পুঁটুলী পড়ে রয়েছে দেখা গেল। তা হ'লে সকলেই চলে যায় নি। পুটুলীটা ইসাক লাথি মেরে উঠোনের এক প্রান্ত থেকে আর প্রান্তে পাঠিয়ে দিলে। ইসাক ঐখানেই দাঁড়িয়ে রইলো। পুটুলীটা নিতে লোকটা যখন আসবে তখন তাকেও অমনি ক'রে পদাঘাত করে দেখিয়ে দেবে ইসাক্ কি পারে আর কোন কাজটা পারে না। 'হুঁ!' ইসাক্ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আকাশ পাতাল ভাবতে লাগলো।

হঠাৎ ওর মনে হ'লো এই বাড়ীতে ও যেন একটা কুকুর। এ তার বেশী কিছু নয়। ঘরে না ঢুকে পাহাড়ের গা বেয়ে ঘুরে ইসাক গেল ওর কয়াক্ত কলের ঘরে। জানালাতেও ইনারকে দেখা গেল না। যাক, ইনার যেখানে

আছে সেখানে থাক্। নিশ্চয়ই ইনার এতক্ষণে শুয়ে পড়েচে। তা ছাড়া আর কি ক'রতে পারে সে? কিন্তু একদিন ছিলো যখন ইনার ওর জন্ত বসে থাকতো সারারাত। আজ সব পাল্‌টে গেচে। সে যেন কতদিন আগেকার গল্প কথা। ইসাক গাঁয়ে গেলে ইনার সারারাত ঘরবার করতো আর রাত্রিতে আলো জেলে জানলার ধারে ব'সে থাক্‌তো। আজ ইনার একেবারে অন্ত মানুষ হ'য়ে গেচে।

ইনারের পরিবর্ত্তনটা সব সময় চোখে পড়ে। এই ধরো সেদিনকার কথা। হাট থেকে আসবার সময় দোকানদারের কাছ থেকে আংটিটি নিয়ে এলো। আস্‌তে আস্‌তে আসায় আনন্দে ওর বুকের ভেতরটা কেঁপে কেঁপে উঠেচে কতবার। ইনার কি বল্‌বে, কতখানি খুশী হবে, এই সব ভাবতে ভাবতে কখন যে বাড়ীতে এসে পড়েচে বুঝতে পারে নি। কিন্তু ওর সব কল্পনা মিথ্যা হয়ে গেল। ইসাক্ মুখ নীচু করে ইনারের হাতখানি টেনে নিয়ে আংটিটা পরিয়ে দিয়ে বল্‌লে, "তেমন কিছু নয়, তবু তুমি পরে থেকো এই আংটিটা।"

ইসাক আর কিছু বল্‌তে পারলে না, আবেগে ওর গলা দিয়ে স্বর বেরোয় না। কিন্তু এতটুকুও আশ্চর্য্য হ'লো না, বড় বড় চোখ তুলে আগেকার মত তাকালো না। শুধু ভ্রূকুঞ্চিত করে সন্দিগ্ধ কণ্ঠে বল্‌লে, "সোনার আংটি নাকি?"

"না, হাঁ, সোনার বটে তা' খুব দামী নয়," ইসাক কোনরকমে বল্‌লে।

ইনার এবারও বলতে পারতো, "তা হোক, এই বেশ হয়েচে। কি সুন্দর আংটি! কোথায় তৈরী করলে? আমাকে বলো নি তো? কি মজা! কেমন দেখাচ্ছে দেখেচ?" কিন্তু এ সব কোন কথাই ইনার বল্‌লে না, এতটুকু হাসি ফুটে উঠলো না। শুধু বল্‌লে, তাই দেখচি, নেহাৎই বাজে হয়েচে, একেবারে হাল্‌কা।"

"হুঁ!" ইসাক্ বল্‌লে, "একেবারে বাজে আংটি আর কিই বা দাম!" এই বলে ইসাক্ কাজে চলে গিয়েছিলো।

করাতকলের ঘরে ব'সে অনেকক্ষণ কেটে গেল।

রাত্রির অন্ধকার যেন আকাশ থেকে ঝুপ ঝুপ ক'রে পড়চে। একা বনের মধ্যে মস্ত একটা লোহার কলের পাশে বসে থাকতে থাকতে ঘরে যাবার জন্ত ইসাক্ উতলা হয়ে ওঠে না। না, এমন ভাবে বসে থাকার কোন অর্থ হয় না। ইসাক্ উঠে বাড়ীর দিকে চলে। ঘরের কাছে আসতেই আস্তব

হয়—কে জানে ইনার কি করছে, কে আছে ঘরে। তাও করে, আবার সাড়া না দিয়ে ঘরের মধ্যে গিয়ে পড়বার ইচ্ছেটাও দুর্দমনীয় হ'য়ে ওঠে।

ঘরের মধ্যে ঢুকে ইসাক অবাক হয়ে যায়। ব্রিড্ ওলসেন আবোল তাবোল বকুচে আর ইনার শান্ত ভাবে বসে বসে শুনচে। যাক্, আর কেউ নয় ঐ ব্রিড্। একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়ে ইসাক্-এর। আর তখনই লজ্জিত হয় মনে মনে। ছি ছি, কি সব ধারণাই করেছিল সে। ছি!

ইসাক্কে দেখে ব্রিড্ ব'লে উঠলো, "আরে, এসো, এসো। এত দেরী হ'লো কেন?"

ইনার এক বাটি কফি দিলে, বল্লে, "নাও, খেয়ে ফেল।" ইনার উঠে গায়ের জোব্বাটা খুলে নিলে।

ব্রিড্ গল্প জুড়ে দিলে। টেলিগ্রাফের কাজ ওর একেবারে ভালো লাগে না। ওর অভাব কি? কিন্তু সাহেব বলেচে ব্রিড্ না দেখলে আর কে দেখবে তাই ওকে ঘরের কাজ সব ফেলে রেখে এই কাজ নিয়ে ছুটে আসতে হ'লো। সাহেব ওকে ইনস্পেক্টর ক'রে দেবে। তাতেও ওর পোষাবে না। কিন্তু সাহেব যে ছাড়তেই চায় না ব্রিড্কে। ইসাক মন দিয়ে শুনছিলো। ব্রিড্ একটু বড় কথা বলে। আহা, বেচারা ব্রিড্। ইসাক্ ব্রিড্কে আর এক বাটি কফি দিতে বল্লে।

ইনার বল্লে, "জানো, কাল ইঞ্জিনীয়ার সাহেব যাবার সময় এলেসাস্কে খুব আদর ক'রে গেছেন। বল্লেন, আমার কাছে পাঠিয়ে দিও আপিসে কাজ ক'রবে। বেশ ছেলেটি, ওকে কাজ শিখিয়ে নেবো। সাহেব ওর হাতের লেখা দেখে খুব খুশী। এলেসাসও যাবার জন্য বায়না ধরেছে। আমি বলি কি যাক্ সহরে গিয়ে মানুষ হোক্। আপিসের বাবু হবে, মানুষ হবে, পাঁচটা ভদ্দর লোকের সঙ্গে মিশবে। তুমি কি বলো?"

"কি হবে, আপিসের বাবু?" ইসাক রীতিমত চীৎকার ক'রে বল্লে, "আপিসের কাজ ক'রতে দেবার মত অতগুলো ছেলে আমার নেই। আমার এখানে অনেক কাজ। ছেলে আমি ছেড়ে দিতে পারবো না।"

"ওমা, ও আবার কি কথা? তা' ছাড়া ছেলে নিজে যখন যেতে চাইচে তখন—"

"হুঁ!" ইসাক কি যেন ভাবতে লাগলো।

ব্রিড্ বল্লে, "সাহেব যদি আমার ছেলেমেয়েদের কাউকে নিয়ে যেতে

চাইতো। আমার তো আর দু'টি ছেলে নয়। তবে আমার বড় মেয়ে বাকর জন্ম আমি ভাবিনে।"

"তাতো বটেই," ইনার ভদ্রতার খাতিরে বল্লে, "বেশ মেয়ে। খুব চালাক্, নয় ?"

"নিশ্চয়। এই দেখো না কালেক্টরীর সাহেব ওকে ডেকে পাঠিয়েচেন। ও যাবে এখন ওদের বাড়ীতে থাক্‌বে আর একটু আধটু কাজ ক'রবে।"

ব্রিড্ আবার বক্তৃতা সুরু ক'রলে। ভোরের দিকে ব্রিড্ বাড়ী গেল। ইনার আর ইসাক্-এর ঘুম এলো না। অনেকদিন পরে ওরা দু'জনে গল্প করলে।

৯

অনেকদিন কেটে গেচে।

এলেসাস্ শহরে গেচে, ইঞ্জিনীয়ার সাহেবের আপিসের বাবু হ'য়েচে। ইসাক্-এর একেবারে ইচ্ছা ছিলো না, ইনারের জেদ ছেলেকে শহরে পাঠাবেই। শেষ পর্য্যন্ত ইসাক্‌কে মত দিতেই হ'লো। এলেসাস রীতিমত মানুষ হ'য়ে উঠেছে। বড় বড় চিঠি লেখে আর কত বড় বড় কথায় সে চিঠি ভর্ত্তি! ছবির মত সুন্দর চিঠি লেখে এলেসাস্। মায়ের বুক গর্ব্বে ভ'রে উঠে। ইসাক্ চিঠিও বোঝে না, বড় কথাও বোঝে না। ইনার সেজন্য বিমর্ষ। এলেসাস্ প্রায়ই টাকা চেয়ে পাঠায়। শহরে থাকার খরচ তো কম নয়। যেমন ধরো একটা ঘড়ি আর চেন না হলে চলে না। ঘুম থেকে উঠতে দেরী হয়, আপিসে যেতে বেলা হয়। অন্য সব কেরাণী বাবুরা পাইপ-এ ক'রে তামাক খায়। এলেসাস্‌কেও পাইপ আর তামাক খেতে হয়। ভদ্রলোকদের সঙ্গে বাস করতে গেলে আরও কত খরচ তার কি হিসাব দিয়ে পারা যায় ? পকেট খরচ তো আর না হ'লে চলে না। এলেসাস্ মাকে লেখে সব বুঝিয়ে। ইনার বোঝে শহরে থাকার মর্য্যাদা। কিন্তু ইসাক্‌কে বল্লেই সে বলে, "পকেট খরচ মানে ?"

"মানে, একেবারে কিছু পয়সাকড়ি না থাকা তো ভালো নয়, তাই। আজ এক টাকা কাল এক টাকা। না দিলে চলে কেমন করে তার ?"

"হুঁ। আজ এক টাকা কাল এক টাকা ক'রতে ক'রতে অনেকগুলো

টাকা হয়।" ইসাক্ খিঁচিয়ে ওঠে। এলেসাস্ গিয়ে পর্যন্ত ওর ভালো লাগে না। ছেলেটা সঙ্গে সঙ্গে থাকতো, ক্ষেতের কাজ ক'রতো। ওর ইচ্ছে হয় ধ'রে নিয়ে আসে এলেসাসকে ঐ সর্বনাশা শহর থেকে। বলে, "আ'র আর দিতে পারবো না। তাকে লিখে দাও টাকা আর পাবে না আমার কাছ থেকে।"

"বেশ, তাই লিখে দেবো," ইনার ঝাঁকের সঙ্গে বলে।

"এইতো সিভার র'য়েচে তাকে ক'টাকা দাও পকেট খরচ ?"

এবার ইনার রীতিমত রেগে ওঠে, বলে, "থামো, শহর কি জিনিষ চোখে দেখলে না তোমাকে বোঝাবো কেমন ক'রে। তা ছাড়া, সিভারের টাকার অভাব হবে না যখন আমার সিভার কাকা মারা যাবে। ওর পকেট খরচ তোমার কাছে চাইবে না দেখে নিও।"

ইনার রাগ ক'রে চলে যায় ইসাক্-এর কাছ থেকে।

ঠিক বলেচে ইনার, সিভারের জন্ত ওকে ভাবতে হবে না। ইনারের সেই সিভার কাকা ওকে সব বিষয় আশয় দিয়ে যাবে বলেচে। তার নাতির নাম সিভার তাই তাকে গরীব থাকতে দেবে না সিভার কাকা। খুব বড় ভাল মানুষ। এলেসাস্-এর কথা শুনে তার একটুও ভাল লাগে না, শুধু বলে 'হুঁ।' সিভার কাকার কত টাকা আছে কেউ জানে না তবে সিভারের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোন চিন্তা নেই। সিভার কাকা কতবার সিভারকে তার কাছে নিয়ে যেতে চেয়েচে কিন্তু ও ছেলে কিছুতেই যেতে রাজী হয় না। তা' ছাড়া সিভারকে ছেড়ে দিলে ইসাক্-এর একদণ্ড চলবে না, সব কাজ বন্ধ হয়ে যাবে। সিভার অনেক কাজ করে, ইসাক্-এর সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য অনুচর সে। সিভার এখন বড় হ'য়েচে। চওড়া বুকের ছাতি, মোটা চিবুকের গঠন, আজানুলম্বিত দীর্ঘ বলিষ্ঠ বাহু, কাজ করে অক্লান্ত। ইসাক্ চেয়ে চেয়ে দেখে, হ্যাঁ, তার উপযুক্ত ছেলে বটে।

ইসাক্ প্রকাণ্ড এক ঘর তৈরী ক'রেচে। কাঠ আর পাথর দিয়ে তৈরী। মজবুত ঘর। এই ঘরের ভেতর আবার ছোট ছোট কুঠরী আছে। কয়েক বছরের মতন শস্য রাখা চলবে, তা'ছাড়া দরকার হ'লে ওরা নিজেরাও থাকতে পারবে। এত বড় ঘর যে ক'রেচে সে কেবল ঐ সিভার সঙ্গে ছিলো বলে। সিভার তার বাপের মত হ'য়েচে, ওর দেহটা পাথর দিয়ে তৈরী। এই ছেলেকে পেয়ে ইসাক্ এতদিনে সংসারটাকে নিজের মনের মত ক'রতে পেরেচে। এতকাল ও যা ভেবেছিলো আজ তার সবটুকু সার্থক হ'য়েচে।

তবু ইসাক্ আগেকার মতই আছে, ওর জীবনে আড়ম্বর নেই, বাহুল্যের বিলাস নেই। পাথর আর মাটির মানুষ ইসাক্।

ইনার কিন্তু দাসী চাকর রাখার কল্পনাটা এখনও ত্যাগ করতে পারে নি। তবে ইনার আজকাল একটা নূতন যুক্তি আবিষ্কার ক'রেচে, বলে, 'যদি কখনো আমার ঝি রাখবার দরকার হয়তো সে এখন। এর পর তো পোলাইন্ বড় হবে তখন ও আমাকে সাহায্য ক'রবে। ঝি আর রাখতে হবে না। এখন যে আমাকে সব কাজ একলা করতে হয়।"

যুক্তিটা প্রায় অখণ্ডনীয়। ইসাক্ আর ধমক দিলে না এবার। ইনার ওর মুখের ভাব লক্ষ্য ক'রে বললে, "শোন বলি, আমি ভাবছিলুম কি বারুকে আমার কাছে এনে রাখি। বারু লিখেছে ওর মাকে, আমার কাছে থাকতে চায় সে। কি বলো?

"বারু? ঐ ব্রিড্-এর মেয়ে বারু?"

"হাাঁ। ও এখন শহরে আছে—বারজেন্-এ।"

"সে হবে না," ইসাক্ বললে, "ব্রিড্-এর মেয়েকে এখানে রাখবো না আমি। তুমি আর কাউকে খুঁজে দেখো।"

যাক্, ইনার স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। শেষ পর্যন্ত ঝি রাখতে ইসাক রাজী হ'য়েচে। তবে বারুকে নয়, অন্য লোক দেখতে হবে। ইনাবের আনন্দ আর ধরে না। একটা ঝি না হলে কি সংসার মানায়? টুনহেম-এ—

ব্রিড্ লোকটা যেমনি অবুঝ তেমনি খেয়ালী আর অকর্ম্মণ্য। ব্রিড্-এর চরিত্রে কোথাও দায়িত্ববোধ নেই, দৃঢ়তা নেই। ওর মেয়ে বারুও হয়েচে ঠিক ওর বাপের মতন। ইসাক্ সব জানে। কালেক্টরীর সাহেবের বাড়ী কাজ করছিলো, বছর না ঘুরতেই ছেড়ে দিলে। তারপর গাঁয়ে এসে এক বড়লোক জমিদারের বাড়ীতে কাজ নিলে। সেখান থেকেও চলে গেল এক বছর না পার হতেই। চাকরি ছেড়ে দিয়ে দিন কতক খুব ধর্ম্মচর্চ্চা ক'রলে, 'মুক্তি সেনাবাহিনী' ব'লে এক দল ছেলের সঙ্গে ঘুরে বেড়ালে। এই দলের উদ্দেশ্য ধর্ম্মপ্রচার ক'রে মানুষকে নরক থেকে মুক্ত ক'রবে। বারু ঐ দলের ছাপ দেওয়া পোষাক প'রে ঘুরে বেড়ালে। ছবি পাঠালে বাপকে। সে ছবি ইসাক্ দেখেচে। মাথার চুলটা টুপীর মতন করে বাঁধা, গায়ে কোট, বুকের এক ধার থেকে আর একধার পর্য্যন্ত ঘড়ির চেন্ ঝুলচে। নৌকার মাঝখানে ব'সে বারু আর দু'ধারে দুজন যুবক দাঁড় টানচে। 'হুঁ!' বাপ্ মা মেয়ের ঐ ছবি সগর্ব্বে পাঁচজনকে ডেকে দেখায়। 'হুঁ!'

সেদিন হাটে যাবার পথে ব্রিড্ ইসাকুকে ডেকে বল্লে, "আমার মেয়ের একটা নতুন চাকরি হ'য়েছে। ব্রারফ্লেন-এ আছে। দুজন বাবু একসঙ্গে থাকে, বড় আপিসে চাকরি করে। বার্ব তাদের ঘরের গিন্নির মত থাকে। কাজ কিছুই নয়, খুব আদরে আছে বাবু দু'টির বৌ নেই, বাড়ীতে একটা মেয়েছেলে নেই। বার্ব একেবারে তাদের বৌ এর মত আছে। টাকাও তারা দেয় অনেক।"

ব্রিড্ যখন কথা বলে তখন জ্ঞান থাকে না। ইসাক্ বিরক্ত কণ্ঠে বলে, "তা কত টাকা দেয় তারা?"

"কত টাকা? তা তো সেলেসনি হবে এখানে, মানে, গাঁয়ে লোকে যা দেয় তার চেয়ে অনেক বেশী নিশ্চয়। আর বাবুরা ওকে কত কি যে কিনে দেয় তা যদি জানতে।"

"তাই নাকি?"

"অবিশ্যি আমি ভাবছিলুম যে বার্বকে ও কাজ থেকে ছাড়িয়ে এনে তোমার বাড়ীতে পাঠিয়ে দিই। তুমি কি বলো?

"আমার বাড়ী?" ইসাক প্রস্তুত ছিল না।

"হাঁ, মানে, এমনি বলছিলুম আর কি? ওর কাজের তো অভাব নেই। কাজের মেয়ে আমার বার্ব। ও খুব ভাল আছে, কোন অভাব নেই। বাবুদের কাছে ভালোই আছে। হাঁ, কি বলছিলুম টেলিগ্রাফের তার ঠিক আছে তো? আমাকে একবার নিজে গিয়ে দেখে আসতে হবে। একা মানুষ, কাজ অনেক। তা' কি করবো দায়িত্ব যখন নিয়েছি—তবে ছেড়ে দিলে সে কথা আলাদা—"

"তুমি কি ছেড়ে দেবে নাকি এ কাজ?"

"না, ঠিক তা' নয়। তবে, হ্যাঁ, ভাবছিলুম কি গাঁয়ে গিয়ে থাকবো। সেই যে কালেক্টরীর সাহেব কাজ দেবে ব'লছে, তা' ছাড়া আরও কত কাজ ক'রতে পারি। হাঁ, আর একটা কথা তোমার সে তামার খনির কি হ'লো?"

"তেমনই পড়ে আছে," ইসাক্ বিরক্ত কণ্ঠে বল্লে। ব্রিড্-এর সঙ্গে আলাপ করতে ওর একটুও ভালো লাগে না।

"তা' গিস্লার কিনলে কেন জমিটা অত টাকা দিয়ে?"

কেন যে কিনলে তা' ইসাক্ও জানে না। ইসাক গিস্লার সাহেবের কত খোঁজ করেছে, ইনারকে দিয়ে চিঠি লিখিয়েছে। কিন্তু কোন উত্তর নেই।

"কেমন ক'রে জানবো, বলো ?" ইসাক্ বললে।

ব্রিড্ বললে, "তোমাকে বলি তোমার বাড়ীর উত্তর দিকে যত পাহাড় আছে সব তামার খনিতে বোঝাই। আমরা ছাগলের মত বসে আছি আর কোনদিন কে এসে ঐ সবগুলো কিনে নিয়ে বড়লোক হয়ে যাবে। আমি গিয়ে একবার নিজে চোখে দেখে আসবো।"

"তুমি কি তামা চেনো ?"

"একটু আধটু জানি বৈকি। যারা জানে এমন লোককে সঙ্গে নিয়ে যাবো। আমি আর এমনি ক'রে থাকতে পারি নে। এ জমিতে না হয় ফসল, না হয় কিছু। এখানে আমি আর থাকবো না, ব'লে রাখলুম তোমাকে।"

ইসাক্ আর কিছু না ব'লে চলে এলো।

ব্রিড্ লোকটা একেবারে অপদার্থ। ইসাক্ এখানে আসবার পর আরও অনেকে এসেচে। সবাই বলেচে জমি খুব ভালো। তবে একেবারে অরণ্য বলে কেউ এখানে বসবাস ক'রতে চায় না। আজ হাট থেকে আসবার সময় দেখ্লে ইসাক্-এর বাড়ীর কাছেই আর একজন কাঠের ঘর তৈরী ক'রে বাস করচে। অনেকটা জমি চাষ ক'রচে ঐ নতুন লোকটি। নাম একসেল স্ট্রোম, বেশ চালাক চতুর, বিয়ে করে নি। একা থাকে, আগেই জমি চাষে মন দিয়েচে। ইসাক্ দু'একটা কথা বল্লে লোকটির সঙ্গে। প্রতিবেশী হিসেবে একসেল মন্দ হবে না, ইসাক্ ভাবলে।

বাড়ী পৌঁছেই ইসাক্ জানিয়ে দিলে, ঝি একজন রাখতে চাও রাখো, মোদ্দা, ঐ ব্রিড্-এর মেয়েকে বাড়ী ঢুকতে দিতে পারবে না।

কিছুদিন হ'লো ব্রিড্ প্রায়ই আসতে সুরু ক'রেচে। বলে, "টেলিগ্রাফের তার দেখতে এয়েচি।" কিন্তু এসে আর কোথাও যায় না। ইনারের সঙ্গে ব'সে ব'সে গল্প করে। ব্রিড্ বড় বড় কথা বলে এখানে ব'সে আর বাড়ীতে হয়তো স্ত্রী আর ছেলেমেয়ের রুটি নেই এক টুক্রো। চাষ করবার লোকের অভাবে ব্রিড্-এর জায়গা জমি সব আগাছায় ভ'রে গেল। এমন লোককে ইসাক্ দু'চোখে দেখতে পারে না। কিন্তু ইনার বেশ গল্প করে ব্রিড্-এর সঙ্গে। ট্রন্‌হেম্-এর গল্প করতে পেলে ইনার আহার নিদ্রা ভুলে যায়। ওর মুখে গল্প শুনলে একবারও মনে হয় না ওর জেল হয়েছিল, মনে হয় না ইনার পাঁচ বছর খুনী বদমায়েস মেয়েদের সঙ্গে বাস করে এসেচে। ও গল্প

করে যেন ওর ছেলেবেলায় ইস্কুলের গল্প ক'রচে। কত কি শিখেচে কত কি দেখেচে সেখানে। কতলোকের সঙ্গে ভাব হয়েচে, কত বড়লোকের গৃহিনী এসে ওদের দেখে গেচেন, ভালো ভালো কথা ব'লেচেন। সে সব কথা বলতে বসলে আর ফুরোয় না।

সেলেনরায় আজকাল প্রায়ই মেয়েরা আসে গ্রাম থেকে। তাদের কাছে ব'সেও ইনার জেলের গল্প করে। তারা ওর আংটি দেখে, ওর সেলাইয়ের কল দেখে তারপর যাবার সময় ইনার তাদের পনীর দেয়, ভেড়ার লোম দেয়।

হঠাং একদিন ওলি এসে বল্লে, "কি লো, কেমন আছিস? তোর ছেলে দু'টোকে না দেখে থাকতে পারিনে তাই এলুম। হা ওটা বুঝি তোদের নতুন গোলাঘর হ'লো? তা বেশ, তা বেশ। তাইতো পাঁচ জনের কাছে ব'লে বেড়াই ইনার আমাদের গাঁয়ের মুখ রেখেচে। মাখন দুধ, বাড়ী ঘর, ঘোড়া, গাড়ী, হাতে আংটি দেখলে চোখ জুড়োয়। হাঁ, ভাই, একটা খবর আছে। সে সাওার ছেলেটাকে আমি খুব গাল মন্দ ক'রে এলুম। ব্যাটা—"

"কেন, সে আবার তোমার কি ক'রলে?"

"আমার আর কি ক'রবে বলো? আরে সেই ছোঁড়াই তো তোর নামে পুলিশের কাছে সব বল্লে। তা' এখন আর তার সাহস হবে না।"

"ব'সো আস্‌ছি," ইনার হাসিমুখে উঠে গেল। পুঁটুলী বেঁধে পনীর আর মাখন দিয়ে বল্লে, "আচ্ছা, এখন এসো দিদি।"

ওলি উঠে দাঁড়ালো, "হাঁ, ভাই, যাই এখন। কত কাজ যে পড়ে আছে। তা ও ছোঁড়াকে আমি মেরে ফেল্‌বো ও যদি আর কখনো এদিকে—"

"তার আর দরকার হবে না। ছেলে মেয়ে আমার আর হবে না।"

ইনার হাস্‌ছিলো। ওলি আর কিছু না ব'লে চলে গেল। ইনারের হাসিটার মানে, তোর সব জোচ্চুরি ধ'রে ফেলেচি। তা হামুকলে বুড়ি। ওলিও ছেড়ে আসে নি, সাওার দুদিন আগে মরে গেচে। সাওারের ভয় দেখিয়ে এতগুলো ..পুঁটুলিটা পিঠে ফেলে ওলি চলতে লাগলো।

ইনারের আর সন্তান হবে না কেন? ওদের স্বামী স্ত্রী'র মধ্যে বিরোধ নেই। ক্বচিং কখনো দ্বন্দ্ব বাধে কিন্তু সে ক্ষণিকের জন্য, মিলন হতে দেরী হয় না একটুও। যত পরিবর্ত্তনই হোক ইনার কিন্তু সেই আগের দিনের

মত কোমর বেঁধে ঘাস কাটে, ক্ষেত থেকে কাটা ফসল গোলাঘরে বোঝাই করে। ইসাক্-এর চোখের দৃষ্টি স্নিগ্ধ হয়ে আসে, ওর মনে হয় এতদিন ইনারের অসুখ করেছিলো আজ সুস্থ হয়ে উঠে কাজে লেগেচে। ইসাক্ বলে, "হুঁ! এ আবার কি!" ওর কথার ধরণই অমনি। ভালোবাসা ভাষায় প্রকাশ হয় না। ইনার চেনে ওকে, এইটুকু আদরেই ওর উৎসাহ বেড়ে ওঠে। ক্ষেতের দিকে ছুটে যায়, ইসাক্-এর চোখের দুই কোণে হাসির রেখা দেখা দেয়, ইনারের দিকে তাকিয়ে বলে, "হুঁ!"

ইনারের বয়স যখন পঞ্চাশ পার হয়ে যাবে তখনো ওর ছেলে হতে পারে। এখন ওর বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। জেল থেকে ও অনেক কিছু শিখে এসেচে, সেই বহুবিদ্যার মধ্যে কি নিজেকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলা, আপন নারীত্বকে প্রতারিত করার কৌশলও সে আয়ত্ব করে এসেচে? মাতৃত্বের গৌরবকে কি ইনার ঘৃণা ক'রতে শিখেচে? জেল থেকে ইনার যখন ফিরে এলো তখন তাকে দেখে মনে হয়েছিলো সে যেন এতদিন ইস্কুলে বোর্ডিং-এ ছিলো। ইসাক্ সঙ্কুচিত হ'য়ে পড়ে ইনারের শিক্ষিত ভাবভঙ্গী দেখে। সেখানকার লোকেরা ইনারকে কি শিখিয়েচে কে জানে? জেলের ডাক্তার জেলের কর্তৃপক্ষ সম্বন্ধে ইনার যখন গল্প করে তখন ইসাক্ শঙ্কিত হয় মনে মনে। একদিন ইনার বল্‌ছিলো, "ওখানে আমার সঙ্গে এক ডাক্তারের খুব ভাব হয়েছিলো। সেই যে গো, যে আমার মুখ অস্তর ক'রলে। খুব সুন্দর দেখতে, আর একেবারে ছেলেমানুষ। একদিন কি বল্‌লে জানো? বললে, কচি ছেলে মেয়েকে মেরে ফেলা কি এমন অন্যায় যে জেল হবে? এক তাল মাংস ছাড়া তো আর কিছু নয়? আমি তো শুনে অবাক্।"

"ডাক্তার তা হ'লে ভালো লোক নয়," ইসাক্ বল্‌লে।

"না, না, সে কথা ব'লো না। আমার জন্য কি না ক'রেচে সে। আমি তাকে ভুল্‌তে পারি না। কত ডাক্তার এনে এমন অস্তর ক'রলে যে আমার মুখে একটু দাগ ছাড়া কিছু রইলো না। বড় ভালো ছেলে, যেমন রূপ তেমন মন।"

তা' বটে। একটু দাগ ছাড়া ইনারের মুখে ওর বিগত কদর্য্যতার কোন চিহ্ন নেই। ইনার এখন রূপবতী যুবতী, বয়সের তুলনায় তাহার দেহে যৌবন আর স্বাস্থ্য অটুট, প্রাচুর্য্যে ঢল ঢল। গ্রীষ্মের মধ্যাহ্নে ইনারের নগ্ন পদতল, অনাবৃত কণ্ঠ আর বাহুমূল সোনালী রৌদ্রের আভাসে ঝল্‌মল্ ক'রে উঠে। সুডৌল স্তনভারে জামার বোতাম খুলে যাচ্ছে, ইনারের ভ্রূক্ষেপ নেই সেদিকে।

চঞ্চলা কিশোরীর মত ছুটে ছুটে গৃহস্থালীর কাজ করে। ঈসাক্ শুধু বিস্ময়ে চেয়ে থাকে, ওর মত কঠোর মানুষেরও চোখে মায়া লাগে বুঝি।

বিরোধ ওদের নেই। স্ত্রীর সঙ্গে কলহ ক'রতে ঈসাক্ পটু নয়। তা' ছাড়া, ইনার আজকাল কথা বলতে পারে অনর্গল, ওর বাধলে ঈসাক্ হার মেনে চুপ ক'রে যায়। পাথরের গায়ে আঘাত ক'রতে যেমন শক্তির দরকার, একটা কলহ বাধাতে গেলেও ঈসাক্কে নানা ভাবে উদ্দীপিত হ'য়ে আঘাত করার প্রয়োজন হয়। তা ছাড়া ঈসাক্ ভালোবাসে ইনারকে, ভালোবাসে ওর সমস্ত সত্তা দিয়ে। ইনারও ক্ষুব্ধ হবার কারণ খুঁজে পায় না। অভিযোগ করবার কিছু নেই। স্বামী ওর মনের মতন হ'য়েছে, অনেক কারণেই ঈসাক্কে পাওয়া ভাগ্যের কথা। যাদের অবজ্ঞা করা যায় ঈসাক্ সেই শ্রেণীর মানুষ নয়। ঈসাক্কে ঘৃণা করা যায়, এ কল্পনারও অতীত। কি অভিযোগ ক'রবে সে? হয়তো ঈসাককে বিয়ে না ক'রলে কোন দুর্দান্ত পশুকে বিয়ে ক'রতে হ'তো তার। ঈসাক্ সক্ষম, বলিষ্ঠ, শ্রমশীল। ঈসাক্-এর মাংসপেশীর দৃঢ়তা ইনারের সকলের বড় সম্পদ। একদিন যেমন ইনারের যৌবন যেমন অক্ষুণ্ণ-গৌরব লাবণ্যে উচ্ছলিত, তেমনই ঈসাক্-এর দেহের শক্তি নিঃসংশয়ে অনবমিত। ওদের জীবনে আনন্দের উৎস, সম্ভোগের আয়োজন এতটুকু বিকৃত হয় নি আজও।

রূপবান পুরুষ ঈসাক্ নয়। আর এইখানেই ইনার ঈসাক্-এর পূজা পেয়ে আসছে। এক এক সময় ইনার ভাবে শহরের বাবুদের কথা। মাথায় টুপী, হাতে ছড়ি, বুকে ঝুলছে ঘড়ির চেন, মুখে চুরুট। ইনার তাদের কারুর স্ত্রী হ'তে পারতো। তাই ঈসাককে ও একটু করুণার চোখে দেখে। চাষী ছাড়া ঈসাক্-এর আর কোন পরিচয় নেই। আরণ্যক, বর্বর ঈসাক। ওর মুখের অমন বিকৃতি যদি না থাকতো তাহ'লে আর কিছু না হোক অন্ততঃ ওদের গাঁয়ের কোন ছেলেকে বিয়ে ক'রতে পারতো। অন্ততঃ আজ ওকে এই জনহীন অরণ্যে এসে স্বামীর ঘর ক'রতে হ'তো না। ইনারের সকলের বড় দুঃখ ও বনবাসিনী। ও শহর থেকে যা কিছু শিখে এসেছে সব ব্যর্থ হ'লো। শহরের সভ্যতা ও রুচি এখানে শুধু অনাবশ্যক নয়, অশোভন। জীবনে সুখের পরিমাপ ক'রবার বিচার পদ্ধতি ইনারের বদলে গেছে। গরু প্রসব ক'রলে শুভ্রকান্তি বাছুর দেখে এখন আর ইনার আনন্দে হাততালি দিয়ে ওঠে না। জোড়া ভর্তি ক'রে দূর নদী থেকে মাছ ধ'রে আনলে ওর চোখে সেদিনের মত খুশী আর বিস্ময় ঝিলিক দিয়ে ওঠে না।

এই জীবনে ইনার আনন্দের কোন উপলক্ষ্য পর্য্যন্ত খুঁজে পায় না। পাঁচ বছরেরও বেশী সে দেখে এসেচে অনেক বড় জিনিষ, অনেক বৈচিত্র্যের সন্ধান সে প্রত্যক্ষ ক'রেচে দূরের থেকে, তার নিজের জীবনে তেমন বৈচিত্র্যের সম্ভাবনা নেই কিন্তু এই সামান্যে তার মন ভরে না আর। এই সব কথা যখন মনে হয় তখন ইসাক্‌কে আঘাত দেবার ইচ্ছাটা ওর প্রবল হ'য়ে ওঠে। অকারণে ওর স্বর রুক্ষ হ'য়ে ওঠে, দুপুরবেলা ক্ষেতে গিয়ে বলে, "কি আজ খাওয়া দাওয়া হবে, না চাষীগিরি ক'রলেই চল্‌বে ?"

চাষীগিরি ? ইসাক্ অবাক্ হ'য়ে যায়। এ আবার কি কথা ? ইনারের রাগের কারণ খুঁজে পায় না। নীরবে বাড়ি এসে আহার সেরে আবার ক্ষেতে চলে যায়। কিন্তু ইনারের রুক্ষতা বেড়ে ওঠে, যখন তখন ইসাক্‌কে দুর্ব্বাক্যে জর্জ্জরিত করে। এটা ওর ঐ শহুরে শিক্ষার প্রতিক্রিয়া। চাষী স্বামীকে সে দায়ী করে তার সমস্ত ব্যর্থতার জন্য আর তখনই আচরণে রুক্ষতা দুর্ব্বার হ'য়ে ওঠে। ইসাক্ অতশত বোঝে না, ইনারের ক্রমান্বয়ে বিরুদ্ধতায় ধৈর্য্যের বাঁধ এক সময় ভেঙে পড়ে। ইনারের ত্রুটি চোখে প'ড়লে ইসাক্ ক্ষমাহীন ক্রোধে নিষ্ঠুর হয়ে উঠে নিমেষে।

এমনই একটা ঘটনা সেদিন ঘট্‌লো। দুপুরবেলা ইনার গোপনে ইসাক্-এর সযত্ন রক্ষিত কাঠের বাক্স থেকে টাকা চুরি ক'রছিলো। এলেসাসকে টাকা পাঠাতে হবে, ছেলেটা কান্নাকাটি ক'রে চিঠি লিখেচে। ইসাক্ কিছুতেই দিতে রাজী হয় না। চুরি করা ভিন্ন উপায় নেই। কয়েকটা টাকা তুলেছে এমন সময় সহসা পিছন দিক থেকে কে দু'হাতে ওর কোমরটা চেপে ধ'রে ওকে খানিকটা শূন্যে তুলে ধ'রে মাটীতে ফেলে দিলে। আছাড় খেয়ে মাটীতে পড়লো ইনার। ইসাক্ গর্জ্জন ক'রে উঠ্‌লো, "এ বাড়ীতে আর তোর ঠাঁই হবে না, বেরো।"

ইনার মুখ তুলে দেখ্‌লো ইসাক্‌কে চেনা যাচ্ছে না, রাগে রাঙা হ'য়ে উঠেছে ওর মুখ, চোখ দু'টো জ্বলচে বাঘের মত। আতঙ্কে শিউরে উঠে মুখ নামিয়ে নিলে ইনার। ইসাক্ আর কিছু বললে না, কাজে চলে গেল। প্রচণ্ড রাগেও ইসাক বেশী কথা বলে না। অনেক দিনের সঞ্চিত বিক্ষোভ আজ প্রকাশ পেলো তবু এর বেশী কিছু হ'লো না। ইনার স্তব্ধ হ'য়ে ব'সে রইলো। চুরি সে নিজের জন্য করে নি, ইসাক্ জানে সেকথা তবু...

সারাদিন কেটে গেল, তারপর সারারাত, আরও একটা দিন একটা রাত কেটে গেল। ইসাক্ ক্ষেতে কাজ করে, বনের মধ্যে রাত কাটে। সিভার বাপের

সঙ্গে কাজ করে, ঘুমোয় বনে গাছের পাতা বিছিয়ে। ইনার আর পোলাইন থাকে বাড়ীতে, আর থাকে জন্তুগুলো—ভেড়া, ছাগল আর ঐ ঘোড়াটা। ইনার সারাদিন ব'সে ব'সে কাঁদে। বড় কষ্ট ওর। জীবনে আর একটি দিন ওর এত দুঃখ হ'য়েছিলো যেদিন সদ্যজাত শিশুকে গলায় ব'সে হত্যা ক'রেছিলো। মাটিতে মাথা লুটিয়ে কাঁদে ইনার।

ইসাক্ ক্ষেতের কাজ বন্ধ ক'রে একটা নৌকা বানালে। তারপর ছেলেকে নিয়ে সেই নৌকো চড়ে দু'দিন মাছ ধ'রে বেড়ালে। খাওয়া নেই বিশ্রাম নেই, কাজেরও বিরাম নেই। সিভারও বলে না বাবা খাবে চলো কিংবা খিদে পেয়েচে। মাছ ধ'রে ফিরে এসে ক্ষেতে গিয়ে দেখে কাটা ঘাস একটিও নেই, কে তুলে নিয়ে গেচে। সিভার বল্লে, "বাবা, মা ঘাস তুলে নিয়ে গেছে!" তাই হবে। এত ঘাস তুলে নিয়ে যাওয়া সহজ নয়। ইনার হয় তো সারাদিন শুধু ঐ ঘাস তুলেচে। আহা সেদিন থেকে কি কষ্টই না হ'চ্ছে বেচারার। বাড়ীর সব কাজ ক'রে তারপর এই ঘাস তোলা কি কম কথা! ইসাক্ সিভারকে নিয়ে বাড়ী এলো, উঠোনে দাঁড়িয়ে বললে, "যা, তুই খেয়ে নিগে যা?"

সিভার বললে, "তুমি আসবে না, বাবা?"

"না।"

সিভার ঘরের ভিতর গেল।

একটু পরে ইনার কাছে এসে মাথা নীচু ক'রে বল্লে, "নিজের দিকে একবার চেয়ে দেখো, না খেয়ে খেয়ে—"

আর কিছু বলতে পারলে না। ইনার পায়ের নখ দিয়ে মাটি খুঁড়ছিলো। ইসাক্ বল্লে, হুঁ!

ইনারের চোখ ছল্‌ছল্ ক'রচে। ইসাক-এর মনটা দুর্বল হ'য়ে পড়ে, ওর বুকের ভেতরটা ব্যথায় টন্‌টন্ করে ইনারের কষ্ট দেখে। ইনার এসে ওর কাছে দাঁড়িয়ে কাঁদছে, ও ইনারের স্বামী, ছেলেদের অধীশ্বর। ইনার ভিক্ষা চাইচে ওর কাছে।

ইনার মুখ তুল্লে না, আবার বল্লে, "আমার কাস্তেটায় শান দিলে সব ঘাস কেটে আনবো।"

"আজ আর সময় হবে না," ইসাক্ বল্লে। কিন্তু ওর চোখের পাতা ভারী হ'য়ে উঠেচে। ওরা দু'জনে ঘরে এলো।

খাওয়া দাওয়া সেরে ইসাক ক্ষেতে গেল, ইনার গেল পিছু পিছু।

সেই একটি দিনে সব ওলট্ পালট্ হ'য়ে গেচে। ট্রেনুহেন শহরের জেল-খানা থেকে ফিরে ইনার যে পথ দিয়ে চল্‌ছিলো সে পথ সে ত্যাগ ক'রেচে। একটি দিন ওর জীবনের ঐতিহাসিক ঘটনা। ইনার কিছুদিন ভুল পথে চল্‌ছিলো এমন সময় ইসাক্ ওকে তুলে ধ'রে আবার ঠিক্ পথে দাঁড় করিয়ে দিলে। সেদিন ইসাক্ ওকে দু'হাতে শূন্যে তুলে ধ'রে তারপর মাটিতে ফেলে দিয়ে অসাধ্য সাধন ক'রেচে। কটা টাকা নিয়েচে ব'লে সেদিন ইনারকে শাস্তি দেবার পর থেকে ইসাক্ লজ্জিত হ'য়েচে। ছেলের জন্য টাকা নিয়েচে, এতো এমন কিছু অপরাধ নয়। তা' ছাড়া তার টাকা তো ইনারেরও টাকা, এসব কথা যত মনে হয় ততই অপরাধী করে নিজেকে। ইনারকে শাসন করার পর থেকে ইসাক্ ইনারের কাছে মাথা হেঁট ক'রে থাকে। অপরাধটা তারই একথা ভুল্‌তে পারে না ইসাক্।

ইনার পুনরায় ইসাক্-এর বৌ হ'য়েচে। ওর আর কোন পরিচয় নেই, উচ্চাশা আর আধুনিকতা ভুলে গেচে। যখন তখন সেলাই-এর কল নিয়ে বসে না। শহরের চালে কথা বলে না, ঝি না রাখ্‌লে সংসার অচল হয় না আর। বনবাসী, আরণ্যক পশুপালকের ঘরনী—এর বেশী ইনার আর কিছু হ'তে চায় না। স্বামী আর স্বামীর আশ্রিত পশুর দল নিয়ে ইনারের দিন কাটে। তাদের স্বাচ্ছন্দ্য ছাড়া অন্য চিন্তাও করে না। ওর কঠিন হাতের পীড়নে এতখানি পরিবর্ত্তন হবে ভাবতে পারে নি ইসাক্। কিন্তু ইসাক্ যা করেচে তার একান্ত প্রয়োজন ছিলো। ইনারের মত স্বাস্থ্যবতী, বুদ্ধিমতী স্ত্রী পেয়েও সে হারাতে ব'সেছিলো। যে সভ্যতার সঙ্গে তাদের জীবনের সংস্রব নেই তারই অনুকরণ ক'রতে গিয়ে ইনার ওর জীবনের মূল্য দিতে ভুলে গিয়েছিলো। কিন্তু যে মানুষটির সঙ্গে ওর ভালমন্দ, ওর কল্যাণ, জীবনের সব কিছু গাঁথা হয়ে আছে সে কখনো তার সহজ পথটি ভুল করেনি, মাটি ছেড়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে চলে নি একমুহূর্ত্তও। তাই ইনারকে আবার মাটির কাছে টেনে আনতে তার দেরী হ'লো না।

সেলেনরায় সব দিন সমান যায় না। এখানকার দিনগুলি নানা রঙের, নানাভাবে আসে। এ বছর অনাবৃষ্টি চল্‌চে কয়েক বছর পরে। ক্ষেতে ফসল শুকিয়ে গেল, ইসাক্-এর মনে শঙ্কা জাগে, কি হবে, কি হবে। আলু ছাড়া সব নষ্ট হ'য়ে গেল। আকাশের পানে তাকিয়ে ইসাক্ কত কি ভাবে,

ভগবানের কাছে প্রার্থনাও অন্যায় বোধ করি। কিন্তু বৃষ্টি নেই, দিগন্তবিস্তৃত উপত্যকাভূমি ধূসর হ'য়ে ওঠে, মাটির গায়ে ফাটচিহ্ন দেখা দেয়। এমন সময় গিসলার সাহেব এলেন। কালেক্টরী আপিসের কর্তৃপক্ষ সাহেব কিন্তু আজ তাঁর সঙ্গে চাকর নেই, হাতে একটা ব্যাগ পর্যন্ত নেই। তামার খনি, হাজার হাজার টাকা মুনফা, সই, দলিল, সাক্ষী এসব বড় বড় কথা গিসলার বলেন। একেবারে অন্য মানুষ যেন। মাথার টুপীটা অত্যন্ত মলিন, গায়ের কোট শতছিন্ন, চুল আর দাড়ি প্রায় সব পেকে গিয়েছে, চোখের কোণ লাল। কোটের পকেট ভর্তি কাগজপত্র, দূর থেকে চোখে পড়ে। এসেই বল্লেন, "কেমন আছ সব ?

ইনার বল্লে, "এতদিন পরে তবু এপথ দিয়ে একবার হাঁটলেন।"

সাহেব হাসলেন। ইনার আর ইসাক্ দু'জনেরই খুব আহ্লাদ হয়েছে সাহেবকে দেখে। ওঁর জন্যই ইনার মুক্তি পেয়েছে একথা এরা ভোলে নি। সাহেব এদের যা দেখেন তাইতেই খুশী হ'য়ে ওঠেন। কয়লাকল, নৌকো, গোলাবাড়ী, গম ভাঙাবার জাঁতাকল, ইসাক্ নিজে হাতে এসব ক'রেছে ? সাহেব শিশুর মত উল্লাস করেন, ছুটে বেড়ান নদীর ধার থেকে পাহাড়ের মাথায় সেখান থেকে যান ক্ষেতে। অনাবৃষ্টিতে জল সেচনের ব্যবস্থা ক'রতে লেগে গেলেন। সিভারকে সঙ্গে নিয়ে নদী থেকে নালা কাটতে লাগলেন। নদী থেকে যে শীর্ণ স্রোত খালের দিকে ব'য়ে যায়, ক্ষেতে পৌঁছুবার অনেক আগেই সে জলরেখা বাষ্প হ'য়ে যায়। কিন্তু সাহেবের উৎসাহ কিছুমাত্র কমে না। তিনি নালা কাটেন, ইসাককে কাঠের তক্তা তৈরী ক'রতে বল্লেন। নালার তলায় সরু তক্তা বিছিয়ে দেওয়া হলো, তার ওপর দিয়ে জল গড়িয়ে যায়। স্রোত কিন্তু ক্ষীণ থাকে, মাটির তৃষ্ণা তাতে মেটে না। ধূসর উপত্যকা ভূমি এতটুকু শ্যামল হ'য়ে ওঠে না।

আহার নিদ্রা ভুলে সাহেব সিভারকে নিয়ে তিনদিন অক্লান্ত পরিশ্রম ক'রলেন। পরদিন বিছানা থেকে আর উঠলেন না। জল সেচনের নেশা তাঁর চলে গেছে। ইসাককে উৎসাহ দিয়ে বল্লেন, "খাল কেটে যাও, যতটা জল এগিয়ে ক্ষেতে পড়ছে তাতেই অনেক কাজ হবে। দেখোই না কি হয় ?"

বিকালের দিকে ব্রিড্ এলো, কতকগুলো পাথরের টুকরো এনে গিসলার সাহেবকে দেখালে, বল্লে, "এবার একটা প্রকাণ্ড মতলব ক'রেছি। দেখুন এবার কি করি আমি ?"

গিসলার সাহেব ধমক দিলেন, "পাথর নিয়ে কিছু হবে না। যাও, চ'ষ করোগে যাও। অতটা জমি প'ড়ে আছে সে দিকে খেয়াল নেই। উনি বড়লোক হবেন তামার খনি আবিষ্কার করে।"

জমিকে যে অবহেলা করে সাহেব তাকে ক্ষমা করেন না। কিন্তু গিসলার সাহেব এখন ব্রিড্-এর প্রভু নয়, ওর কথা শুনে ব্রিড্ উত্তর দিলে, "কিন্তু আপনি নিজে কি এমন কাজের লোক, শুনি? একটা আস্ত তামার খনি কিনে ফেলে রেখেছেন। কি হ'লো তামার খনি কিনে?"

"যাও, এখান থেকে যাও," গিসলার সাহেব বল্লেন। মনে হ'লো উনি যেন ব্রিড্-এর কথায় ভয় পেয়েছেন। ব্রিড্ এক বোঝা পাথর নিয়ে চ'লে গেল।

সাহেব পকেট থেকে কাগজপত্র বার ক'রে দেখ্তে লাগ্লেন। তামার খনিটা সম্বন্ধে একটা পাকা বন্দোবস্ত ক'রতে হয় এবার। এমন ভাবে ফেলে রেখে কোন লাভ নেই। ইসাক্ বাড়ী আসতেই বল্লেন, "শোনো, আমি শিপ্‌গির খ'নির কাজ আরম্ভ ক'রচি। লোক জন এনে কাজে লাগিয়ে দিই, কেমন? তুমি কি বলো?"

ইসাক্-এর দুঃখ হয় সাহেবের জন্য। চুপ ক'রে শোনে সাহেবের কথা। সাহেব বলেন, "শোনো, এ তোমারও কাজ, মনে থাকে যেন। এত লোকজন আসবে, তারা এখানে থাক্বে, কাজ ক'রবে আবার মাঝে মাঝে হল্লাও ক'রবে। তাছাড়া কামান দিয়ে পাথর ভাঙা হবে পাহাড়ের গায়ে। এসব তোমাকেই দেখ্তে হবে। অবিশ্যি, তোমারও অনেক সুবিধা হবে। যেমন ধরো এখানে এত লোক থাকবে যে হাট ব'সবে এখানেই। তোমাকে আর বাজারে যেতে হবে না। হাটে জিনিস বেচবে তুমি, দামও তুমিই ঠিক ক'রে দেবে। তোমার ওপর কথা বলে লোকের সাধ্য কি?"

"তা ঠিক," ইসাক্ বলে। সাহেবের এত আশা, এত কল্পনা দেখে ওর কষ্ট হয়।

সাহেব ব'লে ওঠেন, "হ্যাঁ একটা কথা। খনি থেকে যে লাভ হবে তারও ভাগ পাবে তুমি। বুঝেচ? সে বড় কম নয়। অনেক—অনেক টাকা?"

পরের দিন ভোরবেলা সাহেব চলে গেলেন। বনের মধ্য দিয়ে সোজা পূবদিকে হাঁটতে লাগলেন। বোধ হয় সুইডেনে যাবেন। ইসাক্ কিছুদূর এগিয়ে দিতে চাইলে, সাহেব নিষেধ ক'রলেন। পায়ে হেঁটে চলা পথ দিয়ে সাহেব চলেচেন একা, দেখলে মায়া হয়। ইনার থলি বোঝাই করে খাবার

দিলে। সাহেব কিছুতেই নেবেন না, ইনার জোর করে ওঁর কাঁধে থলিটা ঝুলিয়ে দিলে। মনে হ'লো সাহেব খুব কুণ্ঠিত হ'য়ে পড়েছেন। যখনই আসেন এদের টাকা দিয়ে যান। এবার ওঁর ক্ষমতা নেই। তবু যাবার সময় ইসাক্-এর বিছানার তলায় কি যেন গুঁজে রেখে গেলেন এমন একটা ভাব দেখালেন। তারপর সোলাইনকে কোলে নিয়ে আদর করে ওর হাতে ওঁর তামাকের কৌটোটি দিলেন। এই কৌটোটি ওঁর শেষ সম্বল কিন্তু কিছু না দিয়ে সাহেব যেতে পারবেন না এখান থেকে। ইসাক আর ইনার কিছু বললে না শুধু ওঁর যাত্রা পথের দিকে ছলো ছলো চোখে তাকিয়ে রইলো। দেবতার মত মানুষ গিস্লার সাহেব। আহা!

অনাবৃষ্টিকে তুচ্ছ ক'রে ইসাক্-এর ক্ষেতের চেহারা শ্যামল হ'য়ে ওঠে। গিস্লার সাহেবের তৈরী নালা বেয়ে জল সেচনের কাজ চলে। সাহেব চলে গেছেন কিন্তু তাঁর কাজের চিহ্ন ফুটে উঠেছে।

সেদিন একসেল স্ট্রোম ব'লে সেই লোকটি এসে হাজির! ইসাক্-এর কীর্তিকলাপ দেখে অবাক্। খুব উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠলো একসেল। চাষবাস আর পশুপালন এই বৃত্তি নিয়ে একসেল এসেছে এই অরণ্যে। ওর সমস্ত আশা ভরসা এই মাটি আর অরণ্যকে কেন্দ্র ক'রে। তাই ইসাক্-এর সঙ্গে ওর বেশ ভাব হয়ে গেছে। তা' ছাড়া একসেল ছেলেটি বড় ভালো ছেলে। ইসাক্ ভাবে এমন একজন প্রতিবেশী পাওয়া ভাগ্যের কথা। একসেল গিস্লার সাহেবের নালা কাটার বিজ্ঞানটা আয়ত্ত করতে এসেছে। ওর ক্ষেতের কাছাকাছি কোন নদী নেই, তবে ঝর্ণা একটা আছে। তার থেকেই নালা কেটে জল সেচনের ব্যবস্থা ক'রবে।

খুব বুদ্ধিমান ছেলে এই একসেল। এখনও বিয়ে করে নি, কেউ কোথাও নেই। একা এসেছে শহর থেকে দূরে এই জনহীন অরণ্য পথে। একা তৈরী ক'রেছে ঘর, একা ফলিয়েছে ফসল। কারুর প্রত্যাশা করে না। তবে একটি মেয়ে আসবে শীঘ্রই। একজন সাহায্য করবার কেউ না থাকলে বড় কষ্ট। মেয়েটি এলে এবার গরমকালে একসেল অনেক ফসল ঘরে তুলতে পারবে। মেয়েটির আগমন সংবাদে একসেল খুব খুশী। এই মেয়েটি কে তা একসেল বললে না। কিন্তু ইসাক্ সব জানে। ব্রিড্-এর মেয়ে বার্ব আসছে একসেল-এর কাজ করবার জন্য। বারগেন্ শহরে তাকে 'তার' করা হ'য়েছে চলে আসবার জন্য। সব খরচ একসেল দিয়েছে। তা হোক্, টাকা দিতে একসেল কুণ্ঠিত নয় যদিও লোকে বলে তার টাকার

মায়া বড় বেশী। একসেল ইসাক্-এর ক্ষেত, নালা, করাতকল সব দেখে চলে গেল। বাজে কথা ব'লে সময় কাটাবার মানুষ একসেল স্ট্রোম্ নয়। আজই সে নালা কাটতে সুরু করবে।

এক সপ্তাহ পরে বারু এলো একসেল্-এর ঘরে। একসেল্ তখন ঘাস কাটচে। সারাদিন ফসল কাটে তারপর সন্ধ্যার পর ঘাস কাটে। একা মানুষ এ ছাড়া উপায় কি? এমন সময় বারু এলো দেবতার আশীর্ব্বাদের মত। বারু এসেই কাজে লেগে গেল। কাপড় কাচা, ঘরদোর পরিষ্কার করা, রান্নাবাড়া, গরুর তত্ত্বাবধান করা, দুধ দোওয়া এমন কি মাঠে গিয়ে ঘাস কাটা—কোন কাজেই বারু এতটুকু অপটু নয়। কিছুই বল্‌তে হ'লো না, নিজে হতেই সব ভার তুলে নিলে। কাজের মেয়ে এই বারু। ছিপ্‌ছিপে গড়ন, কথা বলে স্পষ্ট, গলার স্বরটা মৃদু ঝঙ্কার তোলে, চোখে মুখে বুদ্ধির ভাব, সকল কাজেই অসঙ্কোচে এগিয়ে যায়, প্রশ্ন করে না এটা কি ওটা কি হবে। বারু নিতান্ত বালিকা নয়, রীতিমত যুবতী মেয়ে। একসেলের বেশ লাগে। ও স্থির ক'রলে বারুকে ভালো মাইনে দেবে। একসেল বারুকে বলে, "তোমার ছবি দেখলে কিন্তু মনেই হয় না এত কাজ কর্ম্ম ক'রতে পারো। সে যেন তোমাকে বড়লোকদের মেয়েদের মত—"

"বড়লোকদের মেয়েদের মত না আর কিছু!" বারু হেসে বলে। "তবে শহরে থাকলে মানুষের চেহারাটা অন্য রকম দেখায় আবার গাঁয়ে এলেই সব ঠিক হয়ে যায়।"

বারু বারজেন শহরের গল্প বলে। সেখানে কত আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা, কত নাচ গানের মজলিশ, কত বড় ব্যাপার ঘটে দিনরাত। লোকে বিপথে যাবারও সুযোগ পায় সেখানে। বারু শহরের দুর্নীতির কাহিনীও বলে। এখানে ওর ভালোই লাগ্‌চে তবে একটা খবরের কাগজ না হ'লে চলে না। খবরের কাগজ! একসেল চম্‌কে ওঠে। তা হোক্ শেষ পর্য্যন্ত তারও ব্যবস্থা হ'য়ে গেল। সপ্তাহে একবার ডাকহরকরা খবরের কাগজ দিয়ে থাকে। থিয়েটার নাচগানের বদলে একমাত্র খবরের কাগজ নিয়েই বারু খুশী।

এবার গরমকালে সত্যিই একসেল্ অনেক বেশী ফসল ঘরে তুললে। এমন একটি কাজের মেয়ে পাওয়া ভাগ্যের কথা। বারুর বাবা প্রায়ই আসে, যাবার সময় খাদ্য সামগ্রী নিয়ে যায় ঝুলি বোঝাই ক'রে। কিন্তু একসেল একটুও আপত্তি করে না বরং বারুকে কিংবা বারুর পরিবারকে সাহায্য ক'রতে

ওর আনন্দ হয়। সন্ধ্যাবেলায় কাজকর্ম সেরে বাক বেহালা বাজিয়ে মৃদুকণ্ঠে গান গায়। গভীর অরণ্যের মধ্যে মাটি আর পাথর দিয়ে তৈরী দু'খানা ঘর। তারই মধ্যে রমণীকণ্ঠের সঙ্গীত সমস্ত বন আর দূরবর্তী প্রান্তরকে অপরূপ ক'রে তোলে। একসেল অভিভূত হ'য়ে পড়ে, যেন স্বপ্নে বিভোর হ'য়ে আছে।

দুপুরবেলা সময় পেলে বাক খবরের কাগজ নিয়ে বসে। প্রতিদিন পৃথিবীতে কত কি ঘটচে। বারজেন-এ এক জহুরীর দোকান থেকে হাজার হাজার টাকার হীরে মুক্তো চুরি গেচে, দু'জন বেদে মারামারি ক'রে মারা গেচে, বারজেন্ বন্দরে একটি মৃত শিশু পাওয়া গেচে, পুরোনো একটা শার্ট জড়িয়ে কে ফেলে রেখে গেচে, পুলিশ তদন্ত চলচে—আরও কত কি! শেষের খবরটা পড়ে বাক ব'লে ওঠে, "আশ্চর্য! ছেলেকে মেরে রেখে যায় এমন মানুষও আছে!"

বাক লেখাপড়া জানা মেয়ে।

সেলেনরায় খবর চালো। ওদের জীবনে আজকাল বিচিত্র ঘটনা ঘটে। ইনার আর শহরের কথা ভাবে না। বনের মধ্যে বাস ক'রে শহরের মতন চালচলন ক'রে লাভ কি? না, ইনা'র আর তেমন নির্বুদ্ধিতাকে প্রশ্রয় দেয় না। নিজের সংসার আর বনবাসী স্বামীটিকে নিয়েই সে সুখী। সেলেনরায় ওদের মাথার উপর দিয়ে হংসবলাকা উড়ে যায় শরতের গোধূলি আকাশকে যেন আলো ক'রে। সোনাইন আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠে। মাকে ডেকে এনে দেখায়। ইসাকও আকাশের পানে তাকায় ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে। মৃদু পক্ষধ্বনি বাতাসে শব্দের হিল্লোল তুলে দূরে দূরান্তরে মিলিয়ে যায় এই পাহাড়ের রাজ্য অতিক্রম ক'রে। ইসাক্ স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকে, ও যেন স্বর্গের বাণী শুনতে পেয়েচে। গা ছম ছম করে ইসাক্-এর।

আশ্চর্য্য ঘটনা সেলেনরায় সব সময় ঘটচে। শরৎকালের শেষদিকে তখন শীত পড়েচে। আকাশভরা রাশি রাশি তারা জলজল ক'রচে। এমন সময় হঠাৎ ঐ উত্তর দিকের পাহাড়গুলোর মাথার ওপর একটা আলো জলে উঠলো দপ্ ক'রে। কি হ'লো? কোথায় আগুন লাগলো? কিন্তু এ আগুনের তো শিখা নেই। শান্ত একটা আলোর দীপ্তি সমস্ত উত্তর আকাশ উদ্ভাসিত ক'রে স্থির হ'য়ে আছে। অনেকক্ষণ পরে নির্মেঘ আকাশে

বজ্রগর্জন শোনা যায়। ইসাক্ চমকে ওঠে, ভয়ে বিবর্ণ হয়ে ওঠে ইনারের মুখ। ঘোড়াটা লাফাতে থাকে, ভেড়া চঞ্চল হ'য়ে ওঠে, গোয়ালঘরে গরুগুলো শঙ্কিত চোখে তাকিয়ে থাকে। কি হবে? ভূমিকম্প? পৃথিবী কি ধ্বংস হ'য়ে যাবে? সোলাইনকে কোলে তুলে নেয় ইনার, ওর বুক ঢিপ্ ঢিপ্ করে। ইসাক্ ঘোড়াটাকে ছেড়ে দেয় নিঃশব্দে। সারারাত ওরা ঘুমোতে পারে না।

এমনিতরো ব্যাপার প্রায় ঘটে। অরণ্যের একটা শান্ত ভীষণতা আছে যা মানুষকে পীড়িত করে প্রতি মুহূর্তে। এক এক সময় ইনারের মনে হয় সেলেন্‌রার এই গাছপালা আর পাহাড় যেন ওর শ্বাস রুদ্ধ করে দেয়। একা ভার বইতে হয় সকল সময়। এর থেকে মুক্তি নেই। শেষকালে ইনার ধর্মকর্মে মন দিলে। বনের মধ্যে এ ছাড়া হাঁফ ছাড়ার উপায় নেই। তা ছাড়া, ইনারের কেবলই মনে হয় অন্য লোকে যাই করুক তার নিজের পক্ষে ভগবানকে ডাকা ছাড়া উপায় নেই। ওর মনে হয় স্বর্গে ওর যেদিন বিচার হবে সেদিন ও শাস্তি পাবে অন্য সকলের চেয়ে বেশী। ভগবান এই পাহাড়েই ঘুরে বেড়ান, একদিন ওকে ধরে নিয়ে গিয়ে কঠিন শাস্তি দেবেন। এর থেকে ছাড়া পেতে হ'লে ধর্মপথে থাকা দরকার, ভালো কাজ করা চাই। সংসারের যে সব কাজ সে করে তাতে কোন অধর্ম নেই। তবু ইনার নিজের অনেক সংশোধন ক'রলে। ইনার আংটিটা খুলে রেখে দিলে বাক্সের মধ্যে, ভালো ভালো রঙীন জামাকাপড় তুলে রেখে নিতান্ত সাধাসিধে মোটা কাপড় ব্লাউস পরতে সুরু ক'রলে, রবিবার দিনও রঙীন জামা পরা বন্ধ ক'রে দিলে। দরিদ্র হ'য়ে থাক্‌লে হয়তো ভগবানের দয়া পাওয়া যাবে। স্বেচ্ছাকৃত কৃচ্ছ্র তার তাঁকে নিশ্চয় তুষ্ট করবে সে। ইনার আরও একটি কাজ ক'রলে, ধর্মপথে থাকবার জন্য বিস্তর উপদেশ দিয়ে এলেসাসুকে চিঠি লিখলে। ইনারের মনের ভাবনা ধারণা সব একেবারে পাল্‌টে গেল।

সংসারের কাজও ইনার অনেক বেশী ক'রতে সুরু ক'রলে। যতটা পরিশ্রম ক'রলে চলে যায় তার চেয়ে বেশী না ক'রলে ওর তৃপ্তি হয় না। কঠোর পরিশ্রম না ক'রলে মনের ময়লা ধুয়ে যাবে না তো। সিভারকে নিয়ে ইসাক্ যখন ক্ষেতে চলে যায় ইনার তখন ঘরের কাজ সেরে করাত-কলে গিয়ে কাঠ কাটে। তাই দেখে ইসাক্ বল্‌লে, "তোমার কাঠ কাটার দরকার নেই। শরীর খারাপ হ'বে।"

ইনার বল্লে, "আমি কাঠ কাটি দরকার ব'লে নয়, আমার মন বলে তাই।"

মন বলে! ইসাক্ অবাক্ হ'য়ে যায় কথাটা শুনে। বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে ইসাক আজকাল নানা কথা ভাবতে চেষ্টা করে। মন বলে? ইসাক্ ভাবতে লাগ্লো। ওর মনও অনেক কথা বলে। তখন ওর একা থাকতে ইচ্ছে করে। দূর বনে গিয়ে কাঠ কাটে, সন্ধ্যাবেলা বেঁধে যায় ক্ষেতে। এবার শীতের হাওয়ায় বরফের প্রাচুর্যে জীবনটা যেন ভার বলে মনে হয় ওর।

কুড়ুলটা কাঁধে ফেলে সেদিন সন্ধ্যায় ইসাক্ বাড়ী ফিরছিলো অনেক দূর বন থেকে কাঠ কেটে। ক্লান্ত পা'দুটো আর চলে না। সেলেনরার কাছে একটা পাহাড়ের বাঁকে ইসাক্ হঠাৎ থম্কে যায়। কে যেন ওর সামনে দাঁড়িয়ে আছে। তার দু'টো চোখ্ জ্বল্ছে—শুধু চোখ, আর কিছু দেখা যায় না। ইসাক-এর সমস্ত দেহ শিউরে উঠ্লো। তবু সাহস ক'রে একখানা হাত বাড়িয়ে দিলে ওর সামনে, যদি কিছু অনুভব করা যায়। কৈ কেউ নেই তো? কোথায় মিলিয়ে গেল সেই জ্বলন্ত চোখ? বিপুলকায় বিষধর সরীসৃপ কোথায় মিলিয়ে গেছে।

সাপ শয়তানের প্রতীক, নরকের দূত। ইসাক্-এর নরকবাস হবে কিংবা কোন ভয়ঙ্কর অনিষ্ট হবে এ তারই ইঙ্গিত। তা' হোক্, ইসাক্ ভয় করে না, শয়তান সর্ব্বশক্তিমান নয়। ভগবান তার চেয়ে অনেক বড়। সেই ভগবান তাকে রক্ষা ক'রবেন। যীশুর নাম উচ্চারণ ক'রতে ক'রতে ইসাক্ বাড়ী এলো। তখন ওর গা' কাঁপছে।

ইনার ওর মুখের দিকে তাকিয়ে সভয়ে গায়ে হাত দিলে, বল্লে, "কি হ'য়েছে গো?"

ইসাক্ বল্লে। সব শুনে ইনারের কান্না এলো, বল্লে, "আর কিছুতেই অত দূরে তোমার কাঠ কাটতে যাওয়া হবে না। তোমার শরীর ভালো নেই।"

ইসাক্ হাস্লে। ইনার ভেবেছে ও দুর্ব্বল হ'য়ে পড়ছে, "হুঁ!"

বড় বড় গাছ একা কাটে ইসাক্। আঙুল কেটে গেলে গাছের শিকড়ের রস দিয়ে তখনই কাজে লেগে যায়। জ্বর হ'লে গরম দুধের সঙ্গে পাতার রস খেলে ওর জ্বর পালিয়ে যায়। ইসাক্ দুর্ব্বল নয়, অসুখ ওর করে নি। এই বন ভূমিতে ওর প্রতাপ অখণ্ড, ওর শক্তি অটুট। "শরীর ভালো নেই।" ইনার যে কি বলে, হুঁ!

কিছুদিন পরে ইনারের মনের বিষণ্ণভাব চলে গিয়ে সেই উৎফুল্ল ভাবটি ফিরে এলো। অনেক দিন ইনারকে এমন হাস্য মুখী দেখা যায় নি। এই পরিবর্ত্তনের কারণ আছে। ইনারের দেহ ভারী হয়ে এসেচে, ইনার গর্ভিনী। ও যা পাপ করে তার পর এ মাতৃত্বের সৌভাগ্য আশা করে নি। ও ভাব্তেই পারে নি, ওর জীবনের ধারা আবার সহজ হবে, আবার একদিন ও অন্য রমণীর মতই মা হ'তে পারবে। নিজের এই অপ্রত্যাশিত ভাগ্যে গৌরবে ইনারের হৃদয় উথলে উঠেচে। ওর পাপ মুছে গেছে বুঝি।

কয়েকদিন লক্ষ্য ক'রে ইসাক বল্লে, "মনে হ'চ্ছে তোমার আবার, এঁ্যা ?"

"হাঁ, ভগবান বোধ হয়—"

"হুঁ !"

তা হোক, ইসাক্ ভাবে। পোল্সাইন্ বড় হ'য়েচে, বছরের সব সময় গাঁয়ে থাকে, সেখানে ইস্কুলে পড়ে। ছুটিতে আসে। এখন শিশুর অভাব। তা বেশ, ইসাক্ ভাব্তে ভাব্তে কাজে চলে গেল। পরদিন শনিবার। ইসাক্ গাঁয়ে গেল, ফিরলো সে সোমবার। সঙ্গে নিয়ে এলো একটি মেয়ে। ইনারকে বল্লে, "এর নাম জেনি, কাজ ক'রবে তোমার।"

"তোমার কি মাথা খারাপ হ'লো নাকি ? আমার আবার এমন কি কাজ যে লোক নিয়ে এলে ?" ইনার বল্লে। কিন্তু কাজ থাক আর না থাক্ ইনারের সুখে, কৃতজ্ঞতায়, গর্ব্বে চোখে জল এসে গেল। ইসাক্ যে ওর জন্য এত ভেবেচে এটা ও কোনদিনও আশা করেনি।

মেয়েটি গাঁয়ের এক কর্ম্মকারের মেয়ে। আপাতত গরম কাল্টা থাক্বার জন্য এসেচে, তারপর দেখা যাবে ওকে রাখা যায় কিনা। ইসাক্ সংক্ষেপে ব্যাপারটা বল্লে, "আমি এলেসাস্কে 'তার' ক'রে দিয়েচি।"

ইসাক্ ক্ষেতে চলে গেল। স্বামীর দূরদৃষ্টি আর বিচারবুদ্ধি দেখে ইনার অবাক্। এলেসাস্কে নিয়ে ইনারের মনে শান্তি নেই। কতবার তাকে চলে আস্বার কথা লিখেচে কিন্তু এলেসাস্ তার উত্তরে শুধুই টাকা চেয়েচে। ভগবান, ধর্ম্ম, বাপ-মার প্রতি কর্ত্তব্য এ সব বিষয়ে এলেসাস্ সম্পূর্ণ উদাসীন। বেশ বোঝা যায় তার বিলাসিতা বেড়েই চলেচে। ইনার এলেসাস্কে অনুনয় ক'রে লিখেচে এখানে আস্বার জন্য। এখানে লোকের অভাবে ক্ষেতে ভালো ফসল হচ্ছে না। এদিকে তাদের ক্ষেতখামার গরুছাগল বেড়েই চলেচে। পিতার আর ঐ একটা লোক পাবে কেন ? এলেসাস্ এসে এদের

সঙ্গে কাজ করলে তবে সবদিক রক্ষা হয়। কিন্তু এলেসাস্ মায়ের কথা গ্রাহ্য করেনি—স্পষ্ট জবাব দিয়েছে সে আসতে পারবে না শহর ছেড়ে। ইনার দুঃখ করেছে মনে মনে কিন্তু কখনো স্বামীর কাছে ছেলের নিন্দা করেনি। এমন কি, তাকে এখানে আনাবার জন্য ইসাককে বলে নি একবারও। আজ ইসাক্ নিজে হ'তে তাকে আসবার জন্য 'তার' ক'রেছে। ইসাক্ যে এত বোঝে, এত ভাবে ইনারের জন্য, তার ছেলের জন্য, এ যেন বিশ্বাস হয় না। ইনারের চোখ ছলছল ক'রে, এলেসাস্ ফিরে আসুক। ভগবান ইনারকে ক্ষমা ক'রেছেন কি? ইনার ভাবে।

ইনার কিছু না বল্‌লেও ইসাক্ ছেলের সম্বন্ধে গোড়া থেকেই একটা সন্দেহ পুষে রেখেছে মনে। এলেসাস্‌কে সে টাকা পাঠাতে আপত্তি করেছে শুধু ঐ কারণেই। আজকাল এলেসাস-এর দাবী বেড়ে উঠেছে। যাকে টাকা পাঠাতে হুকুম ক'রে—সে যে শহরে বাবুয়ানা করে নিশ্চিন্ত মনে একথা ইসাক্ কেমন ক'রে যেন বুঝতে পেরেছে। তাই বাড়ীর কর্তা হিসেবে সে তার কর্ত্তব্য স্থির করে এলেসাসকে 'তার' ক'রে দিয়ে এলো। গাঁয়ের মুদী দোকানদারটা অনেকগুলো টাকা নিলে 'তার' ক'রবে বলে। তা' নিক। 'তার' পেয়ে এলেসাস্ নিশ্চয় চলে আসবে। বাপকে সে ভয় করে ইসাক তা' জানে। ইসাক্ অনেক ভেবেই 'তার' করেছে। এতখানি ভেবে সংসারের কর্ত্তার মত একটা কাজ করতে পেরেছে, ইসাক-এর একটু গর্ব্বও হ'য়েছে বৈকি। বিশেষ ক'রে ইনারকে সংবাদটা দেবার সময় ওর ঐ রকমই মনে হচ্ছিলো।

ওদের স্বামী স্ত্রীর মধ্যে এই উপলক্ষ্যে ভালোবাসার একটা প্রতিযোগিতা সুরু হ'লো। ইসাক্ ইনারের জন্য ভাবে, ইনারের সুখের দিকে নজর রাখে এই কথাটি ইনারকে নাড়া দিয়েছে নূতন ক'রে। তাই নূতন করেই নিজেকে কাজে লাগাবার চেষ্টায় মেতে উঠলো। স্বামীর স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে লক্ষ্য ক'রলো,—ভাবতে সুরু ক'রলো নূতন ক'রে। ক্ষেতে গিয়ে ইসাক-এর কাছে গিয়ে ইনার বলে, "আর কত কাজ করবে? শরীরের দিকে চেয়ে দেখেছ, কি হয়ে গেছে? চলো, খাবে চলো। অনেক বেলা হ'লো।"

এ যেন অনেকদিন আগেকার সেই ইনার। এম্‌নি অনুযোগের সুরে ইনার কথা বল্‌তো যখন প্রথম ওরা ঘর বেঁধে ছিলো। ইসাক মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখে ওর ইনারকে, এ সেদিনের ইনার। তারপর ইনারের পিছনে পিছনে বাড়ী আসে।

ঠিক্ পূর্ব্বেকার মধুর শান্তি ফিরে এসেচে ওদের জীবনে। ইনারের একটি মেয়ে হ'য়েচে। ফুটফুটে, রাঙা গোলগাল পুতুলের মত একটি শিশু। মুখের গঠনে একটুকু বিকৃতি নেই। ইনার নির্নিমেষ চোখে চেয়ে থাকে সদ্যজাত কন্তার মুখের পানে। ইসাক্ আদর করে সময় পেলেই। মেয়ের নাম রেখেচে ইসাক্ নিজে। রেবেকা নামটা ইনারেরও পছন্দ।

ইসাক্ খুব ব্যস্ত। বড় বড় গাছের গুঁড়ি কেটে তক্তা তৈরী হচ্ছে। পাথর কেটে আনে বাপবেটায় মিলে পাহাড়ের গা থেকে। মস্ত বাড়ী তৈরী হবে, কল্পনাটা ইসাক্-এর অনেক দিনের। গরম কালের মধ্যে কাজটা শেষ ক'রে ফেলতে হবে ব'লে নিশ্বাস ফেল্‌বার সময় নেই ওদের।

ইনার বল্‌লে, "প্রাণ বার ক'রে বাড়ী ক'রচ। কি হবে আমাদের অতবড় বাড়ীতে ?"

ইসাক্ উত্তর দিলে, "কি হবে ; হুঁ ! তোমার ছেলেমেয়ে বাড়চে তাই ভাবচি বাড়ীটা অন্ততঃ বড় ক'রেই রাখি, কি বলো ?"

আরক্ত মুখে ইনার চলে যায়।

১১

এলেসাস্ বাড়ী এসেচে। দীর্ঘাকার, তরুণ ছেলে ইনারের। ইনার ছেলের দিক্ থেকে চোখ ফেরাতে পারে না। তরুণ মুখের দু'ধারে কালো রেশমের মত শ্মশ্রুরেখা, উন্নত ললাট, ইসাক্-এর চেয়ে অনেকটা লম্বা হ'য়েচে। বলিষ্ঠ ঋজু দেহ, দীর্ঘ বাহু, ইনার আদর করে ছেলেকে কাছে টেনে এনে। এতদিন শহরে থেকেও এলেসাস্ বড় কথা বল্‌তে শেখেনি, বনের মধ্যে মাটির ঘরে থাক্‌তেও একটু ঘৃণা বোধ ক'রলে না। সিভারের পাশে অনায়াসে শুয়ে পড়লো। এলেসাস্ কথা বলে কম, ইনার আশ্চর্য্য হ'লো। উঃ, এই ছেলের জন্ত কত দুঃখ, কত উদ্বেগ তাকে সইতে হয়েচে। এলেসাস্ যে কোন রকমের উচ্ছৃঙ্খলতা ক'রবে এ কথা ভাব্‌তেও ইনার এখন নিজেকে অপরাধী মনে করে।

কিন্তু সিভারের সঙ্গে ক্ষেতে কাজ ক'রতে গিয়ে এলেসাস্ একটু পরেই ক্লান্ত হ'য়ে ব'সে পড়ে। শারীরিক পরিশ্রম করা ওর অভ্যাস নেই কোনদিন। তা' ছাড়া ও জানে ও লেখাপড়া শিখেচে, এ সব কাজ ওর করবার কথা নয়।

তবু সিভারের সঙ্গে যেতে হয়, কাজও ক'রতে হয় একটু আধটু। এমন সময় সিভার গাঁয়ে গেল। ওর মায়ের সেই সিভার কাকা মরণাপন্ন, ওলি এসে খবর দিলে।

"আহা কি চেহারাই হ'য়েচে তোমার সিভার কাকার, চোখে দেখা যায় না। একেবারে বিছানার সঙ্গে মিশে গেচে। আসবার সময় বললে, ওলি যাক্তো মা একবার সেলেনরায়, যাবার সময় ছেলেটার হাতে সব দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে ভগবানকে ডাকি। তারপর দেখি শ্বাস উঠেচে। তখনই বেরিয়ে পড়লুম। নিজে হাতে ক'রে সিভারকে মানুষ ক'রেচি তার ভালো মন্দ আমি ছাড়া বুঝবে কে?"

ইনার তখনই সিভারকে পাঠিয়ে দিলে। ইসাক্ কিছু বললে না।

গাঁয়ে ওর সিভারদাদার বাড়ী এসে সিভার অবাক্। বুড়ো বেশ ঘুরে বেড়াচ্ছে, সিভারকে দেখে আশ্চর্য্য হ'য়ে বললে, "কিহে, তুমি যে? চাষবাস ছেড়ে এ পাড়ায় কি মনে ক'রে?"

সিভার ওলির কথা বললে। সিভারদাদা হেসে উঠলেন, "হাঃ—হাঃ—হাঃ—হোঃ —হোঃ—হোঃ—"

বুড়োর হাসি যেন সেই গল্পের দৈত্যের হাসি।

"আমার শ্বাস উঠেচে! হোঃ—হোঃ—হোঃ—"

সিভারদাদা নাতিকে জমিজমা, লোহার সিন্দুক সব দেখালেন। বললেন, "এখানে থেকে যা'রে ছোঁড়া—বনে জঙ্গলে থেকে কি হবে?"

সিভার রাজী হ'লো না। চলে এলো। আসবার সময় ব'লে এলো এলেসাস্কে পাঠিয়ে দেবে। সারা পথ ওলিকে অভিসম্পাত দিতে দিতে এলো। কি মিথ্যাবাদী ঐ মেয়ে মানুষ।

ওলি তখনও সেলেনরা থেকে চলে যায় নি। সিভারকে দেখেই কি যেন অনুমান ক'রে নিলে তারপর তখনই সুরু ক'রলে, "এসো, বাবা, এসো। কি তোমার দাদা—আহা! বড় ভালো লোক ছিলেন—ওঃ বেঁচে আছেন বুঝি? তা' বেশ, তা বেশ! মানুষ বেঁচে থাকলেই ভালো। কেমন ক'রে জানবো বলো? সেদিন দেখি শুয়ে আছে যেন এখন যায় তখন যায়। তা' সে সব যে বুড়োর ভাণ তা কেমন ক'রে বুঝবো বলো?"

কথার স্রোতে সিভারের রাগ ভেসে যায়। এলেসাস্ যাবে শুনে ওলি কারুকে উদ্দেশ না ক'রে অর্থাৎ সকলের শ্রুতিগোচর ক'রে বলতে লাগলো,

"তা' যাবে বৈকি আহা, কত মায়ার শরীর। আর রক্ত মাংসের সম্পর্ক, এফি ছেড়ে থাকা যায়? তা' বেশ, তা' বেশ।"

সেইদিন ওলি গাঁয়ে ফিরে গেল। যাবার সময় ইনার ওকে ঝুলি বোঝাই ক'রে খাবার দিলে—রুটি, পনীর, ভেড়ার মাংস ভাজা। ওলি ইনারকে নিভৃতে টেনে নিয়ে কানে কানে বললে, "একটা কথা বলি শোন্। আস্‌বার সময় ব্রিড্-এর মেয়ে বারুকে দেখে এলুম। বেশ আছে। একসেল ছোঁড়াকে খুব বশ ক'রে নিয়েচে—একসেল্ ওকেই বিয়ে ক'রবে। তারপর বারুকে পায় কে? একসেল ছেলে ভালো, জমিজায়গা বাড়ীঘর অভাব বল্‌তে কিছু নেই। বারু মেয়েটা তো ভালো নয়—কত ছলাকলা যে জানে ঐ ছুঁড়ি তা' যদি জান্‌তিস্—"

ওলিকে বাধা দিয়ে ইনার বলে, "আমি যাই রেবেকা কাঁদচে।"

পাহাড়ের বাঁকে ওলি অদৃশ্য হ'য়ে যায়।

পরের দিন সকাল বেলা এলেসাস্ রওনা হ'লো। ওর বেড়াবার ছড়ি, বড় কোট, টুপী এই বনের মধ্যে ফেলায় পড়েছিল। গাঁয়ে গিয়ে এগুলো প'রে তবু বেড়াতে পারবে। তা' ছাড়া এলেসাস্ লেখাপড়া শিখেচে, চাষী হ'য়ে জীবনটা নষ্ট ক'রবে না। এলেসাস্ সেলেনরা ছেড়ে যেতে পারলে যেন বাঁচে। ছড়ি ঘুরিয়ে বাঁকা ক'রে টুপীটা মাথায় বসিয়ে এলেসাস্ গাঁয়ে চলে গেল।

হঠাৎ গিস্‌লার সাহেব এলেন, সঙ্গে আর দু'জন ভদ্রলোক, সাহেবের শ্যালক। সঙ্গে ঝুলি বোঝাই খাবার। ঘোড়ায় চড়ে এসেচেন। ঘোড়ার গায়ে আভরণের ঘটা দেখে মনে হয় ভদ্রলোক দু'জনই খুব বড়লোক, চেহারাও তেমনি। সম্ভ্রান্ত্ অতিথি দেখে ইসাক্ হতবুদ্ধি। সাহেব ওর পিঠ চাপড়ে আদর ক'রলেন, তারপর ঐ ভদ্রলোকদের সঙ্গে পরিচয় ক'রে দিলেন, "এরই নাম ইসাক্। সব জমি ও চাষ ক'রেচে। ও এখানে বাস করে ব'লেই তামার খনির সন্ধান পাওয়া গেল। সবই ওর।"

ভদ্রলোকদের সঙ্গে কথা বলা অভ্যাস নেই ইসাক্-এর। ও চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে। তাঁরা হেসে পরিচয়টা স্বীকার ক'রে নিলেন। গিস্‌লার সাহেব ওদের নিয়ে তামার খনির দিকে রওনা হ'লেন। ভদ্রলোকরা পাথর পরীক্ষা ক'রবেন।

এঁদের সঙ্গে খাবার আছে প্রচুর, ইসাক্-এর বাড়ীতে শুধু রাত্রিতে শোবার

ব্যবস্থা হ'লেই যথেষ্ট। পাহাড় ঘুরে সন্ধ্যাবেলা ওঁরা ফিরে এসেই কাগজপত্র নিয়ে ব'সলেন। অনেক তর্ক, অনেক যুক্তি, অনেক টাকার হিসেব। গিস্লার তামার খনিটা কিনেছেন ইসাক-এর কাছ থেকে। ওঁরা এখন গিস্লার সাহেবের কাছ থেকে সেই জমি কিনে নিচ্ছেন চল্লিশ হাজার টাকায়। কিন্তু এ সব টাকাটা গিস্লারকে তার স্ত্রীর নামে লেখাপড়া দিতে হবে। গিস্লার এর থেকে এক পয়সাও পাবেন না। সাহেব তাই লিখে দিলেন। ভদ্রলোকরা গিস্লার সাহেবকে বিশ্বাস করেন না, টাকাটা স্ত্রীকে লিখে দিলে তবে জমি কেনা তাদের সার্থক হবে। ঘরের টাকা ঘরেই রইলো। লেখাপড়া হ'লো কিন্তু গোল বাধ্লো ইসাক-এর অংশ নিয়ে। ওঁরা পাঁচশো টাকা দিতে চাইলেন। গিস্লার বল্লেন, "তা' হবে না, দশ হাজার টাকা পাওনা ইসাক্-এর। ইসাক্-এর হ'য়ে আমি বল্ছি, ইসাককে বোকা বুঝিয়ে চলে যাবে তা হবে না।"

তর্ক হ'লো, পরামর্শও চ'লো ভদ্রলোক দু'জনের মধ্যে। এ তামার খনিটা ওঁরাও বিক্রী করে দেবেন আরও চড়া দামে। অনেক হিসেব করে শেষকালে ইসাককে ওঁরা দশ হাজার টাকা গুণে দিলেন। ইসাক্ একেবারে স্তম্ভিত, টাকাগুলো গুন্তে গুন্তে ওর বিস্ময়টা আশঙ্কায় পরিণত হলো। এ কি! ওর মাথা ঘুরচে কেন? ইনার টাকাগুলো তামা কাপড়ের একমাত্র বাক্সর মধ্যে তুলে রেখে দেয়।

পরের দিন ভোরবেলা ওঁরা চলে গেলেন। ইনার গিস্লার সাহেবের ঝুলিতে কিছু পনীর আর রুটি দিয়ে দিলে। সাহেব একমুঠো টাকা ইনারের হাতে গুঁজে দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেলেন।

শেষ পর্য্যন্ত সিভারদাদা মারা গেলেন। এলেসাস্ যাবার মাস খানেক পরেই একদিন সিভারদাদা বিছানায় ঘুমিয়ে পড়ে আর জেগে উঠ্লেন না। সেলেনরায় খবর পাঠিয়ে দিলে। ইসাক এলো ইনার এলো সিভার এলো। শেষকৃত্য সমারোহে সম্পন্ন হ'লো, এলেসাস্ কবরের কাছে দাঁড়িয়ে সিভারদাদার আত্মার শান্তি কামনা ক'রে একটি ছোট বক্তৃতা ক'রলে। শহরে লোকে এই রকম সব কথা ব'লে আত্মীয় স্বজনকে কবরে দেয়। ছেলের বক্তৃতা শুনে ইনার চোখে রুমাল দিয়ে কাঁদলে। রুমালটা ইনার নিয়ে আস্তে ভুল করে নি। সিভার বোকার মত তাকিয়ে রইলো। ইসাক্-এর ব্যাপারটা ভালো লাগ্ছিলো না, ও সেলেনরায় ফিরে যেতে পারলে বাঁচে।

পথে সিতার বল্লে, "হ্যাঁরে, কত টাকা পেলি ?"

"হুঁ ! কত টাকা ! বুড়োর সব দেনা আর দেনা। বাড়ীটা পর্য্যন্ত বিক্রী ক'রে দিয়েচে। জমিজমা কিছু নেই। একমাস আমাকে কেবল হিসেব ক'রতে বল্‌তো। হাজার হাজার টাকার হিসেব। কে কত টাকা পাবে, কোন্ বাড়ীটা কাকে দেওয়া হবে এই সব। অথচ কোথাও পয়সা নেই। ব্যাঙ্কের চেক্ বই নেই, অথচ কত টাকা জমেচে তার হিসেব ক'রতো রাত জেগে। একটা আস্ত পাগল ছিলো, মারা যাবার পর জান্‌তে পারলুম। আমাকে বাড়ী থেকে বেরুতে দিতো না। লোকটা একটা উন্মাদ ছিলো।"

ইসাক্ আর ইনার দু'জনেই শুন্‌ছিলো ছেলের কথা। ইনারের মুখখানা কালো হ'য়ে গেল। ইসাক্ শুধু ব'ল্‌লে, "হুঁ !"

সিতার একটুকুও হতাশ হ'লো না। বল্লে, "তা' টাকা নাই বা থাক্‌লো। আর আমরাও ব'সে ব'সে কেবল হিসেব করি। কোন্ দেশটা কেনা হবে। মাকে মুক্তোর গহনা ক'রতে কোন্ দোকানে ফরমাস দেওয়া হবে। বাড়ী গিয়েই আমরা বারজেন্-এর কাগজ নিয়ে ব'সবো বুঝলি ? তোর সেই খাতাটা এতদিনে কাজে লাগ্‌বে।"

সিতার হাসে ওর কথা শুনে ইনারও হেসে ফেলে। শুধু এলেসাস্ রেগে বলে, "থাম্। তোকে আর রঙ্গ ক'রতে হবে না। উঃ! ছোটবেলা থেকে কেবল ঐ সিতারদাদা আর সিতারদাদা!"

সত্যিই আঘাতটা সব চেয়ে বেশী লেগেচে এলেসাস্-এর। ওর লম্বা কোট্, ছড়ি, চক্‌চকে পালিশ করা জুতো সব ফিরিয়ে আন্‌তে হ'লো এই জঙ্গলে। সিতারদাদার টাকায় সহরে গিয়ে থাকা আর হ'লো না। এই বাড়ীতে থাক্‌তে ওর একেবারে ভালো লাগে না। সকল সময় শহরের কথা মনে পড়ে—সেই বড় বড় রাস্তা, হোটেল, গানের মজলিশ, নাচের সঙ্গে সেই হরেক রকমের বাজনা, হোটেলের উঠানে খোলা জায়গায় নাচ—আরও কত স্মৃতি। এখানে একটা মেয়ের মুখ দেখা যায় না। সহরের সেই সব জমকালো জামা পরা মেয়ে না হোক্, একটা চলনসই মেয়ের দেখা পেলেও তার সঙ্গে দুটো গল্প ক'রে সময় কাটে। জেনি ব'লে ঐ মেয়েটার সঙ্গে ভাব করবার চেষ্টা ক'রলে। কিন্তু ও মেয়েটা একেবারেই ঝি, একটুও পছন্দ হয় না এলেসাস্-এর। ওর একটা পছন্দ আছে, হাজার হোক্ শহরের মানুষ সে। জেনির সঙ্গে প্রণয় করুক ঐ জংলী সিতারটা।

রবিবার দিন সকালবেলা হঠাৎ এলেসাস্ এক্‌সেল-এর বাড়ী রওনা হ'লো।

সিভারকে বল্লে, "বারু মেয়েটা কেমন কাজ কর্ম্ম ক'রচে দেখে আসি। ওদের নতুন সংসার—"

সিভার মুখ টিপে হেসে বল্লে, "হ্যাঁ, প্রতিবেশীর সঙ্গে ভাব ক'রবি বৈকি!"

একসেল্-এর বাড়িতে গিয়ে এলেসাস্ বেশ আলাপ জমিয়ে তুল্লে। শহরের ছেলে এলেসাস্, কত কি জানে, কত গল্প ক'রতে পারে তা' সেলেনরায় কেউ কোন দিন জানতে চায় নি। বারুকে শহরের মেয়ে বলা চলে তাই এলেসাস্ তার সঙ্গে গল্প ক'রতে পারলে। দেখ্তেও সুশ্রী এই বারু মেয়েটা। তা'ছাড়া ঐ জঙ্গলের রাজ্যে বারু ছাড়া দ্বিতীয় মেয়ে নেই। বারু হেসে কথা বলে, চোখের কোনে একটা ইঙ্গিতে ধাঁধা লাগিয়ে দেয়। পিয়ানোতে ব'সে নিপুণ হাতে বেহালা বাজায়। সুন্দর আঙুলগুলি খেলা ক'রে বেড়ায়, এলেসাস্ চেয়ে থাকে। সঙ্গীত শেষ হ'লে ওদের গল্প সুরু হয়। শহরের গল্প করে ছু'জনে। এলেসাস্ বলে ওর এই বনে জঙ্গলে একটুও ভালো লাগে না, ও ছুটিতে এসেচে, ছুটি ফুরিয়ে গেলেই চলে যাবে আপিসে কাজ ক'রতে। এ সব কথা না বল্লে মানে থাকে না, বিশেষ ক'রে বারুর মত মেয়ের কাছে। অতএব শহরের গল্প চল্তে থাকে। এই সুসভ্য দু'টি যুবক যুবতীর মাঝখানে পড়ে একসেল হাঁফিয়ে ওঠে। এক সময় ক্ষেতে চলে যায়, কাজ ক'রতে ক'রতে ওদের কথা মনে পড়ে হাসি পায় একসেল-এর।

এলেসাস্ আর বারু। বারুর মাথায় সুগন্ধ, মুখে লাল রং, লাল গণ্ড রক্তিম হ'য়ে পাকা ফলের মত রসভারে টস্‌টস্ ক'রচে। এলেসাস রীতিমত উৎসাহিত হ'য়ে ওঠে। কত কথা, কথা আর কথা। যাবার সময় এলেসাস একবার ভাব্লে বারুকে সঙ্গে নিয়ে যায়, সমস্ত পথটা বেশ গল্প ক'রতে ক'রতে যাওয়া যায় তাহ'লে। কিন্তু বল্তে পারলে না, বড় লজ্জা ক'রলে।

পরের রবিবার এলেসাস্ আবার এলো। আবার শহরের গল্প একসেল নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। ওরা দু'জনে ঘনিষ্ঠ হ'য়ে ওঠে। এক সঙ্গে ওরা গাঁয়ের স্কুলে গিয়েচে, খেলা ক'রেচে, কত মান অভিমান হ'য়ে গেচে। আহা! সেদিনের কথা ভাব্লে স্বপ্ন ব'লে মনে হয়। বারু আর এলেসাস্ সেই ছেলেবেলাকার গল্প করে। কথার ফাঁকে বারু এলেসাস্-এর মুখের দিকে তাকায়। না, মন্দ নয়। অবিশ্যি শহরে যে সব বাবুদের ও দেখেচে, আপিসে কাজ করে, চোখে চশমা, হাতে ঘড়ি, সে রকম আধুনিক ছেলে এলেসাস একেবারেই নয়। তবে একেবারে গ্রাম্য চাষার মত দেখ্তে নয় বরং বেশ ভদ্রলোক আর সুশ্রী। না, এলেসাস্‌কে খারাপ লাগে না বারুর।

বারুর সেই ফটো খানা বার ক'রে দেখায়। বলে, "আজ আর এর কিছুই নেই। এই জঙ্গলে আর মানুষের রূপ যৌবন থাকে?"

ছবিটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে এলেসাস্ বলে, "কিন্তু তুমি বদ্‌লে যাও নি একটুও। আমার তো মনে হচ্ছে তোমাকে ঐ ছবির চেয়ে অনেক ভালো দেখ্‌তে হ'য়েচে।"

বারুর মুখ উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে, ঘাড়টা বাঁকিয়ে মাথা দুলিয়ে বলে, "দেখেচ, কি সুন্দর জামা পরতুম তখন? এই হাতকাটা আর গলার কাচটা খোলা জামা আমার এত পছন্দ।"

ওর দিকে সতৃষ্ণ চোখে তাকিয়ে এলেসাস্ বল্‌লে, "আমি তোমার ছবিখানি রাখতে চাই তুমি দেবে, বারু?"

"তুমি আমাকে কি দেবে বলো?

এর উত্তরে কি বল্‌তে হয় এলেসাস্ তা জানে কিন্তু সাহসে কুলোয় না। এলেসাস্ বললে, "আমার ফটো তুলিয়ে তোমাকে দেবো।"

"না, এ ফটো আমি দিতে পারবো না। আমার ঐ একখানা ছবি আছে।"

বারু ফটোখানা বাক্সর মধ্যে তুলে রাখলে। এলেস্যাস-এর সমস্ত স্বপ্ন যেন ছুটে গেল। মুখ কালো ক'রে ব'সে রইলো।

বারু এলেসাস্-এর মুখের পানে তাকিয়ে কি যেন বুঝে নিলে। তারপর উঠে এসে কাছে ব'সে বল্‌লে, "আমার ছবি দেখলে, এখন কিছু দাও।"

এলেসাস্-এর ওষ্ঠের কাছে বারুর পুষ্ট নরম ওষ্ঠাধর এগিয়ে এসেচে। মুহূর্তের মধ্যে বারু এলেসাস্-এর বুকের ওপর চূর্ণ হ'য়ে গেল যেন। চুমোয় চুমোয় এলেসাস ভ'রে দিলে বারুর গণ্ড কপোল, ওষ্ঠ, কণ্ঠ, বক্ষ। মত্ততার ঝড় ব'য়ে গেল ওদের দেহের উপর দিয়ে।

আবার হাসি, আবার গল্প। প্রণয়ের লীলা চল্‌তে থাকে, বারু ছলনা করে, ওর ঠোঁটের কোণে হাসি ঝিলিক দিয়ে ওঠে, লালসার হাতছানি যেন।

এলেসাস্ বলে, "তোমার হাতখানা পাখীর পায়ের মত নরম।"

হাতখানা টেনে নিয়ে বারু বলে, "থাক্, হ'য়েচে। শহরে গিয়ে কি আমাকে মনে রাখ্‌বে?

"নিশ্চয় রাখ্‌বো। আমাকে বিশ্বাস করো না, বারু?"

"সেখানে আর কারুকে ভালোবাসো?"

"কেউ নেই সেখানে। তোমার সঙ্গে দেখা হবার আগে আর কারুর সঙ্গে—"

"থাক্, হ'য়েচে।"

একটু পরে এলেসাস্ বলে, "আমি তোমাকে চিঠি লিখ্‌বো।"

"লিখো।"

"অবিশ্যি, আজকের দিনটি যদি তুমি মনে না রাখো—"এলেসাস আর বল্‌তে পারে না। তারপর হঠাৎ বলে ওঠে, "শুনলুম তুমি না'কি এক্সেলকে বিয়ে করবে?"

"এক্সেলকে?" ঘৃণায় ওষ্ঠের একটা ভঙ্গী ক'রে বার্ক বলে। কিন্তু তখনই মুখ নামিয়ে সহজ ভাবে বলে, "তবে এক্সেল্ মানুষটা বড় ভালো। আমাকে এত যত্ন করে। যখন যা' দরকার তাই এনে দেয়, মুখে বলতেও হয় না কখনো। লোকটা বড় ভালো একথা মানতেই হবে।"

"কিন্তু ভালো লোক হওয়াটাই সব নয়। ভালো ব'লেই তাকে বিয়ে ক'রবে নাকি?"

কিন্তু বার্ক একথার জবাব দেয় না। এলেসাস্ বাড়ী চলে আসে।

সাতদিন কোন রকমে কাটলো। রবিবার দিন সকাল থেকে এলেসাস্ ছটফট করে, কিন্তু বিকাল পর্য্যন্ত বাড়ীতেই রইলো। সন্ধ্যার আবেগে আকাশ যখন রাঙা হয়ে এলো তখন এলেসাস্ বার্ককে গিয়ে বল্‌লে, "তোমাকে চিঠি লিখবো বলেছিলুম—এই নাও সেই চিঠি।"

এলেসাস নিজে হাতেই এনেচে তার চিঠি। সারা সপ্তাহ ধ'রে অনেক ভেবে অনেকবার লিখে অনেকবার ছিঁড়ে ফেলে বার্ককে সে এই চিঠিখানি লিখেচে—তার প্রথম প্রণয় নিবেদন!

এলেসাস্-এর হাত কেঁপে গেল।

চিঠিখানা প'ড়ে বার্ক বল্‌লে, "তোমার লেখা তো বড় চমৎকার!"

শুধু লেখাটাই চমৎকার আর কি কিছুই বল্‌বার নেই? এলেসাস্ ভালো ক'রে তাকালো বার্কর মুখের পানে। না, সেখানে অভিভূত হবার, প্রণয় সম্ভাবণে বিগলিত হবার কোন চিহ্ন নেই। এ হতাশা এলেসাস্-এর বুকে বাজলো। তবু এলেসাস্ যথাসম্ভব সহজ ভাবে বল্‌লে, "তোমার ঘরে বড় গুমোট, চলো দিকিন্ একটু বেড়িয়ে আসি।"

"না, আমি এক্সেল-এর জন্য ব'সে আছি।"

"এক্সেল ছাড়া কি বাঁচতে পারো না? ঐ লোকটাই কি তোমার সব?"

"ঠিক তাই," বারু বল্লে।

কিছুক্ষণ দু'জনেই চুপচাপ। বারু আজ এলেসাস্কে আঘাত দেবার জন্য তৈরী হ'য়ে ব'সে আছে যেন। তা কি আর করা যায়? এলেসাস্ ভাবছিলো কি ব'লে আবার আলাপ সুরু করবে।

হঠাৎ বারু বল্লে "এখন এই সন্ধ্যাবেলায় তোমাকে এখানে দেখলে একসেল কি ভাব্বে তা জানো কি?"

একসেল্ কি ভাব্বে! ঐ একসেল্? এলেসাস্-এর মনে হ'লো ওকে যেন কে চাবুক মারলে ওর পিঠে। উঠে দাঁড়িয়ে এলেসাস্ বল্লে, "তুমি বলো তো আমি চলে যাচ্ছি। কিন্তু কি করেছি আমি তোমার কাছে?"

ঠোঁট কেঁপে কেঁপে ওঠে, চোখে জল আসে ওর।

বারু লক্ষ্য ক'রে মুখ ফিরিয়ে বলে, "কি আর ক'রবে?"

"তবে আজ তুমি কেন অমনি ক'রচ?" এলেসাস্-এর গলার স্বর ভাঙা।

"কেন আবার? একসেল রাগ করবে তাই।"

"বেশ। তাহ'লে আমি যাই।"

কিন্তু বারু কিছুমাত্র বিচলিত হ'লো না। বললে, "যাও।"

এবার এলেসাস্ ক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠলো, চীৎকার ক'রে বল্লে, "হ্যাঁ তাই যাচ্ছি। এমন জানলে—হুঁ!"

উঠে দাঁড়িয়ে এলেসাস্ একটা চরম আঘাত দেবার জন্য বল্লে, "আশা করি তুমি তোমার ছবিটা ফিরিয়ে নিতে চাও?

বারু নিস্পৃহ ভাবে বল্লে, "তাই দিও।"

"আমি বাড়ী গিয়েই পাঠিয়ে দেবো।"

তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে এলেসাস্ বল্লে, "আমার চিঠিখানা দিয়ে দিলে ভালো হয়।"

ওর পিছু পিছু গিয়ে বারু চিঠিখানা দিয়ে এলো। বারুর হাত থেকে চিঠিখানা নিতে গিয়ে এলেসাস্ চমকে উঠলো। বারুর চোখে জল। ছলো ছলো চোখে এলেসাস্ এর দিকে তাকিয়ে বারু বল্লে, "তুমি যেও না এলেসাস্। বলুকগে, "একসেল যা' খুশী। তুমি যেও না—"

বারু এলেসাস্-এর কাছে এসে মুখখানি তুলে ধরে, সিক্ত আঁখি, ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসির রেখা অপরূপ দেখায়। কিন্তু এলেসাস্ মুখ ফিরিয়ে চলে যায় হন্ হন্ ক'রে। সে পুরুষ, ছলনায় ভোলে না এলেসাস্। একসেল-এর বাড়ীর সীমানা পার হ'য়ে পাহাড়ের গা' বেয়ে চড়াই পথে এলেসাস্ চলতে

থাকে। বাক চলে ওর পিছনে। শেষে বাক ডাকে, "এলেসাস্, এলেসাস্, একটুখানি দাঁড়াও।"

এলেসাস্ দাঁড়ায় যেন আহত সিংহ। ফিরে দেখে কাছেই একটা ঝোপের সামনে পাথরের উপর ব'সেচে বাক। বড় ভালো লাগে এলেসাস্-এর। ওর রাগ চলে যায়। কাছে এসে বাককে বুকে টেনে নিতে যায়। কিন্তু বাক ওকে ঠেলে দিয়ে নিজেকে মুক্ত ক'রে নেয়। বাকর মুখখানি দুই হাতের মধ্যে ধ'রে এলেসাস্ আদর করে কিন্তু বাক তীব্র বেগে দূরে চলে যায়। এলেসাস্ আর কিছু বল্লে না, আপনার পথে চল্‌তে লাগলো।

এলেসাস্ চলে গেল। হঠাৎ ঝোপের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো একসেল। বাক ভয়ে শিউরে উঠ্‌লো বল্‌লে, "তুমি কোথা থেকে এলে এখানে?"

"ঐ দিক থেকে আসছিলুম। তোমাদের দু'জনকে দেখে দাঁড়িয়ে গেলুম আর কি!"

"ও: তাই নাকি?" সহসা বাক রাগে জ্ঞান হারিয়ে ফেল্‌লে। বল্‌লে, "কি দেখ্‌লে? কি মতলব তোমার? আমার দিকে অত কড়া নজর কেন? কেন?"

একসেলও চীৎকার ক'রে বল্‌লে, "কেন এসেছিল ও ছোঁড়াটা?"

"তাতে তোমার কি?"

"আমি জানতে চাই কি এত তোমাদের কথা আর কেনই বা এত ভাব। হুঁ! লজ্জা হওয়া উচিত তোমার?"

"লজ্জা কিসের শুনি?" বাক মাথার খোঁপাটা বাঁধতে বাঁধতে ঝঙ্কার দিয়ে বল্‌লে, "আমি কি পাথরের মূর্ত্তির মতো স্থির হয়ে ব'সে থাকবো নাকি? তোমার আমাকে দিয়ে কাজ না হয় বলো চলে যাচ্ছি আজই। কথা শোনবার মেয়ে আমি নই। কাজ করে দিয়ে আমার ছুটি, তখন যা খুশী তাই ক'রবো।"

বাক ঘরে এলো। একসেলও এলো পিছু পিছু

ওরা দু'জনে একসঙ্গে আছে একবছর হ'লো। একসেল্-এর ইচ্ছা ও বাককে নিয়ে ঘর সংসার করে। এই গভীর অরণ্যের মধ্যে একা থাকতে হবে এ যেন ভাব্‌তেই পারে না। বাক চলে গেছে কল্পনা ক'রতেও ওর মন খারাপ হ'য়ে যায়। ওর চেয়ে অসহায় বোধ হয় আর কেউ নেই জগতে, ও ভাবে। বাককে ও কিছুতেই যেতে দেবে না। কিন্তু বাক প্রায়ই বলে, চলে যাবো। কথার ঝা সয় না মেয়েটার। আজও বাক ভয় দেখালে, চলে যাবো। আর তখনই

একসেল্ ভাবলে যে কোন প্রকারে বারুকে ধ'রে রাখ্তে হবে। এটা নিশ্চিত বারু অতি সহজেই চলে যেতে পারে। তার ভাবনা কি ?

বারু খাবার দিয়ে নিজে খেতে ব'সলো। বল্লে, "আমি কালই চলে যাবো।"

একসেল্ বল্লে, "যেতে পারবে ?"

"কেন, পারবো না কেন ? বারজেন্-এ গেলে আমার কাজের অভাব হবে না।"

একসেল্ খেতে খেতে বল্লে, "কিন্তু কাজ পেলেই এখন ক'রবে কি ক'রে ? এই গর্ভবতী অবস্থায়—"

"তোমার কি মাথা খারাপ হ'য়েচে ? আমার কিছুই হয় নি।"

"কিছুই হয় নি ?" একসেল্ বোকার মত তাকিয়ে থাকে। আশ্চর্য ! স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে—

তা' বারুর হয়তো লজ্জা ক'রচে। মেয়েটা বড় ভালো মেয়ে। একসেল্ অত কথা না বল্লেই পারতো। এখন ওর কথা বারু শুন্বে কেন ? কিছুদিন পরেই তো ওদের বিয়ে হবে তারপর বারুকে শাসন ক'রবার যথেষ্ট সময় পাওয়া যাবে। না, আর কিছু বলা চল্বে না বারুকে। কিন্তু একসেল্-এর দুঃখ হয় এই ভেবে যে তার সন্তান গর্ভে ধারণ ক'রে বারু কেমন ক'রে ঐ এলেসাস্ ছোঁড়াটার সঙ্গে অমন মেলামেশা ক'রে ? না, ঐ এলেসাস্‌কে আর এ পথে আস্তে দেবে না একসেল্।

ছি—ছি—ছি।

কিন্তু এলেসাস্ আর আসে নি বারুর কাছে। বারুর ছবিখানা সে ফেরৎ দিয়ে গেচে—পাঠিয়ে দেয় নি, নিজে এসে দিয়ে গেচে। তখন অনেক রাত্রি বারু ঘুমিয়ে প'ড়েছে। বারুর ঘরের কাছে এসে এলেসাস্ ভাবচে কেমন ক'রে বারুকে জাগাবে। বন্ধ দরজাটা ফাঁক ক'রে এলেসাস্ দেখ্ছিল বারুকে, বারু অকাতরে ঘুমোচ্ছে। আলোটা জ্বল্‌চে টিম্‌টিম্ ক'রে। এলেসাস্-এর মাথাটা ঠুকে গেল দরজায়। খট্‌ ক'রে শব্দ হ'তেই বারুর ঘুম ভেঙে গেল। কিন্তু বারু উঠে ব'সলো না, পাশ ফিরে শুয়ে নিদ্রাজড়িত স্বরে বল্লে, "আঃ, কি হ'চ্ছে তোমার ? আজ আর দরজাটা খুল্‌তে পারচ না, বুঝি ? আমি আর উঠ্তে পারিনে, যাও।"

বারুর আর সাড়া পাওয়া গেল না। এলেসাস্ সন্তর্পণে পা টিপে টিপে

দরজার কাছ থেকে চলে এলো, আসবার সময় দরজার ফাঁকে ফটোখানি গুঁজে দিলে —

বোঝা গেল বাক রাত্রিতে অন্য পুরুষের প্রতীক্ষা করে। বাক তাই আশা পথ চেয়ে ব'সে নেই। বাকর তন্দ্রাজড়িত কণ্ঠের ঐ কয়টা কথা এলেসাস্-এর বুকে গিয়ে বিঁধলো সূচের মত, না, তরবারির মত। এলেসাস্ কোন রকমে পা দু'টো টান্‌তে টান্‌তে সেলেনরার দিকে চলতে লাগ্‌লো। বুকে আঘাত লেগেচে, এলেসাস্-এর মনে হ'লো।

১২

দলে দলে মেয়ে পুরুষ আসে সেলেনরা'য়। সুদূর গ্রাম থেকে তারা আসে একটা অদ্ভুত জিনিষ দেখ্‌তে। ইসাক্ একটা ঘাস কাটা কল এনেচে। যন্ত্রটার পিঠের ওপর বস্‌বার জায়গা আছে। ইসাক্ সেখান্‌টায় ব'সে মাঠের ওপর দিয়ে কল চালিয়ে নিয়ে যায় আর পাহাড়ের গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে লোকে তাই দেখে। তাছাড়া ইসাক্-এর ঐশ্বর্য্যের কাহিনী শুনেও অনেকে আসে, ঘর বাড়ী দেখে চলে যায়। দুই ছেলেকে নিয়ে ইসাক্ সারাদিন কল্ নিয়েই ব্যস্ত— নাবা খাবার সময় নেই। চল্‌তে চল্‌তে কল্‌টা খারাপ হ'য়ে যায়। কোথায় একটা নট্ আল্‌গা হ'য়ে যায়, কোথায় একটা বোল্‌ট্ খুলে প'ড়ে যায়, আর কল বিকল হ'য়ে যায় তখনই। কলের কোম্পানী একটা ছাপানো বই দিয়েচে তাতে কল ব্যবহার করা মেরামত করা সব প্রণালী লেখা আছে। এলেসাস্ বইখানা খুলে প'ড়ে ব'লে দেয় কি কর'তে হবে। বই-এর কথা শুনে কল চালালেই আবার চল্‌তে সুরু করে। এ একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার। ইসাক্ রীতিমত বুক ফুলিয়ে কলটার ওপর ব'সে থাকে, অসমতল উপত্যকাভূমির ওপর হেলেদুলে কলটা গড়িয়ে গড়িয়ে চলে।

একসেল্ এসে দেখে গেল, ব্রিড্ এলো। যথেষ্ট বাহবা দিয়ে গেল। তারপর এলো ওলি। ওলি অনেক বুড়ো হ'য়ে গেচে। সিভারকাকা ওর নামে কিছু লিখে দিয়ে যাবে এই ছিল ওর জীবনের শেষ ভরসা। কিন্তু সেই সিভারকাকাও ফাঁকি দিয়ে গেল। আহা, বেচারা!

অবিশ্যি, ওলি ঠিক সে কথা আর ভাবে না। ওলি কখনো হতাশ হয় নি। ওলি এসেচে সেলেনরায়। কিছু পনীর, কিছু ভেড়ার লোম নিশ্চয় দেবে। না দিলে ওলি জানে সে কি ক'রবে। তারপর এখান থেকে একসেল্ মেট্রাম্-এর বাড়ী হয়ে ফিরবে। কাজেই খুব লোকসান হবে না ওর। ওলি এসেই ইসাক্কে বল্লে, "তোমার কথা যে কত শুনি লোকের মুখে তা আর কি বল্বো। আজ শুনচি তোমার নতুন বাড়ী হ'য়েচে, কাল শুনি তোমার ক্ষেতে কলে চাষ হ'চ্ছে। শুনি আর ভাবি সেই আমাদের ইসাক্ তো! আর তোমার ঐ ছেলেদু'টোকে একবার না দেখে থাকতে পারি নে—"

হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে ওলি চোখ মোছে। ইসাক্-এর অতকথা শোন্বার সময় নেই। ব্রিড্-এর বাড়ী জমি সব নিলাম হবে। গাঁ থেকে কালেক্টারীর সাহেব আস্‌চে নিলাম ডাক্তে। আরও অনেক লোক আস্‌চে কিন্তে। ইসাক্ও যাচ্ছে সেখানে। তবে জমি সে কিন্বে না। দেখ্বার লোক নেই। এলেসাস্‌কে ব্রিড্-এর জমিটা কিনে দেবে ভেবেছিলো। কিন্তু এলেসাস্ তার মায়ের কাছে স্পষ্ট ব'লে দিয়েচে। এই জঙ্গলে থেকে জীবনটাকে নষ্ট হ'তে দেবে না। শহরে সে কত কি শিখেচে সে এই বনের মধ্যে চাষ ক'রবে ব'লে। লেখাপড়া জানা ছেলে সে, শহরে যাবে। বড় হবে, এমন কি কালেক্টারী সাহেব হ'য়েও হয়তো একদিন ফিরে আস্তে পারে। অতএব তারপর থেকে ইসাক্ জমি কেনার কথা আর ভাবে না তবু না গিয়ে সে পারে না; নিলাম ডাকার মত ঘটনা বনরাজ্যে এই প্রথম। নতুন সার্ট গায়ে দিয়ে ইসাক্ ব্রিড্-এর বাড়ীর দিকে চল্লো।

ব্রিড্-এর বাড়ীতে হৈ হৈ কাণ্ড। কালেক্টরীর সাহেব এয়েচেন, সঙ্গে লোকজন, পুলিশ কনষ্টেবল। গাঁয়ের দু'একজন বিত্তশালী মুদী ও কামার এয়েচে। তা' ছাড়া, একসেল্ এয়েচে, আরও কারা এয়েচে, ইসাক্ তাদের চেনে না। বাড়ী বিক্রী হ'য়ে যাচ্ছে তাতে ব্রিড্ খুব দুঃখিত হ'য়েচে ব'লেত মনে হয় না। ইসাক্কে বল্লে, "এই বাড়ী আর জমি নিয়ে আমার হবে কি? গাঁয়ে গেলে আমি অনেক কাজ পাবো, কি বলো? তাছাড়া ছেলেমেয়েরা সবাই বড় হ'য়ে এলো। তারা নিজের ভাবনা নিজে ভাব্বে। অবিশ্যি, আমার স্ত্রীর শীগ্‌গির আর একটি ছেলে হবে। তা ওর জন্য ভাবি নে। তবে কি জানো, টেলিগ্রাফের এই কাজটাও ছেড়ে দিয়েচি কি না তাই মাঝে মাঝে—যাক্ গে, ওসব কথা। কে দর দিলে, একসেল্? তা' বেশ তা'

বেশ। আমার গরুটা আর ভেড়াগুলোও নিলামে দিয়ে দিই। ওদের নিয়ে আর কোথায় যাবো ? বলো—"

লোকটা পথে ব'সলো। একসেল সকলের বেশী দর দিয়ে জমিজমা সমেত বাড়ীটা কিনে নিলে। সাহেবের কাছে নগদ দাম চুকিয়ে দিলে। তারপর গরু আর ভেড়ার নিলাম ডাকা হ'লো। ইসাক্ দু'টো ভেড়া কিনে নিলে। ওর দুঃখ হয় ব্রিড্-এর জন্ম। এতগুলো ছেলে মেয়ে নিয়ে লোকটা কি যে ক'রবে। ইসাক্ ভেবেই পায় না মানুষ এতখানি অকর্মণ্য কেমন ক'রে হয়। আশ্চর্য্য ! ব্রিড্-এর স্ত্রীর মুখেও কোন শোকের ভাব নেই। নিলামে লোকজন এসেচে দেখে দিব্যি চা আর কফির দোকান খুলে ব'সেচে। চা বিক্রী ক'রচে আর হাসচে, লোকের সঙ্গে গল্প ক'রচে। বিরক্ত হ'য়ে ইসাক্ বাড়ীর দিকে রওনা হ'লো। একসেল্ বললে, "চলো, আমিও যাবো।"

দু'জনে অনেক গল্প হ'লো পথে আসতে আসতে। একসেল্ ব্রিড্-এর বাড়ীটা কিনে নিলে নিজের জন্ম নয়। ওর এক ভাই আছে তার জন্ম। তবে বারু যদি বলে তাহ'লে বাড়ীটা ও নিজের নামেই রাখবে।

বারুর কথায় ইসাক্ বললে, "ও, তা' বেশ।"

এলেসাস্ শহরে যাবে, মত ঠিক্। ওর ভূতপূর্ব্ব সাহেবকে লিখেচে কাজের জন্ম। কিন্তু তিনি দুঃখ ক'রে জানিয়েচেন সময় বড় খারাপ, তাঁর আর লোকের দরকার নেই। তবে এলেসাস্ যদি শহরে এসে পড়ে তাহ'লে তিনি একটা কাজ দেখে দিতে পারেন অন্য কোন আপিসে। এলেসাস্ কিছুমাত্র দমে যায় নি সাহেবের চিঠি পেয়ে। তাকে শহরে যেতেই হবে। বারজেন্-এ না গিয়ে সে কি এইখানে ব'সে সময়টা বৃথা কাটিয়ে দেবে ? এখানে আছে কি ? বারুর সঙ্গে ওর যদি ভাব থাকতো তা হ'লেও না হয় এখানে থাকার একটা অর্থ হ'তো। তাকে যেতেই হবে এই জঙ্গলে দেশ থেকে। এলেসাস্ মানুষ হবে, শহরে যাদের দেখেচে তাদের মত হবে।

সাহেবের চিঠিটার গোড়ার কথাগুলো কাকে বললে না এলেসাস। শহরে কাজ একটা নিশ্চয় পাবে। ও সাহেবকে তুষ্ট ক'রে অন্য জায়গায় কাজ ক'রবে সে। কিন্তু এখানে থাকলে সে বাঁচবে না। এতদিন সভ্যজগতে বাস ক'রে সে মানুষ হ'য়ে বাঁচতে শিখেচে। সে সভ্যজগতের তরুণ, সে ভদ্র,

তার পোষাক চাই, গান বাজনা চাই, দোকান হাট চাই, শহর চাই। এখানে সে ছটফট করে। সে নবীন যুবক, সে কি ব'সে থাকবে এখানে তার মা গরুর দুধ দুইবে তাই দেখ্‌বার জন্য? এলো গায়ে চাষ ক'রবে আর ঘাস কাটা কল চালাবে এছাড়া জীবনে আর কি কোন উদ্দেশ্য নেই? এলেসাস যাবার দিন স্থির ক'রে ফেল্‌লে।

সেলেনরায় মনের আবেগ দেখানোটা সঙ্গত নয়। এলেসাস্ যাবার সময় লিওপোল্ডাইন্‌কে আদর ক'রলে, রেবেকাকে কোলে নিয়ে চুমো খেলে সিভার ওর জিনিষপত্র বেঁধে পাহাড়ের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েচে ও এলেসাস-এর সঙ্গে যাবে গাঁ পর্যন্ত। জেনি লোম থেকে সুতো তৈরী ক'রছিলো। মুখ নীচু ক'রে রইলো। ইনার কাঁদ্‌চে, এলেসাস্ মায়ের কান্না দেখে মুখ ফিরিয়ে নিলে। ওর চোখ দু'টো জ্বালা ক'রছিলো। ইনার ছেলেকে কাছে টেনে নিয়ে আদর ক'রলে। ইসাক্ ঘর থেকে বেরোয়নি এতক্ষণ। হঠাৎ বেরিয়ে এসে এলেসাস্-এর হাত দু'টো ধ'রে ঝাঁকানি দিয়ে বল্‌লে, "ভালো থাকিস্, সাবধানে থাকিস্, আর যাঃ, ঘোড়াটা—"

পরমুহূর্তেই ছেলের হাত ছেড়ে দিয়ে ইসাক্ ছুটে চলে গেল ক্ষেতের দিকে। এলেসাস্ বাপের মুখের একটা অংশ দেখ্‌তে পেয়েছিলো। দাড়ির প্রান্ত চোখের জলে ভিজে গেচে। ইনার বল্‌লে, "ঐ মানুষটার জন্য দুঃখ হয় রে। তোকে বিদেশে পাঠিয়ে ওর যে কি হ'চ্ছে সে ভগবান্ ছাড়া কেউ জান্‌বে না। এই নে, দু'শোটাকা। চিঠি দিস্। চিঠি লিখ্‌তে কখনো ভুল্‌বিনে তো, বাবা?"

এলেসাস্ ঘাড় নেড়ে প্রতিশ্রুতি দেয় কখনো ভুল্‌বে না।

পাহাড়ের বাঁকে থমকে দাঁড়িয়ে দেখ্‌লে ওর বাবা ঘাস কাটা কলটায় চড়ে খুব জোরে চালাচ্ছে, অসমতল মাঠে বুঝি বা উল্‌টে পড়ে। বাপের কাণ্ড দেখে সিভারের হাসি পায়, বলে, "চল্, সন্ধ্যের আগে গাঁয়ে পৌছতে হবে।"

পথে বারুর সঙ্গে দেখা। ব্রিড-এর বাড়ীতে ওরা বিশ্রাম ক'রলে। বারু কফি তৈরী ক'রে দিলে। বারু কটাক্ষ ক'রে এলেসাস্‌কে বল্‌লে, "শহরে কত মেয়ে তোমার পথ চেয়ে ব'সে আছে। তা' যাও, সুখে থাক্‌বে।"

এলেসাস্ উত্তর দিলে না। সিভার সঙ্গে না থাক্‌লে বল্‌তো, "আছেই তো। কত মেয়ে আমাকে [illegible] ক'রতো। কিন্তু বারুর কাছে গৌরব করবার এমন সুযোগটা মাঠে মারা গেল। বারুকে দেখে ওর ঘৃণা

ক'রচে। ছি! একসেল-এর সঙ্গে ওর বিয়ে হয় নি অথচ বারু যে জননী হ'তে চলেচে স্পষ্টই তা বোঝা যায়। এলেসাস ছেলে মানুষ তবু ওর চোখেও আজ বারুর দেহের অসঙ্গতি গোপন রইলো না। এলেসাস মুখ ফিরিয়ে পাথরের মত ব'সে রইলো।

বারু সিভারের সঙ্গে আলাপ ক'রলে! একসেল একলা মানুষ, শীত এসে পড়চে। সিভার যদি দু'একদিন এখানে থেকে একটু সাহায্য করে, তাহ'লেই ঘরটা একসেল্ তুলে নেয়। এলেসাসকে এগিয়ে দিয়ে গাঁ থেকে ফেরবার পথেই যদি সিভার এখানে ক'দিন থেকে যায় তা'হ'লে বড় ভালো হয়। বারু সেলেনরা থেকে সিভারের জামাকাপড় আনিয়ে রাখবে। সিভার রাজী হ'লো। ওরা উঠে প'ড়লো, অনেকটা পথ যেতে হবে। বারু এলেসাস্-এর আপাদমস্তক দেখ্ছিলো, ওর গায়ের দামী কোট দেখে, ঠোঁট বাঁকিয়ে বল্লে, "শহরে লোকে কোট দেখেই খাতির ক'রবে বাবু ব'লে।"

গাঁয়ে পৌঁছে দুইভাই মুখোমুখী দাঁড়ালো। এলেসাস্-এর হাত ধ'রে আঙুল কটা নাড়াচাড়া ক'রতে ক'রতে সিভার বল্লে, "তোর বোধ হয় খুব একা একা মনে হবে, নয়?"

সিভারের গলা ভাঙা। এলেসাস-এর গলার কাছে কি যেন ঠেলে উঠ্চে। এলেসাস্ তখনি অন্যদিকে চেয়ে শিস্ দিতে সুরু ক'রলে। তবু চোখে জল্ এসে পড়লো। কিন্তু ততক্ষণ সিভার চ'লে গেচে। অনেক দূর থেকে চীৎকার ক'রে সিভার বল্লে, "ওখানে গিয়ে আগে খেয়ে নিস্, বুঝলি?"

সিভারের মুখ দেখা যাচ্ছে না, চারিদিক ঝাপ্সা হ'য়ে আসে এলেসাস এর চোখের সাম্‌নে।

১৩

সিভার ক'দিন কাজ ক'রে চলে গেচে। ঘর তৈরী হ'য়েচে, পাথর আর মাটির নয়, কাঠের—দস্তুর মতো কাঠের বাড়ী। বারুর আর বলবার কিছু নেই। গাঁয়ের লোকের মতই ওদের বাড়ী ঘর, ক্ষেত খামার।

সেদিন একসেল্ ওর নতুন ঘরের কাজ ক'রছিলো, জানালা দরজা এখনও বাকী। দুপুরবেলা বারু রোজ খেতে ডাকে, আজ তার দেখা নেই। ক্ষিদে অসহ্য হ'তে একসেল রান্নাঘরে এসে দাঁড়ালো। কিন্তু বারু কোথায় গেল?

একসেল ডাক্‌লো, "বারু, বারু!" বারুর সাড়া নেই। এঘর ওঘর খুঁজে একসেল্ গেল বনের দিকে। আর একটুখানি গেলেই ছোট একটি নদী হঠাৎ একসেল্ থমকে দাঁড়ালো, "বারু, তুমি এখানে এমন ক'রে শুয়ে?"

একটা ঝোপের আড়ালে বারু শুয়ে আছে চিৎ হ'য়ে, মনে হচ্ছে যেন যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ ক'রচে। বারুর মুখ ছা-ইএর মতো শাদা, বল্‌লে, "জলের মধ্যে পড়ে গিয়েছিলুম।"

বারুর কণ্ঠস্বর বিকৃত, কথাগুলো অস্পষ্ট। একসেল্ এতক্ষণে লক্ষ্য ক'রলে বারুর সর্ব্বাঙ্গ ভিজে, মুক্ত এলোচুল থেকে জল ঝরে প'ড়চে।

"তোমার কি সেই বেদনা উঠেচে?"

"না। সে হ'য়ে গেচে।"

"সেকি! হ'য়েচে?"

"হ্যাঁ, চলো বাড়ী চলো।"

বারু উঠে দাঁড়িয়েই বাড়ীর দিকে চল্‌তে সুরু করে। ওর সঙ্গে চল্‌তে চল্‌তে একসেল প্রশ্ন করে, "কিন্তু—কোথায়?"

"কি কোথায়?"

"ছেলে—তোমার যে ছেলে হ'য়েচে—?"

"মরে গেচে—না, মরা হ'য়েছিলো।"

"মরা হ'য়েছিলো?"

"হ্যাঁ।"

একসেল্ দাঁড়িয়ে যায় চল্‌তে চল্‌তে। বলে, "কিন্তু কোথায়?"

"সে খোঁজে তোমার দরকার নেই," বিরক্ত হ'য়ে বারু বলে, "চলো অনেক বেলা হ'লো। আমি হাঁটতে আর পারি নে। বেশী কথা না ব'লে আমাকে ধরে নিয়ে চলো।"

একসেল্ বারুকে কোলে তুলে নেয়। বাড়ীতে এসেই আবার বলে, "হ'য়ে মরে গেল, না মরা হ'য়েছিলো?"

"কতবার বল্‌বো?" গায়ের জামা পাল্‌টাতে পাল্‌টাতে বারু বলে।

"গেল কোথায়? কোথায় রেখে এলে?"

"সে একরত্তি দেহ দেখে তোমার কি হবে? নাও, খাওয়া দাওয়া সেরে নাও।"

"কিন্তু, তুমি নদীর ধারে কি করতে গিয়েছিলে?"

"ঐ শুকনো গাছের ডাল আন্‌তে গিয়েছিলুম, খাঁচা তৈরী ক'রবো ব'লে।"

বারু খাবার দেয় একসেল্‌কে। খেতে ব'সে একসেল্ আর কিছু বলে না। খেয়ে উঠে বারুর পিঠে হাত রেখে একসেল বলে, "এখন কেমন আছ?"

"ভালোই তো মনে হচ্ছে।"

"আমি বলি কি গাঁ থেকে ডাক্তারবাবুকে ডেকে আনি।"

বারু সহসা শিউরে ওঠে। কিন্তু পরক্ষণেই ভর্ৎসনার সুরে বলে, "তুমি থামো, পয়সা বেশী হ'য়েছে!"

একসেল কাজে গেল। সন্ধ্যাবেলায় কাজ সেরে ঘরে এসে দেখে বারু তার নিজের ঘরে ঘুমোচ্ছে। ক্লান্ত, পাণ্ডুর মুখে বেদনার ছায়া, দেহ এলিয়ে দিয়ে ঘুমোচ্ছে বারু।

পরদিন সকালবেলা বারু নিয়মিত কাজকর্ম সুরু ক'রে দিলে যেন কিছুই হয় নি। কেবল গলার স্বরটা একেবারে ভাঙা। একটা গরম কাপড়ের টুকরো জ'ড়িয়েচে গলায়। ওরা কেউ কথা বলে না। কিছুদিনের মধ্যেই ব্যাপারটা পুরোনো হ'য়ে যায়। জীবনে নূতন সমস্যা আসে, নূতন ঘটনা ঘটে। কাঠের বাড়ীতে এখনও জানালা বসানো হয় নি। কাঠের জানালা বসাতে একসেল-এর প্রাণান্ত হ'চ্ছে। এ সব কাজে একসেল খুব পটু নয়, তার ওপর সাহায্য ক'রবার কেউ নেই। এদিকে ফসল কাটার সময় হ'য়ে এলো। ওরা আগেকার মতই আছে, একসেল আর বারু। কিন্তু কোথায় একটা মস্ত পরিবর্ত্তন হ'য়ে গেচে। বারু কাজকর্ম করে বটে কিন্তু সে নিতান্তই দাসীর মত, ঘরণীর মত নয়। নানা ভাবে নানা আচরণে সে স্পষ্ট বুঝিয়ে দেয় সে চলে যাবে এখান থেকে। একসেল্ লক্ষ্য ক'রে বারুর ওপর তার অধিকার শিথিল হ'য়ে গেছে। এতদিন সে নিশ্চিন্ত ছিল, তার সন্তান গর্ভে ধারণ ক'রে বারু তাকে অস্বীকার ক'রতে পারবে না। সন্তানকে মানুষ ক'রতে হ'লে সন্তানের পিতাকে বৈধ অধিকার দিতে হবে। কিন্তু তা' হ'লো না, ছেলে পৃথিবীতে এলো আর চ'লে গেল। বারুকে কিছুতেই বাঁধা গেল না।

একদিন বারু একসেল্-এর দেওয়া আংটিটা খুলে ফেল্‌লে। একসেল বল্‌লে, "ওটা কি হ'লো?"

"কি আবার হবে?" বারু গ্রীবা দুলিয়ে বল্‌লে।

একসেল্ আর প্রশ্ন ক'রলে না। বারু তাকে মোজামুজি ত্যাগ ক'রে চলে যেতে চায় এটা তারই আভাস। বারু জানিয়ে দিলে সে বিয়ে ক'রবে না একসেলকে।

ইতিমধ্যে মৃত শিশুর দেহ একসেল্ আবিষ্কার ক'রেচে। নদীর ধারে পাখীর জটলা দেখে ওর সন্দেহ হয়। তারপর একটা শকুন এসে নদীর তীরে একটা জায়গায় মাটিতে ঠোকর দিতে থাকে। একসেল্ সেইখানকার মাটি সরিয়ে দেখে ছেঁড়া জামায় মোড়া একটি শিশু। সম্ভবতঃ বারু যখন শিশুটিকে মাটি চাপা দিয়ে রেখে যায় তখন ঐ শকুনটা দেখেচে। তা' ভালোই হ'লো। নদীতীর থেকে কিছু দূরে অনেকটা মাটি খুঁড়ে তার সন্তানকে সমাধিস্থ ক'রলে। একসেল্ তার ছেলের দিকে তাকিয়ে অবাক্ হ'য়ে যায়, চোখ ফেরাতে পারে না। কি সুন্দর, কালো রেশমের মত একমাথা চুল, চোখ বন্ধ যেন ঘুমোচ্চে। পক্ষী শাবকের মত নরম দেহ, তার আপন সন্তানের দেহ। ছেঁড়া জামাটা খুলে, একসেল্ আবার তার গায়ে জড়িয়ে দিলে। অনেকক্ষণ ধ'রে অনেক যত্নে একসেল্ ঐ ছেঁড়া জামাটা দিয়ে শিশুর গা' ঢেকে দিলে। তারপর ধীরে ধীরে শুইয়ে দিলে মাটির মধ্যে, অন্ধকার গহ্বরের তলায়। আর কোন চিহ্ন নয় শুধু ঝোপের মধ্যে সবুজ ঘাসে ঢাকা একটুখানি ঢিবি জেগে রইলো।

একসেল্ বাড়ী আসতেই বারু কাছে এসে ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন ক'রলে, "কোথায় ছিলে এতক্ষণ? আমি ভেবে মরি।"

একসেল্ জানে এটা মিথ্যা কথা। ওর জন্ম বারু কখনো ভাবে না, আসলে ওর মুখের চেহারা দেখে বারু ভয় পেয়েচে। চোখে মুখে একটা আশঙ্কার উদ্বেগ।

নিজের মুখের ভাব যথাসম্ভব স্বাভাবিক ক'রবার চেষ্টা ক'রলে। ঘরে গিয়ে বারুকে বললে, "শোনো, তুমি আংটি খুলেচ কেন?"

একসেল্-এর কণ্ঠস্বর শুনে এতদিন পরে বারু চমকে উঠলো। কিন্তু তখনই সহজ ভাবে বললে, "তা' তুমি প'রতে বললে আবার প'রবো। তাতে কি!"

বারু আংটিটা বাক্স থেকে বের ক'রে প'রলে। বারু আংটিটা প'রতেই একসেল্-এর সমস্ত রাগ কোথায় চলে গেল। খুশী হ'য়ে বললে, "আমি তোমার বাবার কাছ থেকে বাড়ীটা কিনেচি তোমারই জন্ত। তুমি যখনই বলবে আমরা না হয় ওখানে গিয়েই থাকবো।"

যাক্, তা' হ'লে একসেল্ কিছুই জানতে পারে নি, যাক নিশ্চিন্ত হ'লো। আর তখনই ওর সাহস ফিরে এলো, বললে, "তাতো অনেকবার শুনেছি। আমার আর ভালো লাগে না।"

"তা' ভালো লাগবে কেন ?" একসেল্ বললে।

বাড়ীটা একসেল্ কিনে নিলেও বারুর বাপ-মা এখনও ঐ বাড়ীতেই রয়েছে। একসেল্ দখল করে নি পাছে ছেলেমেয়ে নিয়ে ব্রিডকে পথে দাঁড়াতে হয়। ব্রিড্ প্রায়ই ব'লে থাকে শীঘ্রই ওরা গাঁয়ে যাচ্ছে—সব ঠিক। আর কয়েক দিন যদি একসেল্ দয়া ক'রে ওদের থাকতে দেয়, ইত্যাদি। বারুর কথা শুনে ওর মনে হ'লো এতটা করুণা না ক'রলেই ভালো ছিল।

বারু বললে,"সব বুঝি আমি। তুমি এখন ওখানে গিয়ে থাকতে চাও বাবাকে তাড়াবে ব'লে। সবই বুঝি—"

"ব্রিড্ তো বললে তারা গাঁয়ে চলে যাচ্ছে!"

"কোথায় যাবে শুনি ? তুমি তাদের কি ব্যবস্থা ক'রেচ ?"

একসেল্ বারুর কথায় এবার রেগে ওঠে, এসব কথার মানে কি—বলে, তোমার কথা বুঝবো এতখানি বুদ্ধি ভগবান আমায় দেন নি। তোমার ত মেয়ে—"

"কেন ? না বোঝবার আছে কি ? বলি, তুমি কেন আমার মাকে এখানে এনে রাখো না ? তোমার এখানে এত কাজ, আমার একটা লোক না হ'লে চলচে না।"

"বেশতো একজন ঝি রাখো—আমি খোঁজ ক'রে দেখি।"

"থাক্, এখন তো শীতকাল এসে প'ড়চে—কাজ কম, এখন কি হবে ?"

বারুকে না হ'লে ওর চলবে না। একসেল্ অনুযোগের সুরে বলে, "কি ক'রলে যে তুমি খুশী হবে বারু আমি তো ভেবেই পাই নে।"

কথাটা একসেল প্রেমিকের মতই বললে। বারুকে ওর বড় প্রয়োজন।

বারু বিদ্রূপ ক'রে বললে, "কেন, কত ক'রচ তুমি আমার জন্য। আমার বাপ-মাকে পথে বসাতে যাচ্ছ, আরও কত কি ক'রবে কে জানে!"

এবার একসেল্-এর ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে, বলে, "জাখ্, তোদের জন্য যা' ক'রেচি তার এক কড়ার যুগ্যি ন'স্ তোরা! বেইমান, পাজী!"

"আমরা বেইমান! উনি মস্ত দাতা!"

"না, দাতা হবে কেন ? দাতা তুই, তোর বাপ!"

এক্সেল্ উঠে দাঁড়িয়ে টেবিলের ওপর ঘুসি মারে। ওর রাগ দেখে এখন বারু হাসে, বলে, "কি ভয় দেখাচ্ছ নাকি? ভয় পাবার মেয়ে আমি নই, কি ক'রবে তুমি আমার?"

টেবিলটা উল্টে ফেলে দিয়ে এক্সেল্ এগিয়ে আসে বারুর কাছে, চীৎকার ক'রে বলে, "কি ক'রতে পারি তোর? ছেলেটাকে তুই জলে ডুবিয়ে মেরেচিস্? বল্—বল্—"

"আমি জলে ডুবিয়ে মেরেচি?"

"হ্যাঁ, ওর গায়ে ভিজে জামা জড়ানো ছিল। মাথায় জল্ র'য়েচে দেখলুম"

"তা তো থাক্‌বেই। আমি জলে পড়ে গিয়েছিলুম আর তখনই—"

"তুই জলে প'ড়ে গিয়েছিলি?"

"হ্যাঁ, তা নয় তো কি? আমি নদী থেকে ওঠবার আগেই—"

"হুঁ! কিন্তু ঐ ছেঁড়া জামাটা তুই নিয়ে গিয়েছিলি কেন? গাছের ডাল আনতে গেলে ঐটুকু জামা কি কাজে লাগবে?"

"ছেঁড়া জামা?"

"হ্যাঁ, আমারই সার্ট ছিঁড়ে নিয়ে গিয়েছিলি!"

"ঐ ডালগুলো—মানে—"

বারু গুছিয়ে গল্পটা বলে। কলহ যতই হোক্, বারুর কাছে থাকতে থাক্‌তে এক্সেল্ এক সময় শান্ত হ'য়ে আসে, ওর রাগ চলে যায়।

এক্সেল আর বারুর মধ্যে বঞ্চনা আর সংশয় জমে উঠেচে। সন্দেহ আর হঠকারিতায় বারুর চরিত্র দূষিত। তবু এক্সেল্ বারুকে ত্যাগ ক'রবার কথা ভাবতেই পারে না। এই নির্জ্জন অরণ্যে ও ঘর বেঁধেছিলো একা। তারপর যেদিন বারু এলো সেদিন থেকে ওর জীবনের সঙ্গে বারুকে ও বেঁধে ফেল্‌লে। সেই গ্রন্থি ওর জীবনের মর্ম্মমূল পর্য্যন্ত দৃঢ় ক'রে রেখেচে। আজকে বারু আছে ওর অস্তিত্বের সঙ্গে জড়িয়ে। বারু নিষ্ঠুর, বারুর হৃদয় নেই, মমতা নেই তবু বারু সুন্দরী। কোন এক সন্ধ্যায় বারু ওর বুকে মাথা রেখে গান গায়, এক্সেল্-এর বাহু বন্ধনে পুষ্পিতা লতার মত এলিয়ে পড়ে। বারু এমনই এক মেয়ে যাকে আঘাত দেওয়া যায় কিন্তু চূর্ণ করা যায় না, যাকে ঘৃণা ক'রলেও ত্যাগ করা যায় না।

অনেকদিন পরে এক্‌সেল্ বল্‌লে, "আর কত দেরী ক'রবে ? বিয়ে ক'রতে তোমার এখনও আপত্তি কেন ?"

"লেখাপড়া যে জানে না সে আমার স্বামী হবে ? মাগো !"

"যতটা লেখাপড়া আমার জানা দরকার ততটা আমি জানি।"

"ছাই জানো ! তা' ছাড়া, আমার খুশী—বিয়ে আমি ক'রবো না। এই জঙ্গলে মানুষ থাকে। আমি বারজেন্-এ যাবো। সেখানে গিয়ে থাকবো। উঃ, এখানে আমি ম'রে যাবো !"

"তাই যাও," "এক্‌সেল্ রাগ ক'রে কাজে চলে যায়।

বারজেন্ শহর, নাচগান, হোটেল আর সকালবেলা উঠেই খবরের কাগজ—এ ছাড়া বারু অন্য কিছু চায় না, ভাবেও না। আজকাল বারু কথা বলে বেপরোয়া ভাবে। ওর ছেলের মৃত্যু সম্বন্ধে এক্‌সেল কতটা বিশ্বাস ক'রেছে আর কতটা করে নি এই নিয়ে ওর মনে একটু শঙ্কার ভাব ছিলো। কিন্তু এখন ওর ভয় নেই, লজ্জা তো নেই-ই। অবিশ্যি স্পষ্ট কিছু স্বীকার করে না। বলে, "আমি যদি নিজেই ডুবিয়ে দিয়ে থাকি তাতেই বা কি ? থাকো এই জঙ্গলে তাই তোমার এত ভয়, এত ভাবনা, শহরের খবর যদি রাখতে বুঝতে।" কত মেয়ের ইতিহাস বারু বলে যায়, কত কাহিনী ওর জানা আছে। এই তো বারজেন্-এ সেদিন দু'টো মেয়ের ছেলে হলো একদিনে। দুজনে মিলে ছেলে দুটোকে নদীর ধারে ফেলে রেখে এলো। শীতকাল, ঠাণ্ডায় বরফের মধ্যে দুটোই মরে গেল। পুলিশ অনেক খোঁজ ক'রে ওদের গ্রেফতার ক'রলে। একজনের জেল হ'লো ক'মাসের আর একজনের কিছুই হ'লো না। বারু এক্‌সেলকে বলে, "এসব বিষয়ে আইন খুব কড়া নয়, ভয় করবার কিছুই নেই। ক্রিশ্চিয়ানার একটি মেয়ের সঙ্গে ভাব হয়েছিলো। সে কাজ ক'রতো এক হোটেলে। পরপর দু'বার তার ছেলে হ'লো দু'বারই মেরে ফেললে। প্রথমবার পুলিশে খোঁজ পেলে না, শেষবারে ধরা প'ড়ে তিন মাস জেল হ'লো। কেবল তোমার যতো ভয়। জঙ্গলে থেকে—"

এক্‌সেল্ আর শোনে না, ক্ষেতের দিকে চল্‌তে থাকে দ্রুতপদে। এসব কথা শুন্‌লে ওর ভয় করে। বারুকে ও ভয় করে, মনে হয় বারু ওর জীবনে সর্ব্বনাশ ডেকে আনছে। সঠিক কিছু ধারণা ক'রতে পারে না, শুধু ভয় করে, শিউরে ওঠে। ভাবে বারুর কাছ থেকে পালিয়ে যাবে। আপন সন্তানকে হত্যা করাটা বারুর কাছে সামান্য ঘটনা। বারু বলে সে হত্যা

করেনি, ডুবে মরেচে তার ছেলে। কিন্তু এই প্রসঙ্গে যখন সে কথা ব'লে তখন ওর কেমন একটা তাচ্ছিল্যের ভাব দেখা দেয়। একসেল্ একদিন বললে, "ঐ নদার ধারে অমনি ক'রে কবর দিলে ওতেই লোকে সন্দেহ ক'রবে।"

"কে জানবে যে ওখানে—"

"কিন্তু সেলেনরার কথা সবাই জেনেছিলো।"

"বেশতো জানুক। আমি ভয় করিনে। আইনে তেমন কিছু শাস্তি লেখা নেই। তাছাড়া আমি নিজেই একবার একটা কাজ ক'রেছিলুম যা আজও ধরা পড়ে নি।"

একসেল্ বিশ্বাস করতেই পারে না, অস্ফুট স্বরে বলে, "তুমি? তুমি কি ক'রেছিলে?"

"কি ক'রেছিলুম? এই, আমার একটা ছেলে হ'য়েছিল আর তখনই—"

একসেল্ শিউরে ওঠে। বারু এত কথা বলতে চায়নি, এতখানি প্রকাশ করাটা ভালো হ'চ্ছে না। কিন্তু একবার ব'লতে সুরু করলে বলার নেশা পেয়ে বসে, কিছুতেই রোধ করা যায় না। বারুর মনে হ'লো একটা মস্ত কাজ ক'রেচে, সে অসামান্য, সে আধুনিক মেয়ে। একসেল্ কি যেন বলতে যাচ্ছিলো, বারু বললে, "শোনো বলি। সেই যে একদিন খবরের কাগজে পড়ছিলুম মনে নেই? বারজেন্-এর বন্দরে একটা মরা ছেলে পাওয়া গেচে—মনে নেই। সে ছেলে আমার। আমিই—"

একসেল্-এর গলা শুকিয়ে ওঠে, চীৎকার করে বলে, "তুমি কি বলচ? তোমার কি মাথা খারাপ?"

একসেল্-এর উত্তেজনা দেখে বারুর একটা উৎকট আনন্দ হয়, বলে, "হ'লো যখন তখনই উঠে ব'সে—একটু চাপ দিতেই মরে গেল। তারপর একটা বাক্সর মধ্যে বন্ধ ক'রে—কোথায় রাখি—জাহাজ ঘাটে এসে জাহাজে ওঠবার আগেই বাক্সটা ফেলে রেখে এলুম যেন ভুলে গিয়েচি।"

বারু চুপ ক'রলে। একসেল্-এর মুখের ভাব অন্ধকারে দেখা গেল না। স্তব্ধ হ'য়ে ব'সে রইলো। একটুখানি থেমে বারু আবার বলতে লাগ্‌লো, "যাদের বিয়ে হয়নি তারা তো করেই। আর বিয়ের পরেও কত লোকে কত কি করে জানো? সন্তান গর্ভে হলেই তারা ডাক্তার ডাকে—যা হ'তে

আজকাল কে চায় ? তুমি জানো না তাই। নইলে, এ এমন কিছু নয় যার জন্য মন খারাপ ক'রতে হবে।"

একসেল্-এর বুকের স্পন্দন দ্রুত, বল্লে, "তা হ'লে আমার ছেলেকেও তুমি—"

"না, মেরে ফেলিনি—জলের মধ্যেই হয়েছিলো তাই বাঁচে নি," অত্যন্ত সহজভাবে বারু বল্লে।

একসেল্ আর কিছু বল্লে না। অন্ধকারে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। বারু তার প্রথম সন্তানকে হত্যা ক'রেছে এর জন্য একসেল্-এর দুঃখ নেই, বারু যে অন্যের সন্তান গর্ভে ধারণ ক'রেছে তাতেও একসেল্-এর ক্ষোভ নেই। বারু সরলা বালিকা নয়, বারুর দৈহিক পবিত্রতা সে কোন দিন আশা করে নি। দাম্পত্য জীবনের অভিজ্ঞতা বারুর আছে একথা বারু কোন দিনও গোপন করেনি। পুরুষ ও নারীর সম্বন্ধটিকে ঘিরে যে রহস্য কিশোরীর মনকে উদ্‌ভ্রান্ত করে সে রহস্য বারুর কাছে অত্যন্ত সহজ এবং উদ্‌ঘাটিত। তবু বারু একসেল্-এর প্রথম সন্তানকে যদি হত্যা করে থাকে তাহ'লে তাকে ক্ষমা ক'রবে না। একসেল্ হিংস্র হয়ে ওঠে, ওর মনে পড়ে সেই সুন্দর ফুটফুটে একটুখানি শিশু—কালো রেশমের মত একমাথা চুল দীর্ঘায়ত চোখ নিমীলিত। তার সন্তান পৃথিবীতে এলো আর চলে গেল। একসেল্ ক্ষিপ্ত হ'য়ে ওঠে, সে ক্ষমা ক'রবে না।

একসেল্ যখন ঘরে ফিরলো তখন গভীর রাত্রি। বারু কোন প্রশ্ন ক'রলে না। খাবার খেয়ে একসেল্ ঘুমিয়ে পড়লো। পরদিন তার মনে হ'লো হয়তো সে ভুল ক'রেছে। বারু হত্যা করেনি, আকস্মিকভাবে সন্তান প্রসব ক'রেছে জলের মধ্যে। তাই-ই হবে, একসেল ভাবে। দিনের পর দিন কেটে যায়। সমস্ত ঘটনাটা গল্পে শোনা কাহিনীর মত অস্পষ্ট হ'য়ে আসে। বারুর কোন পরিবর্ত্তন হলো না। সে কথা ব'লে তেমনই অসীম অবজ্ঞাভরে। মনে হয় বারু সব করতে পারে। অবাঞ্ছিত পুরুষের সঙ্গে বন্ধন ছিন্ন করবার জন্য যে সন্তানকে হত্যা ক'রতে পারে সে নারীর অসাধ্য কিছু নেই, মানুষের বিচারে তার শাস্তিরও কল্পনা করা যায় না। একসেল্-এর প্রাণই ভয় করে, ঐ সর্ব্বনাশী কাছে এলে ও আতঙ্কে শিউরে ওঠে। তবু একসেল বারুকে ত্যাগ করতে পারে না। বারু সর্ব্বনাশী, বারু খুনী, তবু বারু তরুণী, বারু সুন্দরী। বারু তাকে কোন দিন হত্যা ক'রতে আসেনি। বারু তার অঙ্কশায়িনী।

জনহীন, সমাজবর্জ্জিত, নিঃশব্দ অরণ্যের নিবিড়তায় তাদের মিলন ঘটে। সে মিলন অনাদিকালের নরনারীর আবেদনের উপর প্রতিষ্ঠিত। তার মাধুর্য্য অবাঞ্ছিতকে বাঞ্ছিত কোরে তোলে। তাই একসেল্ আর বারু সব ভুলে যায়—কেউ বারুকে ত্যাগ করে না।

১৪

তবু বারুকে ধ'রে রাখা গেল না শেষ পর্য্যন্ত। শীত পড়বার আগেই বারু বল্‌লে, "আমার দাঁত তুলতে হবে, শহরে যাবো।" কোন্ শহরে যাবে তা বল্‌লে না তবে কাছাকাছি কোথাও নিশ্চয়। বারু ফিরে আসবে না জেনেও একসেল টাকা দিলে। যাবার সময় বাক্স আর পুঁটুলী বোঝাই ক'রে জিনিষ-পত্র নিয়ে গেল তাতেও একসেল আপত্তি কর'লে না। বারু চলে গেল, সম্ভবতঃ চিরদিনের মত।

একা কাজ চালিয়ে নিতে একসেলও জানে। কিন্তু ক্ষেতের কাজ আর গরুর সেবা দুটো এক সঙ্গে ক'রতে তার কষ্ট হয়। গাঁয়ে গেলে মুদী উপদেশ দেয়, ওলিকে তোমার কাছে এনে রাখো। কিন্তু ওলি রাজী হয় না, খবর পাঠালে জবাব দেয় না একটা। অগত্যা একসেল গাছ কাটা থেকে সুরু ক'রে গোয়ালঘর পরিষ্কার করা পর্য্যন্ত সকল কাজ একা করে, খাওয়াটাকে সংক্ষিপ্ত করে আনে প্রতিদিন। খোঁজ করবার কেউ নেই। সিভার ওর বাড়ীর কাছ দিয়ে যায় গাঁয়ে সওদা ক'রতে কিন্তু কখনো উঁকি দিয়েও দেখে না একসেল কেমন আছে। ব্রিড প্রায়ই এদিকে আসে টেলিগ্রাফের তার পরীক্ষা ক'রতে, সেও কখনো কুশল প্রশ্ন করে না। শুধু একদিন ব'লেছিলো, "কি হে মেয়েটাকে একেবারে তাড়িয়ে দিলে? বারজেন অবধি যাবার খরচটাও দিলে না—এমনি লোক তুমি?"

"তা'হলে বারজেন্-এ গেচে?"

"হ্যাঁ, তুমি খরচ না দিলেও তার যাওয়া বন্ধ হয়নি।"

"হু! তুমি আমার বাড়ীটা কবে ছেড়ে দিচ্ছ? আমি আর থাক্‌তে দেবো না তোমাকে।"

"তোমার দয়া। তবে আমরা কদিন পরেই চলে যাবো।"

আর কোন কথা হয় নি।

বারু তা'হলে বারমেন্-এ গেচে। আর আসবে না সে। যাক্ একসেল-এর দুঃখ নেই। বারু গিয়েচে, ও মুক্তি পেয়েচে। বারুর হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়েচে একসেল। তবু ও ভেবেছিলো বারু হয়তো ফিরে আস্‌বে। এমন মনে করবার কোন কারণ নেই। কিন্তু বারুর কথা ও ভাবে দিনরাত। বারু এলে হয়তো এই নিষ্কৃতি চাইতো না। ও ভুল্‌তে পারে না বারুকে। যাই করুক, যাই বলুক, বারু ওকে একদিন ভালোবেসেছিলো। একসেলের জীবনে বারু এনেছিলো মাধুর্য্য, এনেছিলো সোহাগ, এনেছিলো মান-অভিমান, কলহ-প্রীতি, বিরহ-মিলন। আর কোন দিন সে আসবে না। তবু তাকে কোন দিনও ভোলা যাবে না। ঘরে দড়ির আল্‌নায় বারুর একটা ছেঁড়া জামা ঝুলচে। জামাটা হাতে নিয়ে একসেল চুপ ক'রে বসে থাকে। কষ্ট হয় বৈকি, বারু তাকে দুঃখ দিয়ে গেচে।

না, বারুর কথা ভাববে না সে। তার অনেক কাজ। শীতের শেষে সে নতুন ঘর তুল্‌বে। কাঠ সংগ্রহ ক'রতে হবে এখন থেকেই। সকালবেলা উঠে গরুগুলোকে প্রচুর পরিমাণে খেতে দিয়ে দূর বনের দিকে চল্‌লো একসেল। সারারাত্রি তুষার পাত হ'য়েচে, পাহাড়ের গায়ে জমে র'য়েচে বরফ। বনের মধ্যে পথ চল্‌তে হয় বরফ কেটে। একসেল থলিতে খাবার নিয়েচে কুড়ুল নিয়েচে আর লোহার অস্ত্র নিয়েচে বরফ কাটবার। টেলিগ্রাফের তার লক্ষ্য ক'রে কিছুদূর গিয়ে একসেল গাছ কাটা সুরু করে। কিছুদূরে ব্রিড্ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে টেলিগ্রাফের তার পরীক্ষা করছিলো। একসেলকে দেখেই দ্রুতপদে এগিয়ে গেল ব্যস্তভাবে। কেউ কথা বল্‌লে না।

একসেল একটা মস্ত গাছের গুঁড়ি প্রায় কেটে শেষ ক'রে এনেচে।

হঠাৎ ঝড় উঠ্‌লো। হাওয়ার সঙ্গে তুষার ছুট্‌চে। আকাশের সব মেঘ নেমে এসে যেন ঝড়ের সঙ্গে দাপাদাপি ক'রচে। কিছুই দেখা যায় না, শুধু মেঘ আর মেঘ। ঝড়ের ঝোলায় একসেল যে গাছটা কাটছিলো সেই গাছটা পড়লো উল্টো দিকে মড়মড় ক'রে। নিমেষে একসেল দেখ্‌লে সে মাটিতে শুয়ে আছে তার বুকের উপর ঐ গাছটার একটা মোটা ডাল। এটা কেমন ক'রে সম্ভব হ'লো সে বুঝতে পারে না। অনেক চেষ্টা ক'রেও ডালটাকে একটু নড়াতে পারলে না। ডালটাকে নড়াতে গেলে সমগ্র গাছটিকে নড়াতে হয়। প্রকাণ্ড গাছ, ওর সাধ্য নেই। তবে ডালটাকে কেটে অনায়াসে বেরিয়ে আসতে পারে। ওর দুখানা হাত মুক্ত আছে।

কিন্তু কুড়ুলটা যে র'য়েচে একটু দূরে। একটুখানি নড়তে পারলেই কুড়ুলটা'র নাগাল পাওয়া যায়। নড়বার উপায় নেই, একসেল ওর দেহের সমস্ত শক্তি এক ক'রেও এক ইঞ্চি উঠ্তে পারলে না মাটি থেকে। কেউ যদি কুড়ুলটা ওর হাতে দিয়ে যায় তা'হলে ও ডালটা কাটতে পারে। কে দেবে? কে আছে এখানে?

একসেল বোকার মত চেয়ে থাকে আর ভাবে কি করা যায়। ওর অবস্থাটা পিঞ্জরাবদ্ধ পশুর মত। একসেল নিরুপায়, নির্ব্বোধ। সুমুখপানে চেয়ে থাকে, হয়তো ব্রিড্ ফিরবে এখনই। একসেল ছট্ফট্ করে, সময়টা বৃথা নষ্ট হচ্ছে। ঝড়ে গাছটা যদি এমনি করে বিপরীত দিকে না প'ড়তো তা'হলে আজই কতটা কাজ এগিয়ে যেতো। ঝড়ের বেগ বাড়তে থাকে, তুষারঝটিকা এদেশে ভয়ঙ্কর। দেখ্তে দেখ্তে মাটির বুকে পাহাড়ের গায়ে, গাছের গুঁড়িতে বরফ জমে যায়। একসেল্-এর হাত পা অসাড় হ'য়ে আসে। ওর গায়ে তুষার এসে লাগে, পুঞ্জ পুঞ্জ শুভ্র তুষার মেঘের মত সমস্ত গগনতল আচ্ছন্ন ক'রে বনপথ অন্ধকার ক'রে দিয়েচে। ওর গায়ে বরফ জমে ওঠে, ওর সারা দেহ বরফে ঢাকা প'ড়ে যায় বুঝি। এতক্ষণে একসেল্-এর ভয় করে। চোখে মুখে বরফ প'ড়চে, উৎসুক আগ্রহে তাকিয়ে থাকে। ব্রিড আস্বে, নিশ্চয় আসবে। শন্ শন্—গাছের পাতায় পাতায় তুষারের ঝাপটা এসে লাগে। ব্রিড্ আসে না, ঝড়ের বেগ বাড়ে—শন্ শন্ শব্দ তীব্র থেকে তীব্রতর হয়।

অনেকক্ষণ কেটে গেল। তুষারে ঢাকা পড়ে গেচে ওর সর্ব্বাঙ্গ, এক হাত দিয়ে ধীরে ধীরে মুখের ওপর থেকে বরফ সরিয়ে দিলে। কুড়ুলটা কোথায় ছিল দেখাও যায় না আর। বরফে ঢাকা প'ড়েচে। চতুর্দ্দিকে অন্ধকার, সন্ধ্যা হ'য়ে এলো বুঝি। একসেলের মনে হয় ওর হৃৎপিণ্ডটা অবধি জমে গেল। চীৎকার করে কিন্তু গলা দিয়ে স্বর বেরোয় না। হঠাৎ ঝাপসা দেখা যায় ব্রিড্কে। প্রাণপণ শক্তিতে একসেল চীৎকার ক'রে বলে, "কুড়ুলটা এগিয়ে দাও।"

ব্রিড্ অবাক হয়ে চারিদিকে তাকায়, তারপর চোখ পড়ে একসেল্-এর দিকে, বরফের মধ্যে ওর মুখখানি শুধু জেগে আছে। একসেলকে দেখেই ব্রিড্ সোজা হাঁটতে সুরু করে, টেলিগ্রাফের তার পরীক্ষা করে অভিনিবেশ সহকারে কিছুদূরে দাঁড়িয়ে।

একসেল্ পুনরায় হাঁক দেয়, "ব্রিড—ব্রিড্—শুনতে পাচ্ছনা? আমাকে কুড়ুলটা দিয়ে যাও—আমি মরচি—"

কিন্তু ব্রিড্ শুনতেই পেলে না এমনি ভাব দেখিয়ে আরও দূরে চলে গেল। আর দেখা যায় না ব্রিড্কে। শরীরের সমস্ত মাংস পেশী টান ক'রে বুক ফুলিয়ে একসেল্ গাছের ডালটাকে আর একবার তোলবার চেষ্টা করলে। কিন্তু গাছটা নড়লো, উঠলো না এক ইঞ্চি। একসেল্ বলতে লাগলো, "আমি মরচি দেখেও এলো না, শয়তান—আমাকে মেরে ফেললে—শয়তান—"

অন্ধকার হয়ে এলো, এ অন্ধকার রাত্রির। একসেল্ আতঙ্কে উদ্বেগে মরীয়া হয়ে যায়। বার বার নিজেকে মুক্ত ক'রবার চেষ্টা করে, শায়িত বনস্পতি নড়ে ওঠে আর তুষার ঝরে পড়ে। একসেল্-এর কোমর পর্য্যন্ত অসাড়, রক্ত যেন জমে গেছে, চোখের পাতা নড়চে না। একসেল আর তাকাতে পারে না, অবশ হয়ে আসে সর্ব্বাঙ্গ। ঘুমিয়ে পড়ে, রাত্রির অন্ধকার ঘনিয়ে আসে চোখের সুমুখে। একসেল্ ম'রচে, মরণের আগে একবার ওর ঘরখানি দেখে যেতে পারলো না। ঘরখানা অন্ধকার হয়ে রইলো, আলো জ্বললো না সেখানে। অনেক কাজ বাকী র'ইলো। তুষার এসে জমে ওর মুখে, হাত দিয়ে সরাবার সামর্থ্য নেই। অবসন্ন, অসাড়, একসেল্-এর চেতনা যেন হারিয়ে যায়। একটা গভীর শান্তির মধ্যে ডুবে যেতে যেতে একসেল্ হাসে, কি মনে হয় ওর কে জানে।

শাদা মত কি একটা এগিয়ে আসে ওর দিকে। একসেল্ ভালো ক'রে তাকাবার চেষ্টা করে। কে? কে তুমি? ওঃ, ওলি। একসেল চিনতে পারে। ওলি বরফের ওপর দিয়ে হেঁটে এসেচে। ওলি একসেলে-এর কাছে এসে মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে, আপন মনে বলে, "বেঁচে আছে তো?"

একসেল্ মাথা নাড়ে, ওর গলা দিয়ে স্বর বেরোয় একটুখানি, "হাঁ, কুড়ুলটা—"

ওলি মুহূর্ত্তের মধ্যে কাজে লেগে যায়। বরফ সরিয়ে কুড়ুলটা খুঁজে বার করে। তারপর ডালটা কাটতে লেগে যায়। একসেল নিস্পন্দ প'ড়ে থাকে। ডালটা ওলি কেটে ফেললে। একসেল ওঠবার চেষ্টা করে। এ কি? কি হলো ওর? হাতের ওপর ভর দিয়ে একসেল্ উঠে বসে চেয়ে থাকে অসহায় ভাবে। দুই পা অবশ, নড়াতে পারে না। কি হবে? ওলি দুই হাতে ওকে তুলে ধ'রে প্রবল একটা নাড়া দেয়। একসেল্ দাঁড়িয়ে থাকে, পা তুলতে পারে না। হাঁটতে হবে যে এতটা পথ? ওলি ওর খাবারের ঝুলিটা বরফের

ভেতর থেকে বার ক'রে আনে। আশ্চর্য্য! ওলি সব্ জানে! ওলি এক-হাতে খাবারের ঝুলি আর কুড়ুলটা নেয় আর এক হাতে একসেল-এর বাহু ধরে ওকে নাড়া দেয়। তারপর ওলি চলতে সুরু করে, ওলির কাঁধের ওপর ভর দিয়ে একসেল্ও হাঁটতে থাকে। হু'খানা পা অবশ তবু চলে একপা একপা ক'রে।

একসেলকে নিয়ে ওলি পাহাড়ের পথ অতিক্রম ক'রে বাড়ী আসে। ওলি একসেল-এর জীবন দান ক'রেচে। ওলি বলে, "ভগবান আমাকে পাঠালেন তাই এতবড় জীবনটা রক্ষে পেলো।"

অতএব ওলি রইলো একসেল্-এর বাড়ীতেই। একসেল্ ভাবে ওলি না হয়ে আর কেউ ওকে উদ্ধার ক'রলে ও ওলির হাত থেকে রক্ষা পেতো। তা হলো না, বিধির বিধান। ওলি থেকে গেল। একসেল্ কাজ করে, ওলি সাহায্য করে। তা' ওলি কাজের মানুষ।

অরণ্যভূমি শহর হ'তে চলেচে। সেলেনরায় কাছাকাছি আর একজন নতুন লোক এসেচে। মস্ত বাড়ী তৈরী হচ্ছে, গাড়ী বোঝাই কাঠ আসচে গাঁ থেকে, দরজা জানালা আসচে আরও কত কি। এ জঙ্গলের দেশে এসব কেউ দেখেনি, শোনা যাচ্ছে লোকটা মস্ত বড়লোক। সিভার খোঁজ নিয়েচে আরণ এখানে দোকান খুলবে, শহর বসাবে। আরণের স্ত্রী ছেলেমেয়ে সকলেরই কেমন একটা আভিজাত্যের ভাব, দেখলে মনে হয় এরা অন্য জগতের মানুষ, অনেক উঁচুদরের।

আরণ নিজে কিছু করে না। একজন কর্ম্মচারী আছে, বেশ চতুর লোক, সেই সব করে। আরণের বাড়ী তৈরী হ'য়ে গেচে। চাষ করবার কোন আয়োজন নেই, বাড়ীর চারপাশে বাগান তৈরি করা হয়েচে। সেখানে আরণ সকালসন্ধ্যা পায়চারি করে পাইপ মুখে দিয়ে। দোকানটা প্রকাণ্ড দোকান হবে, জিনিষপত্রের আমদানি দেখলেই বোঝা যায়। আরণের কর্ম্মচারীটি তরুণ ছেলে, নাম আন্দ্রে। সে সিভারকে বলে, "তোমাদের ঘোড়া হু'টো আর গাড়ীটা দাও না হে। মালপত্র আনবে, তার জন্ম ভাড়া পাবে।"

সিভার জবাব দেয়, "ভাড়ায় আমাদের কাজ নেই। এখন গাড়ী ছেড়ে দিলে আমাদের চল্বে না। সময় নষ্ট হ'লে আমাদের লোক্সান হবে।"

আন্দ্রে নাক তুলে বলে, "তোমাদের কিসের ব্যবসায়ে লোকসান হবে?"

"একদিন সেলেনরায় গিয়ে দেখে এসো।"

সিভার গাড়ী হাঁকিয়ে চলে যায়। আজকাল রোজই ওকে গাঁয়ে যেতে হয় গাড়ী নিয়ে। সেলেনরায় এখন কাজ অনেক, সওদা ক'রতে হয় প্রচুর। নতুন একটা মস্ত গোয়ালঘর তৈরী হ'চ্ছে। মাটি আর পাথর দিয়ে নয়, রীতিমত পাথর গেঁথে। গাঁ থেকে দুজন লোক এসেচে পাথর ভাঙবার জন্য। ইসাক্ এদের মাইনে দিয়ে রেখেচে, খাওয়াপরাও দেয়। এটি ইসাক্-এর অনেকদিনের সাধ। এতগুলো গরু, তাদের থাকবার ব্যবস্থাটা ভালো হওয়া দরকার। অবিশ্যি গোয়াল ঘর শেষ হ'লেও ইসাক্ ঐ লোক দু'টোকে রাখবে। অনেক কাজ বাকী। বাড়ী ঘর সব নতুন ক'রে তৈরী করতে হবে। তা ছাড়া একটা ছোট কারখানা ক'রতে হবে, সেলেনরায় ছোটখাট প্রয়োজন কারখানাতেই তৈরী হবে। যেমন ধরো ঘোড়ার খুর, গাড়ীর কোন অংশ, কিংবা ঐ রকম কোন ছোটখাটো লোহার জিনিষ কারখানাতে তৈরী ক'রে নেওয়া যাবে, তার জন্য গাঁয়ে যেতে হবে না।

এই বনভূমিতে যতগুলি ঘরবাড়ী গড়ে উঠেচে তাদের সকলের আদি সেলেনরা, তাদের সকলের থেকে দূরে সেলেনরা। সেলেনরা এখন সমৃদ্ধ হ'য়ে উঠেছে। আরণ্যক মানুষের বৃহৎ সৃষ্টি সেলেনরা। ঝি-চাকর রাখাটা এখন আর বিলাস নয়, প্রয়োজন। জেনি মেয়েটিকে ইনার আর যেতে দেয়নি, ইসাক্ ঐ দু'জন লোক এনেচে আরও আনবে। ওরা এখন বিত্তশীল অধিবাসী, ওদের প্রয়োজনের সীমা সাবেককালের ইচ্ছা আর কল্পনাকে অনেকখানি অতিক্রম ক'রে গেচে। আজ ওদের ঐশ্বর্য্যের পরিমাণ কম নয়, এই অরণ্যে তা' একদা অভাবনীয় ছিলো। তবু ইনার খুশী নয়। একদিন ও শহরে যে জীবনের ছবি দেখে এসেছিলো আজও তার স্মৃতি ওর মনে একটা অজ্ঞাত বাসনার দহন সৃষ্টি করে। শহরকে ও যেন ভুলতে গিয়েও ভুলতে পারে না। ইনার বুদ্ধিমতী, সংসারের কাজে ও শৃঙ্খলতায় ওর চরিত্রের দৃঢ়তা প্রকাশ পায়। ইনার অসাধারণ গৃহিণী, এই অরণ্যে ও সুন্দর সংসার রচনা ক'রেচে। বলিষ্ঠ কর্মঠ পুরুষের উপযুক্ত সঙ্গিনী ইনার, আরণ্যক কৃষিবন্ধু ইসাক্-এর সহধর্ম্মিণী ইনার। স্বাস্থ্য আর যৌবনের প্রাচুর্য্যে ইনারের দেহে জেগে ওঠে তীব্র দাহ, কামনা নিপীড়িত হ'তে থাকে আশাহীন শূন্যতায়। ইনার অনুভব করে ও নারী, সহস্র উৎসব-নিশির কামনায় ও চঞ্চল। ওর চাওয়ার শেষ নেই, এই অরণ্যে আর ঐ আরণ্যক পুরুষ নিয়ে তার পরিমাণ হয় না। ধর্ম্মকথায় ওর শান্তি নেই, যীশুর

কাহিনীর চেয়ে নূতন কোন পুরুষের সান্নিধ্য অনেক বেশী প্রিয়। ঐ যে দুটি লোক এসেছে তাদের মধ্যে একজন গান গায়, বয়স বেশী নয়। ইনার তারই গান শোনে, চেয়ে থাকে তার দিকে। তবু একটুখানি ফাঁক যেন সে পায়।

অবিশ্যি, এ ছাড়াও অনেক সমস্যা আছে সেলেনরায়।

এলেসাস্ শহরে গিয়ে কোন কাজ পায়নি। দু'দিনের মধ্যে টাকা খরচ হয়ে গেছে। তারপর অনেকবার টাকা পাঠানো হ'লো। ইসাক্ বলে, "ওকে এখানে আসতে বলো। বাবু হবে—হুঁ! এখানে এত কাজ—তা' নয়—" কিন্তু এলেসাস আসবে না কিছুতেই। শেষে অনেকদিন পরে এলেসাস্ লিখলে সে এক দোকানে কাজ ক'রচে। এলেসাস্ মানুষ হবে, শহরে থাকবে বড়-লোকদের মত এই আশায় ইনার ওকে শহরে পাঠিয়েছিলো। এই ছেলেটিকে ঘিরে ইনার কত কল্পনা করেচে। সে সব ব্যর্থ হ'লো। এলেসাস্ শেষকালে দোকানদারের কর্ম্মচারী হ'লো। ইনার যত ভাবে তত ওর অশান্তি বাড়ে, দোকানদারের কর্ম্মচারী তার ছেলে, মাগো! ইনার জানে তার স্বামী এলেসাস্ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন। ইসাক্-এর কোন উচ্চাশা নেই তাই ব্যর্থও হয় না সে কখনো।

বসন্ত কালের প্রথমেই সেলেনরায় বহু লোক জন এলো সুইডেন থেকে। সেলেনরা থেকে রাস্তা তৈরী ক'রলে পাহাড় পেরিয়ে অনেক দূর পর্যান্ত। তারপর গাড়ী বোঝাই করে এলো যন্ত্রপাতি, লোক লস্কর, খাবার, পাথর ভাঙার জন্য মস্ত এক কামান। সেলেনরা থেকে কিছু দূরে তামার খনির কাজ আরম্ভ হ'লো। স্তব্ধ বনপ্রান্তর জনতার পদভারে কেঁপে উঠ্‌লো, কোলাহল আর কলহে, কাজে আর উল্লাসে, যন্ত্রের সঙ্গে মানুষের মাতামাতি হ'লো সুরু। পাহাড়ে পথে ব'সলো দোকান, খাদ্যের সঙ্গে আমদানী হ'লো মদ। গিস্‌লার যা' ব'লেছিলেন তাই হ'লো। অরণ্যের চেহারা গেল বদ্‌লে।

খনির মালিকরা এখনো আসেন নি, কাজ যখন পুরোদমে চল্‌বে তখন তাঁরা আস্‌বেন। এখন ইঞ্জিনীয়র সাহেব কর্ত্তা। তিনি সেলেনরায় এসে ইসাক্-এর কাছ থেকে সমস্ত তক্তা কিনে নিয়ে গেলেন। ইসাককে আর গাঁয়ের হাটে যেতে হ'লো না। সাহেবকে ইসাক্ গিস্‌লার সাহেবের কথা জিজ্ঞাসা ক'রে। কেউ বল্‌তে পারে না তাঁর কথা। তাঁর কাছ থেকে যারা ঐ

পাহাড় আর জমি কিনেছিলো তার বিক্রী ক'রেছে এই সাহেবের মালিকদের কাছে। গিস্‌লাবকে কেউ চেনে না, নামও শোনে নি তার। ইসাক্ বুঝ্‌তে পারে না এতবার কেনাবেচা কেমন ক'রে হয়। অবাক্ হ'য়ে চেয়ে থাকে।

ইঞ্জিনীয়র সাহেব ওকে বুঝিয়ে দেন মালিকদের বৃহৎ পরিকল্পনা—এখান থেকে এক লম্বা তার খাটানো হবে পাহাড়ের গায়ে গাছের মাথার ওপর দিয়ে একেবারে সমুদ্র পর্য্যন্ত। সেই তারে ঝুল্‌তে ঝুল্‌তে যাবে বেলগাড়ী তামা বোঝাই হ'য়ে। তারপর জাহাজে ক'রে সেই তামা পাঠানো হবে আমেরিকায়। এত সব বড় বড় ব্যাপার ইসাকের কল্পনাতে আসে না, তাই বিস্মিত হবার মত বুদ্ধিও ওর নেই। ও শুধু শুনে যায়, তারপর বলে, "এখান থেকে সমুদ্র পর্য্যন্ত যাবে তারে ঝুল্‌তে ঝুল্‌তে ?"

একটা তামার খনি চল্‌ছে। সামান্য ব্যাপার নয়। যারা খনিতে কাজ করে তাদের পয়সার মায়া নেই। যখন যা পায় তাই কেনে। ইনার দুধ আর পনীর বিক্রী ক'রে এদের কাছে। এ কাজটা ওর বেশ লাগে। অনেক গুলি নানা রকমের লোক এসে ওকে ঘিরে ধ'রে 'এটা দাও, ওটা দাও' করে—তারপর নিজেরাই হিসেব ক'রে জিনিসের দাম ঠিক ক'রে টাকা ফেলে দিয়ে চলে যায়। বেশ লাগে ইনারের। এ ব্যবসায়ে পয়সাও অনেক বেশী। কিন্তু সকলের চেয়ে বড় ব্যবসা এখন আরণের। মস্ত দোকান—সব জিনিষ পাওয়া যায় সেখানে। খনির মজুরেরা সব টাকাটাই প্রায় আরণের দোকানে দিয়ে আসে। আরণের দোকানের কর্ম্মচারীদের দেখলেই মনে হয় যেন তাদেরই দোকান। যেমন পোষাক তেমনই কথা বলার ধরণ। আস্ত যেন বাঁটিমন্ত বাবু। শনিবারে খুব ভীড় হয়। সপ্তাহের বেতন পেয়ে মজুররা ছোটে আরণের দোকানে। এই দিনটিতে আরণ নিজে বসে দোকানে। টাকাগুলো গুণে নেয়। আরণের স্ত্রী আর কন্যাও আসে দোকানে—ক্রেতাদের পছন্দ মত জিনিষ সাজিয়ে ধরে লম্বা টেবিলের উপরে। মস্ত ব্যবসা আরণের। আশ্চর্য্য! তামার খনির কাজ আরম্ভ হবার সঙ্গে সঙ্গে আরণ এসে দোকান খুলে ব'স্‌লো। ব্যবসায় বুদ্ধি একেই বলে।

সেলেনরায় যারা খেতে আসে—দুধ, পনীর, মাখন—তাদের মধ্যে একটি তরুণ ছেলে খুব সুন্দর বাঁশী বাজায়, হেসে কথা বলে। দুধ খেতে এসে সে পোলাইন্-এর সঙ্গে কলহ বাধায়, পোলাইন্ রাগ ক'রলে আদর ক'রে মজার গল্প ব'লে পোলাইনকে হাসিয়ে তবে নিরস্ত হয়। রেবেকাকে কোলে নিয়ে বেড়িয়ে আসে। ছেলেটির ভারি মধুর স্বভাব, দেখতেও সুন্দর, নধর কান্তি

বলিষ্ঠ, উন্নত দেহ। ইনার ওর দিকে চেয়ে থাকে মুগ্ধ নেত্রে। ছেলেটির নাম গুস্তাফ্, বেশ ছেলে।

রবিবার দিন দলে দলে লোক আসে তামার খনি দেখ্‌তে সুদূর গাঁ থেকে, কেউ আসে হেঁটে, কেউ আসে স্লেজ গাড়ী হাঁকিয়ে। এক্‌সেল্ কয়েকবার গিয়ে দেখে এসেচে। ব্রিড্ প্রায়ই আসে, ইঞ্জিনীয়র সাহেবের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে তোলে। গাঁ থেকে অনেক মাতব্বর ব্যক্তি আসে। তামার খনি রীতিমত একটা আলোচনার বিষয়, এখানকার জটিল কলকারখানার রহস্য মানুষকে অভিভূত করে, কৌতূহলের শেষ নেই। শুধু ইসাক্ তার ক্ষেতের কাজ নিয়ে ব্যস্ত, গরম কালে ফসল তোলার কাজে এতটুকু অবহেলা চলে না। সিভার একবার বাপের সাহায্য করে আর একবার বাড়ী এসে গোয়াল ঘরের কাজ দেখে। ওদের সময়াভাব, খনির যন্ত্ররহস্য নিয়ে আলোচনা ক'রলে লোকসান হবে। ইসাক্ আর সিভার ক্ষেতে কাজ করে উদয়াস্ত, বনানীর দেশে যে সাড়া জেগেচে তার সঙ্গে ওদের কোন যোগ নেই। যন্ত্রের চেয়ে মাটিকে নিয়ে ওদের আনন্দ অনেক বেশী, মাটিকে জান্‌তেই ওদের জীবনকাল কেটে যাবে আর কিছু জান্‌বার সময় নেই।

সেদিন ইনার গেল খনি দেখ্‌তে।

রবিবার খনিতে কাজ কম, অনেকেরই ছুটি। বিকালের ঝিকিমিকি বেলায় দল বেঁধে খনির মিস্ত্রী আর মজুররা ঘুরে বেড়াচ্ছে। ইনার আস্‌তেই কলরব উঠলো। ইঞ্জিনীয়র সাহেব নিজে ওকে নিয়ে ঘুরে ঘুরে সব দেখালেন। বৃহৎ ব্যাপার, ইনার সব কথা ঠিক বুঝতে পারে না। তবে ওর বড় ভালো লাগে। খনির ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতেই সেই লোকগুলি ওকে ঘিরে ধ'রলো। সকলেই ওকে চেনে, দুধ আর পনীর খায় নি এমন লোক খনিতে নেই। কেউ কুশল প্রশ্ন করে, কেহ আলোচনা করে ওদের ক্ষেতের ফসলের কথা আবার কেউ বা কি ব'লবে ভেবে না পেয়ে অপ্রতিভভাবে তাকায় ইনারের দিকে। ইনারের বয়স যৌবনকাল পেরিয়ে এসেচে তবু এতগুলি পুরুষের সপ্রশংস দৃষ্টি, এতগুলি পুরুষের নীরব স্তুতির অঞ্জলি যেন তপ্ত সুরার মত ওর দেহে মনে আবেশ এনে দেয়। ইনার অনুভব করে সহসা ও যেন সেই প্রথম যৌবনের দিনগুলিতে ফিরে গেচে। ওর সর্বাঙ্গে তেমনই শিহরণ, ওর বুকে কামনার তেমনই উদ্দাম দাহ। ওর দেহের বর্ণনা ও পাঠ করে ঐ লোকগুলির চোখে। ইনার ভুলে যায় ওর বয়স বাড়চে। গুস্তাফ্ ওদের মধ্যে সাহসী ছেলে, সে এগিয়ে এসে ইনারের

হাত ধ'রে চল্‌তে শুরু করে। পথ চল্‌তে চল্‌তে ইনারের হাতখানি অনাবশ্যক পীড়নে গুস্তাফ্-এর হাতের মধ্যে শিথিল হ'য়ে পড়ে।

লোকগুলি সেলেনরার কাছে এসে ফিরে গেল। ঝর্ণার ধারে এসে ইনার চম্‌কে ওঠে। ঐ যে সেই উঁচু মাটির ঢিপি, ঐ যে কাঠের ক্রশ চিহ্ন হেলে প'ড়েচে। ঐখানে ঘুমিয়ে আছে ওর সন্তান, নিষ্পাপ নিরপরাধ। সে অনেক দিনের কথা। না, ইনারের বয়স অনেক হ'লো, যৌবনের খেলা ওর সাজে না। ইনার গোয়ালঘরে ঢুকে গরুর খাবার দিতে লাগলো।

কিছুদিন পরেই জনরব শোনা গেল তামার খনিতে তামা আর নেই, সব শেষ হ'য়ে গেছে, খনি বন্ধ হ'য়ে যাবে। মালিকরা বোধ করি সেই ভয়ই ক'র-ছিলেন তাই শ্রমিকদের মধ্যে এ আলোচনা একবারেই বরদাস্ত ক'রলেন না। এ ধরণের কথা বলার জন্য যাদের চাকরি গেল তাদের মধ্যে গুস্তাফ্ একজন। গুস্তাফ্ এইটিই চেয়েছিলো, সে সানন্দে এসে সেলেনরা'য় কাজ নিলে, ইনারকে তার ভালো লেগেচে।

এদিকে শহর থেকে বড় বড় ইঞ্জিনীয়র সাহেব এসে পরীক্ষা ক'রলেন। পাহাড়ে ঐশ্বর্য্যের চিহ্ন পাওয়া গেল। কিন্তু যেখানে নূতন তামার খনির সন্ধান মিলেচে সে-স্থানটা এদের এলাকার বাইরে। অনেক অনুসন্ধান ক'রে জানা গেল অরণ্যের সমস্ত উত্তর খণ্ড গিস্‌লার নামক একটি লোকের। কিন্তু গিস্‌লার কে? কোথায় থাকে সে? কে জানে তার ঠিকানা? শোনা গেল সে লোকটি সুইডেনে থাকে। সুইডেনে লোক পাঠানো হ'লো। তারা ফিরে এসে জানালো গিস্‌লার সেখান থেকে চলে এসেচেন। কর্তৃপক্ষ মাথায় হাত দিয়ে ব'সলেন। খনি বন্ধ হওয়ায় আরণের ক্ষতির পরিমাণ কম নয়, খনি বন্ধ হ'লে তাকে সর্ব্বস্বান্ত হ'তে হবে। আরণ ইসাক্‌কে বল্‌লে, "চলো দিকিন্ খনির চালচাল দেখে আসি।"

আজ পর্য্যন্ত ইসাক্ একবার খনি নামক বস্তুটি কি তা' দেখ্‌তে যায় নি। আরণের কথায় কোন উৎসাহ প্রকাশ ক'রলে না। ইনার বল্‌লে, "এখন তোমার একবার যাওয়া উচিত।"

ইসাক্ আরণের সঙ্গে চলে গেল খনি দেখ্‌তে। ইনার এইটিই চেয়েছিলো। পশ্চিমদিকে ঝর্ণা পেরিয়ে ইনার ছুটে গেল বনের দিকে, গুস্তাফের সংকেত ও পেয়েচে।

খনির ইঞ্জিনীয়র সাহেব ইসাক্‌কে খাতির করেন। ইসাককে সঙ্গে নিয়ে

তিনি সমস্ত দেখালেন। শেষকালে বললেন, গিস্লারের সন্ধান পেলে একটা ব্যবস্থা করা যায়। আস্বার সময় ইসাক্ বললে গিস্লার সাহেবের খোঁজ সেও ক'র্‌বে।

কিন্তু খোঁজ করতে হ'লো না। ইসাক্ বাড়ীর কাছাকাছি আসতেই দেখলে পাহাড়ের বাঁকে স্লেজ গাড়ী থেকে নাম্‌চেন গিস্লার সাহেব। তাড়াতাড়ি এগিয়ে এলো। সাহেব বললেন, "কেমন আছ?" ইসাক্ হেসে ঘাড় নাড়লে।

রান্নাঘরের সামনে ইসাক্ থমকে দাঁড়ালো, বললে, "তাইতো, ইনার কোথায় গেল? আপনি এয়েচেন আর—"

সাহেব ব'ল্‌লেন, "ঐ তো ইনার আসচে।"

সাহেবের দৃষ্টি অনুসরণ ক'রে ইসাক্ দেখ্‌লে ইনার আস্‌চে। ঘাঘরার প্রান্তটা তুলে ধ'রে সন্তর্পণে ঝর্ণাটা পার হ'য়ে আস্‌চে, নগ্ন পা দুখানি দেখা যাচ্ছে দূর থেকে, শুভ্র, সুডোল। বুকের কাছে অনেকটা অংশ অনাবৃত, যৌবনভারে ইনারের দেহ স্থূল ব'লে ভুল হয়। ইসাক্ তাকিয়েছিলো অপলক মুগ্ধ চোখে। ইনার কাছে আস্‌তে বললে, "সাহেবের কথা সবাই বলছিলো আর সাহেব এসে পড়লেন।"

গিস্লার সাহেব সস্নেহ দৃষ্টিতে ইনারের মুখের পানে তাকিয়ে হাস্‌লেন তারপর ইসাক্‌কে বললেন, "এখন চলো দিকিন্ কি ব্যাপারটা আমাকে বল্‌বে।" ইসাক্‌কে নিয়ে সাহেব ক্ষেতের দিকে চলে গেলেন।

রান্নাঘরে ঢুকে ইনার গায়ের জামাটা খুলে ফেল্‌লে। তাকিয়ে রইলো নিজের নগ্ন রূপসম্ভারের দিকে। ওর ভরা যৌবনের উচ্ছলতা আর যেন ধ'রে রাখ্‌তে পারে না, রাখেও নি ধ'রে। যা উপচে প'ড়েচে তাকে সে বিতরণ ক'রে দিয়েচে, পুরুষের দস্যুতার কাছে সে আপনাকে লুণ্ঠিত হ'তে দিয়েচে দুর্বার জোয়ারের টানে। কোথায় গিয়েছিলো সে? ইসাক্‌কে খনি দেখ্‌তে পাঠিয়ে ইনার গিয়েছিলো পশ্চিমদিকের ঐ পাহাড়টা পেরিয়ে যেখানে বনফুল ফুটে আছে, অরণ্য যেখানে ভয়ঙ্কর নয়। ওস্তাফ্ অপেক্ষা করছিলো ইনার ঝাঁপিয়ে প'ড়লো ওর বুকে।

ওরা দুজনে হাত ধরাধরি ক'রে ঘুরে বেড়ালো বন থেকে বনান্তরে। ফুল তুললো ভারে ভারে, গাছ থেকে আপেল পেড়ে নিয়ে দুজনে খেতে লাগ্‌লো একই ফলের দুইদিকে দংশন ক'রে। অনেক ঘুরে ইনার আবিষ্কার করে

কুঞ্জবীথি। গাছের পাতা ঝরে পড়েচে বসন্তের হাওয়ায়, ইনার শয্যা রচনা ক'রলে। ওরা ভুলে গেল সমাজ আর সংসার। এখানে কিছু নেই, সূর্য্যালোক ম্লান হ'য়ে এসেচে, কুঞ্জতলে অন্ধকার নেমে এসেচে। গুস্তাফ্ আর ইনার, পুরুষ ও রমণী, আর কিছু নেই। যৌবনের অনিবার্য্য বাসনাবেগে ইনার নিজেকে নিঃশেষে রিক্ত ক'রে দিলো। অনেকক্ষণ কেটে গেচে, গুস্তাফের আলিঙ্গনের মধ্যে আচ্ছন্নের মত প'ড়ে আছে, পুরুষের দেহের উত্তাপে ওর লেগেচে নেশা। গুস্তাফের উদ্দাম প্রেমচুম্বনে পীড়নে ইনারকে বিবশ ক'রে এনেচে। সহসা ইনার যেন জেগে ওঠে ঘুম থেকে। ছুটে বেরিয়ে আসে লতাগুল্মের আবরণের ভেতর থেকে। গুস্তাফ্ স্তব্ধ হ'য়ে ব'সে রইলো। ইনার ছুট্তে ছুট্তে বাড়ী চলে এলো।

রান্নাঘরে নিজেকে ইনার দেখ্লো এই দেখার কোন কারণ নেই। অনেক ভাবনা ওর মনে ভীড় ক'রে আসে।

গিস্লার সাহেব খনির সাহেবদের কাছে গেলেন না। তারাই এলেন। তাঁরা খনির সংলগ্ন উত্তরদিকের পাহাড়টাও কিন্তে চান। গিস্লার সাহেব দর হাঁকলেন, আড়াই লাখ টাকা। তাঁরা পঁচিশ হাজারের বেশী উঠলেন না। তাঁরা বল্লেন আড়াই লাখ টাকায় সোনার খনি কেনা যায়। গিস্লার সাহেব ওদের কথায় কান দিলেন না। অনেক আলোচনা, অনেক হিসেব, অনেক তর্ক হ'লো কিন্তু গিস্লারের ঐ এক কথা। শেষ কালে খনির লোকেরা রাগ ক'রে চলে গেল—ইঞ্জিনীয়ার সাহেব হিসেব ক'রে দেখ্লেন অত টাকায় কিনে যা তামা পাওয়া যাবে দক্ষিণ আমেরিকায় তার উপযুক্ত দাম পাওয়া অসম্ভব। খনির গভীরতা সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ আছে অতএব অনেক ভেবে তাঁরা খনির কাজ বন্ধ রাখাই স্থির করলেন। গিস্লার তবু তাঁর দর কমাতে রাজী হ'লেন না।

খনি বন্ধ হ'লো। দোকান পাট, হাট বাজার সব একদিনে অন্ধকার হ'য়ে গেল। দলে দলে মজুররা চলে গেল গাঁয়ের দিকে, যাবার সময় ইসাক্ আর ইনারের কাছে বিদায় নিয়ে গেল। দু'দিনের জন্য তারা এসেছিলো দু'দিন পরেই চলে গেল

সেলেনব্রায় যখন এমন করুণ দৃশ্য চল্চে তখন গিস্লার গেলেন একসেল-এর বাড়ী।

এক্সেল একা থাকে, ওলি অনেকদিন হ'লো চলে গেচে। এক্সেল বড় বিপদে প'ড়েছে।—সিস্লার সাহেবের উদারতার কথা অনেক শুনেচে। তাই সাহেব আস্তেই বল্লে ব্যাপারটা। ওলি তার কাছে কাজ করতো। ওলি জানতো বারু গর্ভবতী হ'য়েছিলো। কাজেই তার উদ্দেশ্য ছিলো রহস্য সে প্রকাশ ক'রে দেবেই। ওলি এক্সেল-এর কাছে কাজ করলেও সে যা খুশী তাই করতে পারতো না, সব জিনিষ এক্সেল গুণে রাখতো, ওলি চুরি ক'রতে পারতো না কিছু। তাই ওলি খুঁজে বেড়াতো কোথায় কোন পথ দিয়ে এক্সেলকে বিপদে ফেলা যায়। উপায় মিলে গেল সহজেই। নদীর ধারে ঘাসে ঢাকা ঢিবিটা দেখে ওলি বুঝে নিলে বারুর এখান থেকে চলে যাওয়ার রহস্যটা কি। কিছুদিন পরেই ওলি কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে গেল। গাঁয়ে গিয়ে ওলি কথাটা প্রচার ক'রে দিলে। হাটে বাজারে মুদীর দোকানে সর্ব্বত্র ঐ এক আলোচনা সুরু হ'লো—বারু আর এক্সেল-এর কাহিনী ছড়িয়ে পড়লো মুখে মুখে।

তারপর একদিন দারোগা সাহেব এলেন। ওলির কথামত নদীর ধারে মাটি খুঁড়ে এক্সেল-এর সন্তানকে বার করা হ'লো, পুলিশের লোকেরা মৃতদেহ নিয়ে গেল পরীক্ষা ক'রতে। দারোগার কাছে এক্সেল্ কোন কথা গোপন করে নি। এমন কি, সে যে নিজে হাতে তার সন্তানকে কবর দিয়েচে একথাও বলেচে তাঁকে। বারুকে বার্জেন শহর থেকে ধ'রে আনা হ'য়েচে, সে এখন হাজতে। আদালতে মামলা দায়ের করা হ'য়েচে, এক্সেলও একজন আসামী। তবে তাকে গ্রেপ্তার করা হয় নি। কয়েকদিনের মধ্যেই শুনানী আরম্ভ হবে। এক্সেল-এর কেউ নেই, কি হবে তার?

সব কাহিনী শুনে সাহেব বল্লেন, "কোন ভয় নেই তোমার। আমি থাক্‌বো তখন শহরে—আদালতে দেখা হবে। দোষ যখন তোমার নয় তখন শাস্তিও তোমার হবে না। বুঝলে?"

সিস্লার সেলেনরায় আরও দু'দিন রইলেন। কিন্তু কেমন যেন উদ্‌ভ্রান্তের মত ভাব, বেশী কথা বলেন না, ইসাক্-এর নতুন গোয়ালঘর আর কারখানা দেখলেন না, কোন কৌতূহলও প্রকাশ করলেন না। শুধু অবসন্নের মত শুয়ে রইলেন।

যাবার সময় সিস্লার সাহেব ইসাক্‌কে বল্লেন, "খনি এখানে বলে আর গাঁ থেকে চাষবাস ছেড়ে লোকে এখানে মজুরের কাজ ক'রতে আসে এটা আমি

চাইনে তাই বিক্রী করলুম না জমিটা। মানুষ মাটিকে ভালোবাসতে শিখুক নইলে সর্বনাশ হবে, বুঝলে ?"

গিস্লার সাহেবের ঝুলিতে ইনার খাবার ভ'রে দিলে।

১৩

"আজকের দিনটা থেকে যাও," ইনার বল্লে ওস্তাফের কাছে এসে।

"তা' হয় না।"

"তুমি চলে গেলে কে আমাকে ঐ ঝরণা থেকে জল এনে দেবে ?" ইনার হাসলে। ওস্তাফ্ ওর জামাটা একটা টিনের বাক্সর মধ্যে ভ'রতে ভ'রতে বল্লে, "তার জন্ম লোকের অভাব হবে না।"

ইনার ওস্তাফের মুখখানা দুই হাতের মধ্যে ধরে টেনে আনলে বুকের কাছে, চাপা গাঢ় স্বরে বল্লে, "আজকের রাতটা থেকে যাও, কাল ভোর বেলাতেই চলে যেও। কিন্তু আর একটা রাত—"

ওস্তাফ্ ব'সেছিলো, ইনারের বাহুপাশ থেকে নিজেকে মুক্ত ক'রে উঠে দাঁড়ালো, বল্লে, "কি আর হবে একটা রাত থেকে ? আমাকে গাঁয়ে গিয়ে কাজের চেষ্টা ক'রতে হবে তো ?"

ইনার আর কিছু বলে না, ওস্তাফের জিনিসপত্র গুছিয়ে দেয়।

ওস্তাফ্ কাঠের কাজ জানে না কাজেই সেলেনরায় থাকার আর কোন অর্থ হয় না। গোয়ালঘরের যতটা কাজ ওর করবার ছিলো তা' ওস্তাফ্ ক'রে দিয়েচে। খনি বন্ধ হ'য়ে গেচে—মজুররা সবাই চলে গেচে। আজ সর্ব্বশেষ দলটি চলে যাচ্ছে। ওস্তাফ্ যাবে তাদের সঙ্গে। সেলেনরায় থাকার আর সে কোন কারণ খুঁজে পায় না। ইনারকে নিয়ে যে খেলা সে শুরু করেছিলো সে খেলা তাকে শেষ করতে হবে। ঐ বিগত যৌবনা রমণীটি সম্বন্ধে সে ক্লান্ত। সেলেনরায় সে যা' চেয়েছিলো তা' পেয়েচে। তামার খনিতে কাজ ক'রতে এসে জনসমাজের বাইরে ইনারকে পেয়ে তাকে সে উপভোগ ক'রেচে, তার বেশী কিছু নয়। ইনারকে সে ভালোবাসে নি। ইনার সমস্ত লজ্জা বিসর্জ্জন দিয়ে তার কাছে ছুটে এসেছিলো, ওস্তাফ্ তাকে বঞ্চিত করে নি। ইনার যদি উন্মাদিনী হ'য়ে থাকে তো তার জন্ম ওস্তাফ্‌কে দায়ী করা চলবে না। ওস্তাফ্ পরদেশী কারখানার শ্রমিক, সে বেপরোয়া,

সে ছন্নছাড়া। রমণীর ভালোবাসা সে বোঝে না, জীবনে হৃদয় নিয়ে সে বিপন্ন হয় নি। গুস্তাফ্ শিস্ দিতে দিতে যাত্রার আয়োজন করে।

সামান্য কয়েকটা জিনিস, জামা আর পাঁতলুন। ইনার সযত্নে বাক্স গুছিয়ে গুস্তাফের সঙ্গে খাবার বেঁধে দেয়। সকলের অলক্ষ্যে ইনার একবার গুস্তাফের বুকের ওপর মাথা রেখে দুই বাহু দিয়ে ওর কণ্ঠ বেষ্টন ক'রে দাঁড়ায়। বুকের ভেতরটা টন্ টন্ করে। একটা তীব্র প্রত্যাশায় ব্যাকুল হ'য়ে গুস্তাফের মুখের কাছে মুখ তুলে ধরে। গুস্তাফ্ শুধু বলে, "আচ্ছা, তা' হ'লে চলি।"

ইনারকে সরিয়ে দিয়ে গুস্তাফ্ চলে যায়। ইনার স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকে। দুই চোখ ছাপিয়ে জল ভ'রে ওঠে। এতদিন পরে ঐ নির্মম উদাসীন পথিকটিকেই বুঝি ইনার ভালোবেসেছিলো।

খনি বন্ধ হ'য়েচে, শ্রমিকদের দল দেশান্তরে চলে গেচে জীবিকার সন্ধানে, কোলাহল থেমে গেচে, বাজার হাট অবলুপ্ত কিন্তু সেলেনরায় কোন পরিবর্ত্তন হয়নি। এবার শীতের আগে নতুন ধরণের ফসল ঘরে তুললে ইসাক্। বেগুন আর বিট্‌পালং, ইসাক্-এর জীবনে এর চেয়ে আনন্দের আর কিছু হ'তে পারে না। এবারে আলু হয়েছে আশাতীত। তা'ছাড়া অনেকগুলি বাছুর হ'য়েচে—নতুন গোয়ালঘর করা সার্থক হ'লো। এতগুলো গোশাবককে বেঁধে রাখা একটা সমস্যা। বেঁধে রাখতে ইসাক্ চায় না, ওরা খেলে বেড়ালেই ইসাক্-এর ভালো লাগে। কিন্তু ঝড় উঠ্‌লে বিপথে গিয়ে হারিয়ে যায় তাই বেঁধে রাখতেই হয়।

রেবেকা রীতিমত বড় হ'য়েচে অর্থাৎ বাপের সঙ্গে মাঠে যেতে সুরু ক'রেচে। হাতে একটা মস্ত লাঠি নিয়ে গরু তাড়ায়। আর পোলাইন্ এখন তরুণী তার চোখে নেমে এসেচে লজ্জার আবেশ, কণ্ঠে অপূর্ব্ব ঝঙ্কার। শহরের স্মৃতি ওর মন থেকে মুছে গেছে নিঃশেষে। পোলাইন্ অরণ্যের মেয়ে, ওর চোখে অরণ্যের নীল রং, বিস্রস্ত কেশভারে অরণ্যের নিবিড়তা। সেলেনরায় সকল কাজে, সকল ঋতুতে মানুষ বিকশিত হ'য়ে ওঠে। সিভার নতুন ক'রে নালা কাটে, ঝর্ণার জল ব'য়ে যায় ক্ষেতের মধ্য দিয়ে।

কিছুদিন ধ'রে সেলেনরায় একটা পরামর্শ চল্‌চে। ইনার সিভারকে গাঁয়ে পাঠালো। বারুকে নিয়ে কি একটা গুজব শোনা গেচে। এ ধরণের গুজবে ইনারের কৌতূহলের সীমা নেই। সিভার গেল গাঁয়ে। সঙ্গে গেল জেনি।

জেনি ওর বাপমায়ের সঙ্গে দেখা ক'রতে যাচ্ছে। অবিশ্যি জেনি না গেলে সিভার হয়ত এতটা উৎসাহ প্রকাশ ক'রতো না। স্লেজগাড়ী হাঁকিয়ে সিভার গাঁয়ে চললো পাশে জেনি। জেনির মুখ লজ্জায় রাঙা, সিভার তাই দেখে ও বাপের মত বলে, 'হুঁ!' সারাপথ সিভার আর জেনি একা!

গুস্তাফ্ চলে যাবার পর অনেকদিন কেটে গেছে।

ইনার এখন বাইবেল পড়ে। আশ্চর্য্য! এই বইখানি যত পড়ে তত ওর মন শান্ত হ'য়ে আসে। একদিন ইনার উদ্‌ভ্রান্ত হ'য়ে ঘর থেকে বেরিয়ে ঐ যে পাহাড়ের ওপারে ফুল তুলতে গিয়েছিলো আজ সে কথা মনে হ'লে ওর অসম্ভব ঠেকে। সত্যিই সেটা ওর ক্ষণেকের উন্মাদনা ছাড়া কিছু নয়! ইনার এই ঘরের মানুষ, ঐ পাহাড়ের ওপারেও গিয়েছিলো পথ ভুলে। ইনার এখন বাইবেল পড়ে আর ভাবে ভগবানের কথা। তিনি কি ক্ষমা ক'রবেন ইনারকে? আপন যৌবনের দুর্নিবার ক্ষুধার তাড়নায় সে যে আবর্জনা, যে পঙ্কিল আবিলতা জমিয়ে সঞ্চয় ক'রচে তার থেকে মুক্তি তাকে কে দেবে? রক্তের উত্তাপ তাকে উন্মাদ ক'রেছিলো। আজ যখন সে উন্মাদনা শান্ত হ'য়ে এসেছে তখন অন্তরের দাহ ওকে স্থির থাকতে দেয় না। খনি বন্ধ হবার পর সবাই যখন চ'লে গেল, যখন সেলেনরায় ফিরে এলো স্তব্ধ নির্জনতা তখন ইনার দূর আকাশের পানে তাকিয়ে ব'সে রইলো। একা ব'সে থাকতে থাকতে ওর কান্না আসে। ইসাক্-এর বিছানার ওপর লুটিয়ে প'ড়ে কাঁদে। সে কি কান্না! কাঁদতে কাঁদতে ওর বুক যেন ভেঙে পড়ে, আর ভেঙে পড়ে ওর অভিমান, ওর যৌবনের উদ্ধত অবহেলা।

ইনার বুঝতে পারে সকল দোষ তার। সকল কলঙ্ক সে নিজ ক'রে গায়ে মেখেছে। তার অপরাধ সে স্বীকার করে মনে মনে আর তখনই কেবল ভাবে কেমন ক'রে ইসাক্-এর কাছে সকল অপরাধ স্বীকার ক'রে মার্জনা চেয়ে নেবে। কিন্তু অপরাধ স্বীকার করা প্রভৃতি আবেগময় কথা বা আলোচনা করা সেলেনরায় রীতিবিরুদ্ধ। ইসাক্ মাটির বুকে ফসল ফলায়, জলাকে শস্যক্ষেত্রে পরিণত করে, হৃদয়ের অস্তিত্ব সম্বন্ধে ওর চেতনার কিছু অভাব আছে। ইনার ভেবেই পায় না কেমন ক'রে বলবে কথাটা। কিন্তু দিনের পর দিন কেটে যায় বলা আর হয় না। ইনার স্বামীর সেবা করে নতুন ক'রে। খাওয়ায় পরায় বিশ্রামে আরামে ইসাক্-এর কোথাও যেন একটুকু অসুবিধা না হয় সে দিকে দৃষ্টি রাখে। কাছে ব'সে থাকে খাবার সময়, সন্ধ্যাবেলায়

স্বামীর জামা তৈরী করে। কিন্তু অপরাধ স্বীকার করা আর হ'য়ে ওঠে না।

রাত্রে ইনারের ঘুম আসে না সেদিন। ইসাক্ অকাতরে ঘুমোচ্ছে।

ইনার স্বামীর মাথায় হাত বুলোতে লাগলো। কিন্তু ইসাক্-এর তাতেও ঘুমের ব্যাঘাত হ'লো না। ইনার ডাকলো, "শুনচ? এই—"

পাশ ফিরতে ফিরতে ইসাক্ বলে, "এঁ্যা—"

"শোনো, একটা কথা ছিলো—এই শোনো—"

ইনারের গলার স্বর কেমন যেন শোনালো, ইসাক্ উঠে ব'সলো, বল্লো, "কি? কি হ'য়েচে?"

ইসাক্-এর কোলের মধ্যে মুখ গুঁজে ইনার বল্লে, "কিছু হয় নি। এই—আমি অনেক দোষ করি তোমার কাছে।"

ইনারের কণ্ঠে কান্না জড়িয়ে আছে। ইসাক্ ওর মাথায় হাত রেখে বল্লে, "সে আর কি? কিসের দোষ?"

"তোমার স্ত্রী হ'য়েও—আমি অনেক দোষ ক'রেচি—" ইনার ঠিক ব'লতে পারে না। কিন্তু ওর কান্না দেখে ইসাক্ বোধ করি অভিভূত হ'য়ে পড়ে। বনের মানুষ, ওর জীবনে ইনার একমাত্র রমণী যে ওর হৃদয় জুড়ে আছে। ইনার যত অপরাধ করুক চোখের জলে সব ভেসে যায়। ইসাক্ জান্তেও চায় না কি অপরাধ ক'রেচে ইনার। ওর কাছে ইনারের কোন অপরাধ নেই কারণ ইনারকে ও ক্ষমা করতে চায়। এত কথা স্পষ্ট ক'রে ইসাক্ বোঝে না, গভীর ভাবে ভেবে দেখ্‌বার মত বুদ্ধি ও শিক্ষা ও পায় নি। তবু ওর চিত্তের সহজ প্রকাশ কোথাও এতটুকু বিকৃত হয় না। ইনার কাঁদে স্বামীর কোলে মাথা গুঁজে,—ইসাক্ সস্নেহে সান্ত্বনা দেয়, ভাবে ইনার অসামান্যা মেয়ে, ইনারের ভালোবাসার তুলনা নেই।

ইনার কান্না থামিয়ে উঠে ব'সে বলে, "তুমি জানো না কত পাপ ক'রেচি আমি। তোমার স্ত্রী হয়ে—আমার যা করা উচিত তা করিনি—তার—"

ইনার চোখ মোছে,—কান্নার বেগে বুক ফুলে ফুলে উঠ্‌চে। ইনার আজও অপরূপ স্বাস্থ্যের অধিকারিণী। ইসাক্ স্ত্রীর এ রূপ কখনো দেখেনি। অবাক্ হ'য়ে তাকিয়ে ছিলো তারপর ইনারের মুখখানি বুকের ওপর চেপে ধ'রে বল্লে, "যা করা উচিত তা কেউ পারে না—কেঁদো না—"

আরণ্যক বর্ব্বর ইসাক্ হৃদয়ের দুর্ব্বার ভালোবাসা অনাবশ্যক মাধুর্য্যে ছড়িয়ে দেয় না, শুধু আপনার পথে সহজে ছুটে চলে।

ইনার বল্লে, "না না তা নয়, সে তুমি জানো না—আমার যে ভাবে থাকা উচিত—"

ইসাক্ নিবিড়ভাবে ইনারকে বুকের ওপর চেপে ধ'রে বলে, "ওকথা এখন থাক্ ইনার। যা করা উচিত আমরা কেউই তা পারিনে।"

ইনার আর কিছু ব'ল্তে পারে না। আশ্চর্য্য এই মানুষ! জীবনের সমস্ত জটিল গ্রন্থি অত্যন্ত সহজে খুলে দেয়, কোথাও মলিনতা জমতে দেয় না, জমে থাকলে চেয়েও দেখে না।

সে রাত্রে ওরা অনেক গল্প ক'রলে, অনেক কল্পনা, অনেক ভাবনা ওদের। অনেক দিন পরে ইসাক্ স্ত্রীকে বুকের কাছে টেনে আন্লো, ওর বিস্তৃত বক্ষপটে ইনারের আশ্রয় যেমন নিশ্চিত তেমনই অকুণ্ঠ।

ইসাক্-এর আদরে ইনারেরও মনের ক্ষত গেল মিলিয়ে। মনোবেদনা আর আত্মদংশনের হাত থেকে এক সময় দেখ্লে সে মুক্তি পেয়েচে। কিন্তু ইনার বাইবেল পড়তে লাগলো নিষ্ঠাভরে, স্বামীর সেবা সুরু ক'রলো আবার নূতন ক'রে। এবারে ও নিঃসংশয়ে জেনেচে অন্য যত পুরুষকে ও দেখেচে যত লোকের কথা সে শুনেচে তাদের সকলের চেয়ে অনেক বড় তার স্বামী, সকল পুরুষের সেরা পুরুষ।

দোকান হাট সব উঠে গেচে কিন্তু আরণের দোকান এখনও আছে। শোনা যাচ্ছে আরণ তার দোকান আর সামগ্রী সব বিক্রী ক'রতে চায় তবে খদ্দের পাওয়া যাচ্ছে না। ইসাক্ ভাবে আরণের দোকানটা কিনে নেবে কিন্তু সিভার আর ইনার বাধা দেয়। কি হবে ওদের দোকান? এলেসাস্ তো আর আস্‌বে না।

সেদিন আন্দ্রে এলো। সম্ভবতঃ আরণ পাঠিয়েচে ইসাক্-এর কাছে। ইসাক্ বাড়ী নেই, ক্ষেতে কাজ করচে। আগে বাড়ীতে কোন পুরুষ মানুষ এলে ইনারের বুক দুলে উঠ্‌তো, কি ক'রবে, কেমন ক'রে তাকে খুশী ক'রবে ভেবে পেতো না। চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌তো মন, কেবলই মনে হ'তো কি সাজে সাজবে, কেমন ক'রে হাসলে ভালো দেখাবে, কোন কথাটি বল্লে ভালো শোনাবে আরও কত ছেলে মানুষীই না ওর ছিলো। কিন্তু আজ আর সে ইনার নেই। তাই আন্দ্রেকে ঘরে বসিয়ে নিজের কাজে চলে গেল। সোলাইন্‌কে ডেকে বল্লে, "যা তো, আন্দ্রে এসেচে।"

অগত্যা সোলাইন্‌কে যেতে হয়। আন্দ্রের তরুণ বয়স, চোখের দৃষ্টি

কেমন যেন অনাবশ্যক তীব্র। রাঙা হ'য়ে ওঠে পোলাইন্-এর মুখ, বুকের ভেতরটা ঢিব ঢিব করতে থাকে। তবু পোলাইন্ জড়ো সড়ো হ'য়ে বসে আস্রের সাম্‌নে। নগ্ন নিরাভরণ হাত দু'খানি কোলের উপর রেখে বসে। এমনি ক'রে হাত দুখানি রাখ্‌তে ওর ভালো লাগে।

ওদের কথাও হয় দু'একটা। তারপর আস্রে উঠে পড়ে, আর ব'সবার সময় নেই, পোলাইন্‌ও উঠে দাঁড়ায়। হঠাৎ খোঁপাটা খুলে যায়, হাত দু'খানি তুলে বাঁধতে থাকে পোলাইন্। সুপুষ্ট বাহুলতা, বক্ষের ভার পুষ্পস্তবকের মত। আস্রে হাসে। পোলাইন্‌ও হাসে। কি দুষ্টুমিভরা হাসি আস্রের। মাগো! আস্রে চলে যায়। পোলাইন্ বলে, "আর একদিন আস্‌বে ত?"

আস্রে হেসে ব'লে, "আস্‌বো।"

আবার সেই হাসি। পোলাইন্ ছুটে চলে যায় মায়ের কাছে।

আস্রে চলে যায়।

একসেল টেলিগ্রাফের কাজ নিয়েচে।

ক্ষেতের কাজ করে তবে ফসল বেশী হবার দিকে লক্ষ্য করে না, কোনপ্রকারে দিন চলে গেলেই হ'লো। ওলি মাঝে মাঝে এসে কাজ করে, আবার চলে যায়। ওলি যদি আর না আসে তাহ'লে একসেল স্বস্তি পায়। ওর জীবনে ওলি দেখা দিয়েচে অভিশাপের মত। সব কথা জেনেও ও'লিকে ও চলে যাও বল্‌তে পারে না। একদিন ওলি ওর জীবন দান ক'রেছিলো। তা ছাড়া, একসেল্ আজকাল নিজেকে সুখী মনে করে। ও ভাবে কোন কারণেই আর দুঃখ পাবে না। বারুর বিরুদ্ধে যে মামলা চল্‌ছিলো তাতে একসেলকেও আসামী ব'লে উল্লেখ করা হয়। একসেল শহরে গিয়েছিলো শমন পেয়ে। এই মোকদ্দমায় এক অলৌকিক ব্যাপার ঘটে গেল। স্বয়ং দারোগা সাহেবের স্ত্রী দাঁড়ালেন বারুর পক্ষ নিয়ে। তিনি লেখাপড়া জানা মেয়ে। আদালতে দীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন। তাঁর যুক্তির কাছে সবাই হার মেনে গেল। বারুর পক্ষে যে উকীল নিযুক্ত করা হয়েছিলো তাকে আর কিছু বল্‌তেই হলো না। কত বড় বড় কথা দারোগা গিন্নী বল্‌লেন সে সব শুন্‌লে পৃথিবীর যে কোন লোক অবাক্ হ'য়ে যাবে। অবিশ্যি, উনি একসেলকে দায়ী করতে চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু ওর বিরুদ্ধে কোন প্রমান না থাকায় একসেল মুক্তি পেয়ে গেল। দারোগাগিন্নী যা বল্‌লেন তাতে আর কারুর সন্দেহ রইলো না যে বারুর মত অবস্থায় সবাই এ কাজ করে যদিও

বাক সন্তানকে হত্যা ক'রেচে তার প্রমাণ নেই কোনো। বক্তৃতা প্রসঙ্গে দারোগা গিন্নী কত কথা বল্লেন—সমাজ, রাজনীতি, মানুষের মনের ধর্ম, দেহের ধর্ম প্রভৃতি গুরুতর বিষয় নিয়ে আলোচনা করলেন। বিচারপতি ঘন ঘন মাথা নাড়লেন, না, তাঁর আর সন্দেহ নেই। বাক মুক্তি পেলো, কোন শাস্তিই হ'লো না। বিচারপতি ঘোষণা ক'রলেন বাক নিরপরাধ, ওর সন্তান ভূমিষ্ঠ হ'য়েচে নদীর গর্ভে। দারোগা গিন্নী আদালতে দাঁড়িয়ে বল্লেন তিনি বারুকে তাঁর কাছেই রেখে দেবেন, তাঁর গৃহস্থালীর কাজ ক'রবে, বাক থাকবে তাঁর মেয়ের মত। উপস্থিত সকলেই ধন্য ধন্য ক'রলে। এক্সেল বাড়ী চলে এলো।

যাক্, মস্ত একটা ভার নেমে গেল বুকের ওপর থেকে। এক্সেল বাড়ী এসে ভাবলে তার চেয়ে সুখী আর পৃথিবীতে কেউ নেই।

এলেসাস্ ফিরে এসেচে সেলেনরায়। আরণের দোকানটা কিনে নিয়েচে ইসাক্ এলেসাস্-এর জন্য পনেরো শো টাকায়। দোকানটার চেয়ে ঐ জমিটার দিকে ইসাক্-এর নজর ছিলো বেশী। এখন এলেসাস্ যা মনে করে তাই-ই ক'রতে পারে। এক্সেল্-এর একজন কর্মচারী দরকার। আন্দ্রেকে রাখা হ'য়েচে—সে দোকানে থাকে। সিভার আর সে চাষ করে, এলেসাস্ দেখা শুনো করে অর্থাৎ রীতিমত মালিক হ'লে যা' করা উচিত তাই করে। সিভার প্রায়ই সেলেনরায় আসে, দোকান থেকে বেশী দূর নয়। ফিরে এসে ক্ষেতে কাজ ক'রতে ক'রতে পোলাইন্-এর গল্প করে। সিভার বলে, পোলাইন্ ব'লছিলো—আন্দ্রে ব'লে উঠে, "কি বল্‌ছিলো?"

আন্দ্রের মুখের ভাব দেখে সিভার হেসে ওঠে। আন্দ্রে লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে যায়। ওরা নতুন ক্ষেতে কাজ পেয়ে খুব আনন্দে আছে। সিভারের সর্ব্বদাই হাসিখুসি ভাব। কিন্তু এলেসাস্ ভাবে ওর জীবনটা নষ্ট হ'য়ে গেল। জঙ্গলকে ও ঘৃণা করে, মাটি আর লাঙল আর ঐ কর্ষকদল ওকে যেন গলা টিপে মারতে আসে। ওর সকলের বড় বিভীষিকা ওকে এইখানে চিরদিন থাকতে হবে। সিভার আর আন্দ্রে যখন ক্ষেতে কাজ করে, নালা কাটে জলা উপত্যকাভূমি থেকে আগাছা কেটে পরিষ্কার করে, এলেসাস্ তখন এই নূতন ভূসম্পদ বৃদ্ধির কথা চিন্তা করে না, ওর মন চলে যায় শহরে, স্বপ্ন দেখে কবে বড় হবে, ঐ শহরের বাবুদের মত হবে, থাকবে শহরে তিনতলা বাড়ীতে, হাতে ছড়ি, মুখে চুরুট আর একখানা মোটর গাড়ী, হুস্ ক'রে চলে যাবে যেখানে খুশী।

দু'বার শীত এসেচে, দু'বার বসন্ত। এখন গরম কাল, বাতাসে উদাস উষ্ণতা। বারু চলে গেচে আড়াই বছর হ'লো। একসেল যখনই গাঁয়ে যায় তখনই দারোগা সাহেবের বাড়ী ভেড়ার মাংস দিয়ে আসে। দারোগা গিন্নী মানুষটি বড় ভালো, প্রতিবারই একসেলকে মাংসর দাম দিয়ে দেন। বারু ঐ বাড়ীতেই থাকে কিন্তু একবারও দেখা হয় না। দারোগা গিন্নী সে দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। বারুর জীবনে আর তিনি স্খলন হ'তে দেবেন না। একসেল যায় আর ফিরে আসে। বারুকে দেখবার জন্ম একসেল যায় না। তবু, বারুকে একবার দেখ্‌লে কি এমন ক্ষতি হ'তো তার চরিত্রের?

এবারে শীতকালে গাঁয়ের হাটে বারুর সঙ্গে দেখা হ'য়েছিলো। একসেল ভাবতো প্রথম যেদিন বারুর সঙ্গে দেখা হবে বারু নিশ্চয় তাকে দেখেই কেঁদে ফেল্‌বে। আহা, কত দিন পরে দেখা। বারুর অশ্রুসিক্ত মুখখানি কল্পনা ক'রতো একসেল আর আপনমনে ব'ল্‌তো, আহা, কতদিন পরে।

কিন্তু দেখা যখন হ'লো তখন বারু কিছুই বল্‌লে না, শুধু হাটের দিকে যেতে যেতে থমকে দাঁড়ালো। বারুর হাতের দিকে লক্ষ্য ক'রে একসেল বল্‌লে, "তুমি সেই আংটি দু'টো আর পরো না?"

"আংটি?" বারু অবাক্ হবার ভাণ ক'রচে মনে হ'লো।

"হ্যাঁ, আংটি। আমি দিয়েছিলুম।"

"সে আংটি তো আমার নেই।"

"ও, সে আংটি আর নেই বুঝি এখন?"

"না, নেই। তোমার আমার মধ্যে যা হ'য়ে গেচে তারপর আর ঐ সবের কোন মানে হয় না। সম্পর্ক যখন নেই, হবেওনা কোনদিন, তখন খামকা তোমার দেওয়া আংটি পরবো কেন?" বারু এক নিঃশ্বাসে বল্‌লে কথাগুলো। আসলে বারজেন্-এ গিয়েই সে আংটি দুটো বিক্রী ক'রেছিলো।

একসেল আর কোন কথা বল্‌লে না, চেয়ে রইলো বারুর দিকে। বারু কয়েক মিনিট স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়েছিলো তারপর ভীড়ের মধ্যে কোথায় চলে গেল আর তাকে দেখা যায় নি।

বারুকে দেখে একসেল তখনও চোখ ফেরাতে পারে নি। বারু কঠিন কথা বলে কিন্তু গলার স্বর কি মধুর। বারু গায়ে একটা শাল জড়িয়েচে, মাথায় নীল রং-এর খানিকটা রেশমী কাপড় টুপির মতন ক'রে বাঁধা। কি সুন্দর মানিয়েচে। গাঁয়ে দোকানদাররা বলে বারু কোন্ একটা ছেলের সঙ্গে

নাকি ভাব ক'রেচে, দারোগাগিন্নীকে লুকিয়ে তার সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়। তা' বেড়াক্, বারু আশ্চর্য্য মেয়ে।

পাইন আর ঝাউগাছের ফাঁক্ দিয়ে তপ্ত বাতাস বয়। দূরে নীল আকাশের গায়ে পাহাড়ের মাথায় একটুকরো সাদা মেঘ জমে থাকে। সাদা পাখী উড়ে যায় দল বেঁধে উত্তর দিক্ থেকে দক্ষিণে। টেলিগ্রাফের তার পরীক্ষা ক'রতে এসে একসেল চুপ করে ব'সে থাকে। উষ্ণ হাওয়া এসে মুখে লাগে। একসেল্ ভাবে, আশ্চর্য্য মেয়ে বারু।

১৬

হঠাৎ একদিন এই বনদেশে সোরগোল পড়ে গেল। অপ্রত্যাশিত, অভাবনীয় ঘটনা, সেলেনরা থেকে সুরু ক'রে যে গাঁয়ে এখন সোজা রাস্তায় গেলে পুরো একদিন লাগে সেই গাঁয়ের লোকদের পর্য্যন্ত ভাগ্য ফিরে গেল এক লহমায়। গিস্‌লার তা'র জমি আর পাহাড় বিক্রী ক'রে দিয়েচে। গিস্‌লার অনেকখানি জমি কিনেছিলো, বর্ত্তমান খনি থেকে আট মাইল দূরে। সব তামার খনি সমেত জমি আর পাহাড় গিস্‌লার কিনে রেখেছিলো রাজার কাছ থেকে। অতএব এতটা জমি কিনে খনির মালিকরা খনির কাজ অনেক বড় ক'রে আরম্ভ ক'রলেন। সুইডেন থেকে মিস্ত্রী এলো, কাছাকাছি পাঁচটা গ্রাম থেকে মজুর এলো। বড় বড় কল এলো, বামান এলো পাহাড় ভাঙ্‌বার জন্য। তা' ছাড়া, নতুন দোকানদাররা এলো। হাট ব'স্‌লো। এলেসাস্ শহরে গিয়ে অনেক মাল খরিদ্ ক'রে আন্‌লে। আস্ত্রেকে ব'ল্‌লে, "এমন দোকান খুলচি এবার যে শহর থেকে লোকে দেখতে আস্‌বে। তোমাদের আর চাষ ক'রতে হবে না, দোকানে কাজ করো। আরও লোক রাখ্‌তে হবে দেখ্‌চি।"

এলেসাস্-এর কথা মিথ্যে নয়। আগন্তুকের দল প্রচুর জিনিষ কিন্‌লে ওর দোকান থেকে। খবর পেয়ে কোথা থেকে আরণ এসে হাজির, বল্‌লে, "দোকানটা আমায় বিক্রী করো।"

চুরুটটা মুখ থেকে না নামিয়ে এলেসাস্ বল্‌লে, "আমার টাকার এমন অভাব এখনও হয় নি যে—"

আর ব'ল্‌তে হ'লো না, আরণ চলে গেল।

কিন্তু এলেসাস-এর সকল কল্পনা ব্যর্থ হ'য়ে গেল। সেলেনরায় কোলাহল গেল মিলিয়ে। মজুরদের দল অন্তর্দ্ধান ক'রলো তার পরের দিন। সিভার ব্যাপারটা শুনে এসেচে। খনির কাজ এখানে আর হবে না, আট মাইল দূরে আসল খনি আছে। কাজেই মজুররা সেখানেই থাক্‌বে, খনির যন্ত্রপাতি কামান, কল, যা'কিছু সব সেইখানেই চলে গেচে। সেই আট মাইল দূরে ছোট ছোট ঘর বাড়ী তৈরী হ'চ্ছে। খনিতে যত লোক কাজ ক'রচে তাদের সকলেরই বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হ'য়ে গেচে। মালিকরা সর্ব্বাগ্রে সেই ব্যবস্থা ক'রেচেন।

আরণ সেই আট মাইল দূরে দোকান খুলচে, খবরও পাওয়া গেল। পরদিন আরণ স্বয়ং এলো, এলেসাস্‌কে যেন দেখতেই পায়নি, এম্‌নি ভাব দেখিয়ে আন্দ্রেকে বল্‌লে, "কি হে, এখানে তো আর দোকান চল্‌বে না। চলো, আমার দোকানে কাজ ক'রবে।"

আন্দ্রে সাফ্ জবাব দিলে, সে যাবে না এখান থেকে। আরণ কিছুমাত্র ক্ষুন্ন না হ'য়ে চলে গেল। আন্দ্রে কোনদিনও যাবে না এই সেলেনরা থেকে এই খানেই ও সুখে আছে, ওর মন বাঁধা প'ড়েচে সেলেনরায়।

বিপুল জনতা এলো আর চলে গেল। সেলেনরায় এতটুকু পরিবর্ত্তন দেখা গেল না। আট মাইল দূরে অনেকে ব্যবসা ক'রচে, বড়লোক হ'য়ে যাচ্ছে, একথা ভেবে সেলেনরায় কেউ দুঃখিত হয় নি। এমনকি এলেসাস্‌ও খুব অনুতাপ ক'রচে ব'লে মনে হয় না। তবে উৎসাহের ঝোঁকে অনেক মালপত্র এনে ফেলেচে সেগুলো বিক্রী হ'চ্ছে না এই জন্য মাঝে মাঝে ওর মন খারাপ হয়ে যায়। তা' আর কি ক'রবে, এতবড় একটা দোকানের মালিক সে, লোক্‌সানের ভয় করে না।

খনি আর মজুরী ক'রে যে অর্থ, যে সম্পদ্ তার লাভ-ক্ষতি উত্থান-পতনে আরণ্যক মানুষের কিছুমাত্র যায় আসে না। সম্পদ্ তাদের স্বভাবে, ঐশ্বর্য্য তাদের ব্যাপ্ত হ'য়ে আছে ঐ শ্যামল উপত্যকায় যেখানে মেষের দল চরে বেড়ায়, যেখানে তারা উৎপাদন করে শস্য। বনবাসী ইসাক্ কোন সংবাদই রাখে না। খনির কাজ আরম্ভ হবে শুনে যেমন উল্লাস করে নি, আটমাইল দূরে খনিটা সরে গেচে শুনে তেমনই ওর আশাভঙ্গ হয় নি। সিভারও হতাশ হয় নি। যা' পায় নি তা' নিয়ে দুঃখ করা ওদের স্বভাব নয়। এলেসাস্-এর অনেক বড় বড় জিনিষের দরকার—খবরের কাগজ, থিয়েটার নাচ গান, নতুন ধরণের কোট, বড় বড় কথা আলোচনা করবার জন্য পাঁচ

জন ভদ্রলোক। সিভারের এমনিতরো প্রয়োজনও নেই, একটা মহান্ ব্যাপার না ঘটলে মাথাও পায় না। এলেসাস্ একা দোকান ঘরে ব'সে ব'সে ভাবে ওর জীবনটা নষ্ট হ'য়ে গেল, এই বনের মধ্যে ওর দিনগুলো একেবারে ভারী হ'য়ে উঠে বোঝার মত। সিভার ছুটে বেড়ায় পাহাড় থেকে পাহাড়ে, ক্ষেতের কাজ না থাকলে ঝরণার গতি ফিরিয়ে নূতন নদীর সৃষ্টি করে, কাটে পাথর, মাটির বুকে ক্ষতচিহ্ন এঁকে ঝর্ণার স্রোত বইয়ে দেয় সেখান দিয়ে।

সেদিন ঝর্ণার ধার দিয়ে চল্‌তে চল্‌তে সিভার দেখ্‌লে শিমুল গাছের ডালে দু'টো সারসপাখী ব'সে আছে। ঠোঁটের মধ্যে ঠোঁট চাপিয়ে দু'টিতে নিবিড় সুখে মগ্ন। সমস্ত অরণ্য যেন ওদের দিকে চেয়ে স্তব্ধ হয়ে আছে। সিভার বাড়ী এলো, ওর কোথায় একটা মস্ত অভাব বোধ জেগে ওঠে, হঠাৎ মনে হয় ওর কি নেই। জেনির কথা মনে পড়ে। জেনিকে ওর মা একরকম জোর ক'রেই তার বাপ্-মায়ের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে। জেনি যেতে চায় নি, ইনার বল্‌লে, "তুই বড় হ'য়েছিস্, এখন আর পরের ঘরে চাকরি করে না। যা, বাড়ী যা।"

জেনি চলে গেছে। আজ কেবলই জেনিকে মনে পড়ে সিভারের। ওর মা যে কেন জেনিকে তাড়িয়ে দিলে সিভার কিছুতেই বুঝতে পারে না। সিভারের মনে হয় ওর মা দিন দিন কেমন যেন হ'য়ে যাচ্ছে।

ইনার ধর্মকর্মে মন দিয়েছে। নিয়মিত উপাসনা, বাইবেল পড়া এসব নিয়েও ব্যস্ত থাকে। ওর মনে এই ধর্মভাবের উদয় অপরিহার্য, ওর জীবনের সঙ্গে এর একটা স্বাভাবিক সঙ্গতি আছে। কিন্তু ধর্মভাবের প্রবলতায় ওর যে পরিবর্তন চোখে পড়ে সেটা ধর্ম প্রবণতা নয়। যেমন ধরো, জেনিকে দেখলেই ইদানীং ও বিরক্ত হ'য়ে উঠ্‌তো। জেনির অপরাধ জেনি সহসা কৈশোর অতিক্রম ক'রে যৌবনে উপনীত হয়েছে। তার দেহের সম্ভার পুরুষকে লুব্ধ করে, তার চোখে মুখে কামনার দীপ্তি জেগে বেড়ায়। একদিন ইনারও ঐ জেনির মত ছুটে বেড়াতো, ইনারের দেহেও উত্তাপ ফুটে বেরুতো চাপা আগুনের মত। কিন্তু সেদিন ওর দিকে কেউ ফিরে তাকায় নি। ইনারের চোখের সাম্‌নে ভেসে ওঠে ওর নিজেরই ছবি, পঁচিশ বছর আগেকার প্রতিদিনের কাহিনী। সে কথা কেউ জানে না, কাকেও ইনার বল্‌তেও পারে নি। নিজের কথা ভাব্‌তে ভাব্‌তে ওর সমস্ত মন ক্ষিপ্ত হ'য়ে ওঠে। জেনিকে ও সইতে পারতো না তাই জেনিকে যেতে হ'লো।

কিন্তু এলেসাস-এর সকল কল্পনা ব্যর্থ হ'য়ে গেল। সেলেনরায় কোলাহল গেল মিলিয়ে। মজুরদের দল অন্তর্দ্ধান ক'রলো তার পরের দিন। সিভার ব্যাপারটা শুনে এসেচে। খনির কাজ এখানে আর হবে না, আট মাইল দূরে আসল খনি আছে। কাজেই মজুররা সেখানেই থাকবে, খনির যন্ত্রপাতি কামান, কল, যা'কিছু সব সেইখানেই চলে গেচে। সেই আট মাইল দূরে ছোট ছোট ঘর বাড়ী তৈরী হ'চ্ছে। খনিতে যত লোক কাজ ক'রচে তাদের সকলেরই বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হ'য়ে গেচে। মালিকরা সর্ব্বাগ্রে সেই ব্যবস্থা ক'রেচেন।

আরণ সেই আট মাইল দূরে দোকান খুলচে, খবরও পাওয়া গেল। পরদিন আরণ স্বয়ং এলো, এলেসাসকে যেন দেখতেই পায়নি, এমনি ভাব দেখিয়ে আন্ত্রেকে বললে, "কি হে, এখানে তো আর দোকান চলবে না। চলো, আমার দোকানে কাজ ক'রবে।"

আন্ত্রে সাফ্ জবাব দিলে, সে যাবে না এখান থেকে। আরণ কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ না হ'য়ে চলে গেল। আন্ত্রে কোনদিনও যাবে না এই সেলেনরা থেকে এই খানেই ও সুখে আছে, ওর মন বাঁধা প'ড়েচে সেলেনরায়।

বিপুল জনতা এলো আর চলে গেল। সেলেনরায় এতটুকু পরিবর্ত্তন দেখা গেল না। আট মাইল দূরে অনেকে ব্যবসা ক'রচে, বড়লোক হ'য়ে যাচ্ছে, একথা ভেবে সেলেনরায় কেউ দুঃখিত হয় নি। এমনকি এলেসাস্ও খুব অনুতাপ ক'রচে ব'লে মনে হয় না। তবে উৎসাহের ঝোঁকে অনেক মালপত্র এনে ফেলেচে সেগুলো বিক্রী হ'চ্ছে না এই জন্য মাঝে মাঝে ওর মন খারাপ হয়ে যায়। তা' আর কি ক'রবে, এতবড় একটা দোকানের মালিক সে, লোক্সানের ভয় করে না।

খনি আর মজুরী ক'রে যে অর্থ, যে সম্পদ্ তার লাভ-ক্ষতি উত্থান-পতনে আরণ্যক মানুষের কিছুমাত্র যায় আসে না। সম্পদ্ তাদের স্বভাবে, ঐশ্বর্য্য তাদের ব্যাপ্ত হ'য়ে আছে ঐ শ্যামল উপত্যকায় যেখানে মেষের দল চরে বেড়ায়, যেখানে তারা উৎপাদন করে শস্য। বনবাসী ঈসাক্ কোন সংবাদই রাখে না। খনির কাজ আরম্ভ হবে শুনে যেমন উল্লাস করে নি, আটমাইল দূরে খনিটা সরে গেচে শুনে তেমনই ওর আশাভঙ্গ হয় নি। সিভারও হতাশ হয় নি। যা' পায় নি তা' নিয়ে দুঃখ করা ওদের স্বভাব নয়। এলেসাস্-এর অনেক বড় বড় জিনিষের দরকার—খবরের কাগজ, থিয়েটার নাচ গান, নতুন ধরণের কোট, বড় বড় কথা আলোচনা করবার জন্য পাঁচ

মন ভদ্রলোক। সিভারের এমনিতরো প্রয়োজনও নেই, এতসব মহান্ ব্যাপার না ঘটলে বাধাও পায় না। এলেশাস্ একা দোকান ঘরে ব'সে ব'সে ভাবে ওর জীবনটা নষ্ট হ'য়ে গেল, এই বনের মধ্যে ওর দিনগুলো একেবারে ভারী হ'য়ে উঠে বোঝার মত। সিভার ছুটে বেড়ায় পাহাড় থেকে পাহাড়ে, ক্ষেতের কাজ না থাকলে ঝরণার গতি ফিরিয়ে নূতন পথের সৃষ্টি করে, কাটে পাথর, মাটির বুকে ক্ষতচিহ্ন এঁকে ঝর্ণার স্রোত বইয়ে দেয় সমান দিয়ে।

সেদিন ঝর্ণার ধার দিয়ে চলতে চলতে সিভার দেখলে শিমুল গাছের ডালে দু'টো সারসপাখী ব'সে আছে। ঠোঁটের মধ্যে ঠোঁট চেপে ধ'রে দু'টিতে নিবিড় সুখে মগ্ন। সমস্ত অরণ্য যেন ওদের দিকে চেয়ে স্তব্ধ হ'য়ে আছে। সিভার বাড়ী এলো, ওর কোথায় একটা মস্ত অভাব বোধ জেগে ওঠে, হঠাৎ মনে হয় ওর কি নেই। জেনির কথা মনে পড়ে। জেনিকে ওর মা একরকম জোর ক'রেই তার বাপ-মায়ের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে। জেনি যেতে চায় নি, ইনার বললে, "তুই বড় হ'য়েছিস, এখন আর পরের ঘরে চাকরি করে না। যা', বাড়ী যা।"

জেনি চলে গেছে। আজ কেবলই জেনিকে মনে পড়ে সিভারের। ওর মা যে কেন জেনিকে তাড়িয়ে দিলে সিভার কিছুতেই বুঝতে পারে না। সিভারের মনে হয় ওর মা দিন দিন কেমন যেন হ'য়ে যাচ্ছে।

ইনার ধর্ম্মকর্ম্মে মন দিয়েছে। নিয়মিত উপাসনা, বাইবেল পড়া এসব নিয়েও ব্যস্ত থাকে। ওর মনে এই ধর্মভাবের উদয় অস্বাভাবিক নয়, ওর জীবনের সঙ্গে এর একটা স্বাভাবিক সঙ্গতি আছে। কিন্তু ধর্মভাবের প্রবলতায় ওর যে পরিবর্ত্তন চোখে পড়ে সেটা ধর্ম্ম প্রবণতা নয়। যেমন ধরো, জেনিকে দেখলেই ইদানীং ও বিরক্ত হ'য়ে উঠতো। জেনির অপরাধ জেনি সহসা কৈশোর অতিক্রম ক'রে যৌবনে উপনীত হয়েছে। তার দেহের সম্ভার পুরুষকে লুব্ধ করে, তার চোখে মুখে কামনার দীপ্তি জ্বেলে বেড়ায়। একদিন ইনারও ঐ জেনির মত ছুটে বেড়াতো, ইনারের দেহেও উদ্দাম ফুটে বেরুতো চাপা আগুনের মত। কিন্তু সেদিন ওর দিকে কেউ ফিরে তাকায় নি। ইনারের চোখের সামনে ভেসে ওঠে ওর নিজেরই ছবি, পঁচিশ বছর আগেকার প্রতিদিবসের কাহিনী। সে কথা কেউ জানে না, কাকেও ইনার বলতেও পারে নি। নিজের কথা ভাবতে ভাবতে ওর সমস্ত মন ক্ষিপ্ত হ'য়ে ওঠে। জেনিকে ও সইতে পারতো না তাই জেনিকে যেতে হ'লো।

কিন্তু পোলাইনকেও ইনার সইতে পারে না। পোলাইন্ যুবতী, পোলাইন্-এর চোখে সংকেত, দেহের তটে তটে দুর্বার জোয়ারের তাড়না। ইনার দেখে পোলাইন নিত্যনূতন সাজ করে, আন্ড্রে যখন আসে তখন মাথায় ফুল গোঁজে, দু'জনে বেড়াতে যায় ঝর্ণার ওপারে। ইনার ওদের দেখে আর রেগে ওঠে অকারণে, সামান্য কোন অপরাধের জন্য পোলাইন্কে কঠিন তিরস্কারে জর্জ্জরিত করে। ইনারের মনে হয় সমস্ত সংসারটা বিপথে যেতে ব'সেচে, ওর ধর্ম্মভাবটা প্রখর শাসনের মধ্য দিয়েই প্রকাশ পায়।

ইসাক্ তেমনই আছে, ওর কোন পরিবর্ত্তন হয় নি। অন্যায় আর পাপ ওকে কোনদিন লুব্ধ করে নি তাই ধর্ম্মভাবের প্রবলতায় ওকে ক্ষিপ্ত হ'তে দেখা যায় না। ইসাক্ নতুন বাড়ী তৈরী ক'রচে। ছেলেরা বড় হচ্ছে, শীঘ্রই ওদের নিজেদের সংসার হবে। তখন বুড়ো বাপ মাকে নিয়ে ওদের অনেক অসুবিধা হবে এক বাড়ীতে থাক্‌লে। তাই ইসাক্ ও আর ইনারের জন্য নতুন একটা বাড়ী তৈরী ক'রচে। পাথর ভাঙা চল্‌চে। সব কাজই ইসাক্ একলা করে। মাঝে মাঝে ওর মনে হয় ওর শক্তি কমে এসেচে। আর তখনই ও পরিশ্রম করে সব চেয়ে বেশী। ইনার রাগ করে, বলে, "এই বয়সে আর নাই বা এত কাজ ক'রলে।" ইনার মানা ক'রলে ইসাক্-এর উৎসাহ আরও বেড়ে যায়। অন্যমনস্ক ভাবে বলে, হুঁ! তারপর কাজে লেগে যায়। পাহাড়ের চূড়া ভেঙে নিয়ে আসে পাথর, প্রকাণ্ড মহীরুহ কেটে আনে একা, বিচিত্র উপায়ে তাকে কাজে লাগায়—জানালা, দরজা, কড়ি-বরগা, টেবিল চেয়ার, খাবার রাখ্‌বার মত আলমারি।

সেলেনরার কাছাকাছি আরও অনেক ঘরবাড়ী তৈরী হ'য়েচে। বনভূমির অরণ্যকে লুপ্ত ক'রে দেখা দিচ্ছে লোকারণ্যের সূচনা। একদিন এখানে শহর গড়ে উঠ্‌বে, বিলাসে মত্ততায় মানুষ মাটি আর পাহাড়কে ভুলে যাবে। কিন্তু ইসাক্ সে কথা ভাবে না, ওর ভাবনার ধারা মাটি ছুঁয়ে থাকে। মাটির অবহেলা ক'রবে মানুষ ও কল্পনাও করে না। ইসাক্ নতুন বাড়ী তৈরী করে, নতুন সংসার রচনার আয়োজন করে।

সন্ধ্যাবেলায় একলা ঘরে এক্‌সেল্ নিজের খাবার তৈরী ক'রছিলো। পাশে ছোট্ট কুঠরীতে ওলি ঘুমোচ্ছে, ওর শরীর ভালো নেই। এক্‌সেল্-এর ঘরে বাইরে নিঃশব্দতা, বৃষ্টি পড়ছে ঝম্ ঝম্ ক'রে, অন্ধকার নেমে আস্‌চে, দূর বনপথে কে যেন স্লেজ গাড়ী হাঁকিয়ে চলে গেল। হয়তো, ইসাক্-এর বড়

ছেলে এলেসাস গেল শহরে সওদা ক'রতে। রান্না ক'রতে ক'রতে একসেল্ কত কি যে ভাবে তার শেষ নেই, বড় একা লাগে ওর। হঠাৎ কে যেন জানালার পাশ দিয়ে চলে গেল। একসেল চমকে উঠে বল্লে, "কে? কে?"

"আমি।"

একসেল্ পিছন ফিরতেই দেখ্লে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বারু। পিঠে একটা পুঁটুলী, পায়ে হাল-ফ্যাসানের জুতো, খাটো ঘাঘরা পরনে, উরুর অনাবৃত অংশটুকু দেখা যাচ্ছে। বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে এসেচে, ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া এলোচুল বেয়ে জল ঝরচে, গায়ের জামাটা ভিজে গেচে। একসেল্ অবাক্ হ'য়ে দেখছিলো, কিছুক্ষণ দু'জনেই চুপ্‌চাপ্। তারপর একসেল্ বল্লে, "এসো, ঘরের ভেতরে এসো।

বারু ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়ালো। একসেল্ বল্লে, "এদিকে কোথায় যাচ্ছ?"

"ঐ পাহাড়ের ওধারে সুইডেনের দিকে। তুমি থাকতে দেবে আমাকে আজ রাতটার মত?"

একসেল্ অবাক্ হ'য়ে চেয়ে রইলো ওর মুখের দিকে। বারু মুখটা নামিয়ে মৃদু স্বরে বল্লে, "ভাবছিলুম এবার গরমকালে যদি তোমার এখানে লোকের দরকার হয় তা' হ'লে এখানেই—"

একসেল্ বুঝতে পারে কথাটা, বলে, "তা' হ'লে দারোগা গিন্নীর কাছ থেকে তুমি চলে এয়েচ?"

হ্যাঁ, ওদের চাকরি ছেড়ে দিয়েচি।"

"তা' হ'লে, মানে, এখানে আমার লোকের তো খুবই দরকার তবে তুমি কি আবার ফিরে আস্‌বে?"

"না, তা' নয়। আমি তো সুইডেনেই যাচ্ছি। দেখা হ'য়ে গেল তাই বল্‌ছিলুম—"

"সুইডেনে তোমার কাজ ঠিক্ হ'য়ে গেচে?"

হ্যাঁ", "বারু সহজভাবে বল্লে। চাকরি যখন ক'রতে হবে তখন নিজের দরটা চড়িয়ে রাখ্‌লেই সুবিধে। বারু বুদ্ধিমতী মেয়ে।

"আমার এখানে অবিশ্যি লোকের দরকার আর তুমিও যখন কাজ চাইচ"—একসেল থেমে গেল। ও বারুর দিক্ থেকে চোখ ফেরাতে পারে না। বারুর সর্বাঙ্গ ভিজে, জামা কাপড়টা অন্ততঃ বদ্‌লানো দরকার।

পুঁটুলিটা খুলে ব্লাউজ আর ফ্রক্ বার ক'রে বারু একসেল-এর দিকে তাকায়। একসেল্ তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "তুমি জামা কাপড় বদলে নাও, আমি বাইরে যাচ্ছি।"

একসেল দরজার কাছে এগিয়ে গেল কিন্তু বাইরে যাবার উপায় নেই, বৃষ্টি পড়চে ঝম্ ঝম ক'রে। বারু গায়ের জামা খুলতে থাকে, একসেল কথা বলে দু'একটা। বারু একসেল-এর কথার উত্তর দেয়। বারু জামা খুলে আর একটা জামা পরে না, সেমিজ আর ঘাঘ্রা খুলে ফেলে। সম্পূর্ণ নগ্ন হ'য়ে তারপর শুক্নো জামা পরে। বারু এম্নিই, লজ্জা ওর নেই। একসেল্ চোখ ফেরাতে পারে না, বারুর দিকে তাকিয়ে থাকে। আশ্চর্য্য মেয়ে ঐ বারু! একসেল স্তম্ভিত হ'য়ে যায়। বারু ভ্রূক্ষেপ করে না, নগ্নদেহে দাঁড়িয়ে থাকে, তারপর ধীরে ধীরে নতুন জামা গায়ে দেয় একটার পর আর একটা। বারু তন্বী, বারুর অঙ্গের শোভা পুষ্প স্তবকের মত। যৌবনের অপরূপ সৌষ্টব ওর সর্ব্বাঙ্গে। একসেল্-এর দৃষ্টি লেহন করে বারুর দেহ। বারু জানে সে ভুল করেনি। একসেল্-এর চোখ জলে ওঠে, এগিয়ে আসে বারুর দিকে। বারু হাসে, সলজ্জ ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে থাকে। একসেল্ ওকে টেনে নিয়ে যায় শয্যার কাছে।......

দু'জনে মুখোমুখী ব'সে অনেক কথা হ'লো। একসেল্-এর কোন দোষ নেই, বারুই ওকে ছেড়ে চলে গিয়েছিলো। একসেল্—এখনও সেই খবরের কাগজ নেয়। বারু সব দোষ স্বীকার ক'রলে। একসেল-এর মত মানুষ বারু আর দু'টি দেখেনি। বারু কথা বলতে জানে। কথা বলতে বলতে ওর স্বর গাঢ় শোনায়, চোখে জল ভরে আসে। বারুর মুখের দিকে তাকিয়ে একসেল অভিভূত হ'য়ে যায়। কি যেন ভাবে, তারপর বলে, "তুমি কি শুধু গরমকালটা থাকবে তারপর চলে যাবে?"

"তুমি যা' বলবে তাই হবে," বারু গ্রীবা দুলিয়ে বলে।

"সত্যি ব'লচ?" একসেল বিশ্বাস ক'রতে পারে না।

"সত্যি বল্‌চি। আর তোমার কাছ থেকে যাবো না। তুমি যা বলবে তাই-ই ক'রবো। আর—আর—তুমি যদি রাজী হও তো আমরা বিয়ে ক'রবো। আমি গাঁয়ের পাদ্রীকে ব'লে এসেচি।"

বারু চেয়ে থাকে একসেল্-এর মুখের দিকে। একসেল্‌ও তাকায় ওর দিকে। একসেল্ খুসী হয়েচে কিন্তু মুখের ভাবটা গম্ভীর। বারু বুঝতে

পারে না ওর কথায় কতখানি কাজ হ'য়েচে। একসেল্ কি যেন ভাবে তার-পর আরও গম্ভীর গলায় বলে, "আমাদের গাঁয়ের একটি মেয়ে এখানে আস্তে চায়। তাকেই আন্‌বো ভাবছিলুম। কিন্তু সে এখন আমেরিকায় আছে, তাকে ভাড়া পাঠালে তবে আস্‌বে। তাই ভাব্‌চি—"

বার্ব হঠাৎ একসেল্-এর কাছে স'রে বস্‌লো, বল্লে, "ভাবনা'র কি আছে? কাজের জন্য লোক রাখ্‌বে তাকে আবার অতগুলো টাকা ভাড়া পাঠাতে হবে নাকি?"

কণ্ঠস্বরের ব্যাকুলতা গোপন ক'রতে পারে না বার্ব। একসেল্ বলে, "আমিও তাই ভাবচি অতগুলো টাকা ভাড়া দিয়ে লোক আনা—"

বার্ব এবার আসল কথাটা বুঝতে পারে। সেও জানে নিজের মর্যাদা বজায় রাখ্‌তে। বার্ব বলে, "বারগেন্-এ আমাকে একটি ছেলে ভালোবাস্‌তো। মস্ত ব্যবসাদারের ছেলে, আমাকে বিয়ে করবার জন্য খুব চেষ্টা ক'রলে। কিন্তু আমি রাজী হইনি। হাজার হোক্, এখানে তোমা'র সঙ্গে আমি যেভাবে ছিলুম তারপর আর অন্য কারুকে বিয়ে করা যায় কি? তুমিই বলো। ছেলেটা খুব আঘাত পেয়েচে। তা কি ক'রবো? তুমি আমাকে ভুলে গেলেও—"

বার্বর চোখ ছল্‌ছলিয়ে ওঠে। হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে চোখ মোছে। বার্বর ভঙ্গীটি চমৎকার দেখায়। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে বার্ব, পুষ্ট চক্র যুগল ওঠানামা ক'রতে থাকে। বুকের অনেকটা অংশ অনাবৃত, জামার বোতাম বোধ করি খুলে গেচে। একসেল্ কিছুক্ষণ চেয়ে থাকে স্তব্ধ হ'য়ে। তারপর বলে, "ছি, কেঁদো না, বার্ব। কাঁদবার কি আছে? কে বল্লে আমি তোমায় ভুলে গেচি।"

বার্ব আশ্বস্ত হয়। চোখ মুছে স্থির হ'য়ে বসে। দু'জনে আবার নানা আলোচনা সুরু হয়। গৃহস্থালী পাততে হবে নূতন ক'রে। তা' ছাড়া বিয়ের কথাও হ'লো। সামনের সপ্তাহেই ওদের বিয়ে হবে। বার্ব দিন স্থির ক'রে পাত্রীকে ব'লে এসেচে। বিয়েটা খুব তাড়াতাড়ি সেরে ফেল্‌তে চায় বার্ব। বার্ব অত্যন্ত ব্যগ্র কিন্তু একসেল্ এতে কোন অন্যায় দেখ্‌তে পায় না। বরং খুশী হয় বার্বর এত উৎসাহ দেখে। বার্ব যে দিন পরে ওকে বিয়ে ক'রতে চায় এতেই একসেল্ গদগদ। একসেল্ আসলে চাষী, ক্ষেতে কাজ করে, ফসল ফলায়। বুদ্ধিটা কিছু মোটা, সূক্ষ্ম দৃষ্টির ধার ধারে না। চোখের দৃষ্টি সহজ, মানুষকে বিশ্বাস করে অকপটে। বার্বর আগ্রহকে একসেল্ নিছক ভালোবাসা ছাড়া আর কিছুই ভাব্‌তে পারলে না। তা'ছাড়া,

বারু সুন্দরী, বারু তরুণী। আপেল ফলের মত বারুর গায়ের রং। ঐ আপেল ফলে এক্সেল্ দংশন ক'রেছে, এখন আর ফেলে দিতে পারে না। বারু যুবতী, বিয়ের দিন স্থির হ'য়ে গেছে।

সারারাত ওরা গল্প ক'রলে। সকলের আগে ওলির একটা ব্যবস্থা ক'রবে বারু। ওলি অনেকদিন হ'লো এক্সেল্-এর কাছে আছে। ক্ষেতের কাজ, ঘরের কাজ সকল কাজেই এক্সেল-এর সে ডানহাত। কিন্তু বারুর প্রথম কাজ ওকে বিদায় করা। বারু বল্‌লে, "ঐ ওলি মাগীকে তাড়াতে হবে। মাগী বড় নিন্দে ক'রে বেড়ায়। আর এখন ওকে দরকারই বা কি।"

কথাটা প্রনিধানযোগ্য। এক্সেল-এর মোটা বুদ্ধিতে এটা খুবই যুক্তিযুক্ত মনে হ'লো।

কিন্তু পরের দিন ভোরবেলা দেখা গেল ওলিকে তাড়ানো ব্যাপারটা সহজে হবার নয়। বারুকে দেখেই ওলি বুঝে নিলে যে ওর দিন শেষ হ'য়েছে। তবু ভোরবেলা গরম কফি তৈরী ক'রে এনে দিলে, বারুকে যত্ন ক'রে খাবার দিয়ে বল্‌লে, "তা, কোথায় যাচ্ছ, বারু? ক'দিন থাক্‌বে এখানে?"

"এখান থেকে তো আর যাবো না। আমিই থাক্‌বো এখানে।" বারু অবজ্ঞাভরে বল্‌লে।

ওলি বিচলিত হ'লো না। এমন অনেক বিপদের মধ্য দিয়ে ওলিকে চল্‌তে হয়। বারু সকাল বেলাই সংসারের কাজকর্ম্ম দেখে শুনে নিয়ে কাজে লেগে গেল। ওলি তৎক্ষণাৎ ওর কর্ত্তব্য বদ্‌লে ফেল্‌লে অর্থাৎ কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা গেল বারু এ সংসারের কর্ত্রী আর ওলি পরিচারিকা মাত্র। ওলি জানে পদ মর্য্যাদা পেলে বারু ওর প্রতি তুষ্ট থাকবে। তা'ছাড়া, এক্সেল আর বারুর ভেতরকার সম্বন্ধটা ওর অজানা নেই। অতএব ওলি কিছুদিনের মত এ সংসারে টি'কে গেল বলেই মনে হয়।

ওলি সর্ব্বদা বারুর ফরমাইস্ খাটে। আর হাতে কাজ ক'রতে ক'রতে মুখে এক্সেল্-এর স্তুতি করে। বলে, "যাই বলো, এমন মানুষ কটা লোকের ভাগ্যে মেলে। সোয়ামী ক'রতে হয় তো এক্সেলকে। এই ক'মাসের ভিতর কি থেকে কি হ'লো। আজ এখানে এলে কারুর সাধ্যি কি বলে সেলেন্‌রায় ইসাক্-এর চেয়ে এক্সেল্ ছোট। তাই বলি বারু—" ইত্যাদি।

কিন্তু বারু ওকে তাড়াবেই, রোজ এক্সেলকে বলে, "ও মাগীকে তাড়াবার কি ক'রলে?"

আসলে ওলিকে না বিদায় ক'রলে বারুর অসুবিধা আছে। রমণীর পাপ

ও স্খলনের সংবাদ রমণীই প্রচার করে সকলের বেশী। তাই ওলিকে ও ঘৃণা করে, ভয় করে চ'লে।

একসেল্ সোজা প্রশ্ন করে ওলিকে, "কবে যাচ্ছ ?"

ওলি বলে, "বুড়ো হয়েচি, কোথায় আর যাবো বলো ? পা দুটো নাড়তে পারি না, চোখে ভালো নজর ক'রতে পারি না। কোথায় যাবো বলো ? সে কটা দিন আছি—"

একসেল্ রেগে ওঠে কিন্তু আর কিছু বলে না।

পরের সপ্তাহে ওলি শয্যা নিলে। সর্বাঙ্গ বাতে পঙ্গু, শুয়ে শুয়ে হাঁপায়। শ্বাস নিতে কষ্ট হয়। রোগটা জটিল। ওলি বলে, "গাঁ থেকে একটা বদ্যি ডেকে নিয়ে এসো।" বারু ধমক দেয়, "মর্ মাগী ওর জন্য বদ্যি ডাকতে হবে! তুই ম'লে একটা জঞ্জাল দূর হয়!"

আর কিছু বলে না ওলি, যন্ত্রণায় ছটফট করে। রাত্রে চীৎকার ক'রে ওঠে, ভুল বকে। একসেল্ আর বারু শয্যা ছেড়ে উঠে আসে বিরক্ত মুখে। ওলির মাথার চুল খ'সে খ'সে পড়চে। মাথাটা কাঁধের ওপর থেকে যেন ঝুঁকে পড়চে সামনের দিকে। কণ্ঠনালীর মধ্য থেকে একটা ঘড় ঘড় শব্দ উঠচে। ওরা আবার ঘরে চলে গেল। ওদের নতুন প্রণয়।

সেদিন শেষ রাত্রে ওলি আরও কয়েকবার চীৎকার ক'রে উঠেছিলো কিন্তু কেউ আসে নি। ভোরবেলা বারু এসে দেখে ওলির সাড়া নেই। আরও অনেকের মত ওলি এই পৃথিবীতে জন্মেছিলো, আজ মরে গেল। জন্ম ও মৃত্যু—সাধারণ ঘটনা।

* * * * * *

বারু আর একসেল্। নতুন প্রণয়, নতুন স্বপ্ন। সুখের নিবিড়তায় দু'জনেই মশগুল। তবে বারুর কি একটা অস্বস্তি আছে। ঠিক বোঝা যায় না, হয়তো বা দাঁতের সেই ব্যথাটা। একসেল্ বলে, "তোমার দাঁতটা কি—?"

"থামো, দেখতে পাও না আমার কি অবস্থা ?"

একসেল্ নির্বোধের মত তাকায়। কৈ, কিছুই তো দেখতে পাওয়া যায় না। কেবল বারুকে আগেকার চেয়ে এবারে অনেক স্থূল দেখায়। তা' ত তো স্বাস্থ্যের লক্ষণ। একসেল্ ভেবেই পায় না বারুর অসুবিধা কোথায়। কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ কি যেন বুঝতে পারে বারুর দিকে তা'কিয়ে থাকতে থাকতে। বলে, "তোমার কি—ইয়ে—ছেলে হবে ?"

"হ্যাঁ, বুঝতে পারো না ?" একসেল্-এর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে থাকায়।

একসেল্ তেমনই বোকার মত চেয়ে থাকে অবাক্ হ'য়ে। বুঝতে পারে না কেমন ক'রে এটা সম্ভব হ'লো। এক সপ্তাহ, দু'সপ্তাহ, কাল রবিবারে তিন সপ্তাহ হবে বারু এসেচে এখানে। একসেল্ হিসেব ক'রেও কিছু বুঝতে পারে না, বলে, "কিন্তু কেমন ক'রে হলো এর মধ্যে—এঁ্যা ?"

একি আর বলবার মত কথা! বারগেন্-এ ওর পুরুষ বন্ধু ছিলো অনেক-গুলি, গভীর রাত্রিতে নিত্য অভিসার চলতো। দারোগা গিন্নী একদিন দেখতে পেয়ে ওকে তাড়িয়ে দেন। সে অনেক কথা। একসেলকে বলা যায় না। বারু হঠাৎ কেঁদে ফেলে, বলে, "সে কথা আমি বলতে পারবো না। তুমি আমাকে মারতে হয় মারো, রাখতে হয় রাখো। আমি পারবো না বলতে। তুমি আমাকে তাড়িয়ে দাও—তাই দাও—"

বারু ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে। একসেল্ অবাক্ হ'য়ে তাকিয়ে থাকে, কথা খুঁজে পায় না। আশ্চর্য্য! এতে কাঁদবার কি আছে। একসেল্ তো কোনদিনও ভাবে নি বারুকে তাড়িয়ে দেবার কথা। তবে ? কে জানে বারু কি ক'রে এমন হ'লো। একসেল চাষী, মাটির মানুষ, মোটা অনুভূতি মোটা বুদ্ধি। ও ভাবে বারুর যদি এখন ছেলে হয় তাহ'লে ক্ষেতে কাজ ক'রবে কে। আর কোন কথা, কোন সন্দেহ, কিংবা ঘৃণা, এসব ওর মনে জাগে না। কে কাজ ক'রবে এই ভাবনাটাই ওর বড়ো। একসেল্ বললে, "কিন্তু তোমার যদি, ইয়ে—এখন অসুখ করে—তা' হ'লে ক্ষেতের কাজ ক'রবে কে ? গরমকাল এসে পড়লো যে।"

"কে কাজ ক'রবে ?" বারু বুঝতে পারে না ওর কথা। তারপর সহসা ওর বুকের ওপর থেকে একটা মস্ত বোঝা নেমে যায়। যাক্, একসেল্-এর তা' হ'লে আর কোন আপত্তি নেই! কি বোকা এই লোকটা। বারুর হাসি পায়। "হাঃ হাঃ" ক'রে হেসে ওঠে। বলে, "কাজ আমিই ক'রবো গো! আমার যাই হোক্, গায়ের হাড় ক'খানা যতক্ষণ থাক্‌বে, ততক্ষণ কাজ ক'রবো বুঝেছ ?"

বারু একসেল্-এর গালে মৃদু করাঘাত করে আদর করে। চুমো খায় ওর গালে। একসেল্ একেবারে স্তম্ভিত। বারুর কান্না হাসি কিছুই বুঝতে পারে না। ভাবে মেয়েরা বোধ করি এমনিই হয়। ওর ভালো লাগে। বারুকে বুকের কাছে টেনে নেয়, চেয়ে থাকে বারুর মুখের দিকে। বুঝতে পারে না, শুধু ভালো লাগে।

একদিকে গভীর অরণ্য, আর একদিকে প্রাণীহীন বিস্তৃত প্রান্তরভূমি। পাথর আর মাটি দিয়ে গড়া ওদের ঘরখানি তারই মাঝখানটিতে। বসন্তের শেষে শুষ্ক বাতাসে প্রথম গ্রীষ্মের মধুর উত্তাপ। জানালা দিয়ে দলে দলে মৌমাছিরা ঘরে ঢুকচে আবার বেরিয়ে যাচ্ছে। তাদের গুন্‌গুনানি শোনা যায় ঘরে বাইরে সর্ব্বত্র। ওরা দু'টিতে সংসার রচনা করে। দু'জনেরই দুজনকে প্রয়োজন, সংসার নেই, সন্দেহ নেই, নীতি নেই, দুর্নীতি নেই, শুচিতার বোধ নেই, অশুচির প্রতি ঘৃণা নেই। এখানকার নীতি বৈশিষ্ট্যের, প্রয়োজন জীবন ধারণের। এখানে ওরা আদিমকালের পুরুষ ও রমণী।

১৭

এলেসাস্-এর ভাবগতিক দেখে মনে হয় দোকান পাটই চলচে। প্রায়ই শহরে যায় সওদা করতে। সিভারকে বলে, "কিছু কেনবার না থাকলেও শহরে যেতে হয়। পাঁচটা বড়লোকের সঙ্গে ভাব ক'রতে হবে তো।" কথাটা অস্বীকার করা যায় না। এলেসাস্ একটা মস্ত বড়লোক হবে এ ধারণা সকলেই করে। তাই কেউ সন্দেহ করে না, প্রশ্নও করে না। অথচ দোকান যে ভালো চল্‌চে না এটা বোঝা যায় একটু আধটু। ঘর থেকে টাকা দিয়ে দোকান চালাতে হয় কিন্তু ইসাক্ আপত্তি করে না। দোকান নিয়ে মাথা ঘামাবার ওর সময় নেই। এলেসাস্ কিছু একটা নিয়ে ব্যস্ত থাক্‌লেই ইসাক্ খুশী।

সেদিন সকালবেলা এলেসাস্ শহরে যাবে বলে তৈরী হ'চ্ছে এমন সময় ইসাক্ গাড়ী নিয়ে এসে হাজির। পুঁটুলি বাঁধা পনীর আর তাজা মাংস—ইনার পাঠিয়েচে ছেলের জন্ত। ইসাক্ পুঁটুলিটা রেখে বলে, "তোর মা পাঠিয়ে দিলে।" তারপর ছেলের বেশভূষার দিকে তাকিয়ে বল্‌লে, "শহরে যাবি নাকি? আমিও যাচ্ছি। তা' চল্—"

এলেসাস্ বল্‌লে, "শহরে যাচ্ছ কেন?"

"জেনি মেয়েটাকে নিয়ে আসি," ইসাক্ বল্‌লে। "তোর মায়ের বড় কষ্ট হচ্ছে—অনেক কাজ, একা মানুষ—"

এলেসাস্ সোজ গাড়ীতে গিয়ে ব'স্‌লো। গায়ে লম্বা কোট, হাতে ছড়ি, বুক পকেটে ঘড়ি, তার চেন্‌টা ঝুল্‌চে, রীতিমত শহরে বাবু এলেসাস্। ইসাক্

ছেলের পাশে বসলো সন্তর্পণে, সসঙ্কোচে। ঘোড়ার পিঠে একটা মৃদু কশা-ঘাত করলে যেন জোরে চাবুক মারাটা অভদ্র দেখাবে ছেলের সামনে। জেনি এখন থাকে শহরে, ওর বাবার অবস্থা অনেক ভালো হয়ে গেচে। তবু জেনিকে নিয়ে আসতেই হবে। শহরে যাওয়া ইসাক্-এর পোষায় না, পথ হারিয়ে যায় তাই এলেসাস্কে সঙ্গে নেওয়া। এলেসাস্ অবিশ্যি সংসার নিয়ে মাথা ঘামায় না। শহরে মানুষ হ'য়েচে ব'লে ওর মায়া-মমতা নেই ইসাক্ তা' জানে। তা' কি আর ক'রবে সে। ইনার আর পোলাইন্ এই দুটি মাত্র কাজ ক'রবার লোক সংসারে। আর অতবড় ক্ষেতখামার, গোয়ালঘর, গরু ছাগলের দুধ দোওয়া, সারা বছরের ঘাস কাটা আরও কতকি। ইনারের খাটুনি দেখলে ইসাক্-এর মনটা খারাপ হয়ে যায়। জেনিকে আনলে ইনারের পরিশ্রমটা বাঁচে। ইসাক্ ভাবছিলো এলেসাস্-এর সঙ্গে এসব বিষয়ে আলোচনা ক'রবে। হাজার হোক্ ছেলে বড় হ'য়েচে, পরামর্শ করা দরকার। কিন্তু এলেসাস্ কোন প্রশ্নই ক'রলে না, ব'সে রইলো গম্ভীর মুখে।

শহরে পৌঁছে ইসাক্ গেল জেনির সন্ধানে আর এলেসাস্ গেল হোটেলে। ব্রিড্ ওসলেন্ হোটেল খুলেচে, শহরে এলে এলেসাস্ এই হোটেলেই থাকে। প্রচুর খরচ, ব্রিড এর মেয়ে গান গাইলে বারজেন্-এর বড় লোকদের মত টাকা ছুঁড়ে ফেলে দেয় তার পায়ের কাছে। ব্রিড্-এর মেয়ের বয়স ষোল পেরিয়েচে। সে মধুর হেসে কটাক্ষ ক'রে পয়সাটা তুলে নেয় হেঁট হ'য়ে। এলেসাস্কে দেখেই ব্রিড খাতির ক'রে ওকে ভেতরে নিয়ে গেল। তারপর প্লেট্ ভর্তি ক'রে খাবার নিয়ে এলো চাকর নয়, ব্রিড্-এর মেয়ে। এলেসাস্ যা' খায় তার চারগুণ দাম দেয়, অন্য কেউ আপত্তি ক'রলে বলে, "দু' পাঁচটা টাকার জন্য ও আমি পারবো না, ওতে আমার মান থাকে না। সকলে যা' দেয় তার চেয়ে বেশী না দিলে ওরা মানবে কেন?"

এলেসাস্-এর যুক্তি অকাট্য। আভিজাত্য সম্বন্ধে এলেসাস্ যা' বলে তা' প্রণিধান যোগ্য। ব্রিড্ এলেসাস্কে চেনে, আদর যত্নের বন্যা বইয়ে দেয়। এলেসাস্ খাবার খায়—মাখন আর বিস্কুট আর অনেকদিনকার বাসি কেক্-পিঠে। এলেসাস্ খাদ্যের দিকে মনোযোগ দেবার আগেই ব্রিড্ গল্প জুড়ে দেয়। গল্প শুনতে শুনতে এলেসাস্ ভুলে যায় কেকের দুর্গন্ধ, চায়ে দুধ আর চিনির অভাব। ব্রিড্ গল্প শুরু করে নাটকীয় ধরণে, বলে, "আচ্ছা, তুমিই বলো এলেসাস্। বড়লোক্ তুমি কাদের ব'লবে? মানুষ এ জগতে কারা?"

এলেসাস বুঝতে পারে না কথাটা। অবাক্ হ'য়ে চেয়ে থাকে ব্রিড্-এর দিকে। ব্রিড্ বলে, "তুমি ব'ল্বে যাদের পয়সা আছে তারাই বড় লোক, আসল মানুষ তারাই। কিন্তু আমি বল্বো, না, তারা নয়। বড়লোক তারা যাদের দিল্ আছে—যারা খরচ ক'রতে পেছপা নয়, যারা ভিখারী হ'য়ে যায় জুয়ো খেলে তবু হোটেলের চাকরকে পাঁচ টাকা বখ্‌শিস্ দিতে ভোলে না। তারাই মানুষ, বড়লোক বল্বো তাদেরই। দিল্ হ'চ্ছে আসল জিনিস, যার নেই সে আমীর হ'লেও ফকির, আর যার আছে সে ফকির হ'লেও আমীর।"

ব্রিড্ উত্তেজনায় হাঁফিয়ে পড়ে, দম নেবার জন্য চুপ করে। এলেসাস্ ওর কথা শোনে অভিভূত হ'য়ে, হাতের বিস্কুট কামড় দিতে ভুলে যায়।

ব্রিড্ আবার বল্‌তে থাকে, "এই দেখো না কাল একটি ছোকরা এসেছিলো, কোন এক মস্ত জমিদারের ছেলে। যাবে আমেরিকায়। আমার এই সরাই-খানায় খাওয়া দাওয়া ক'রলে। কিন্তু কি দিল্। এইখানে ব'সে ব'সে দশ টাকার বিস্কুট শুধু ঐ কুকুরটাকে খাইয়ে দিলে। তাই দেখে মনে হ'লো, হ্যাঁ, এরাই বটে মানুষ, এরাই যেতে পারে আমেরিকায়! এ তোমার আমার কাজ নয়। আরে ভাই, বল্লে কি জানো? বলে, বাপের টাকা চুরি ক'রে বেরিয়ে প'ড়েছি, ওস্‌লেন সাহেব। দুনিয়াটা চ'ষে বেড়াবো, সমুদ্র থেকে সমুদ্রে যাবো, দেশ থেকে দেশান্তর। কত বড় মানুষ একবার ভাবো দিকিন্। ভাবো দিকিন্ একবার আমেরিকা! উঃ ভাবা যায় না। ছেলেটা একটা অবতার। একটা তোরঙ্গ কিনে এনেছে, তেমন তোরঙ্গ তুমি জীবনে দেখোনি। চোরের বাপের সাধ্য কি ভাঙে। চলো, তোমাকে দেখিয়ে নিয়ে আসি।"

এলেসাস্-এর হাত ধ'রে নিয়ে গেল ব্রিড। যন্ত্রচালিতের মত এলেসাস্ গেল পাশের ঘরে। মস্ত এক তোরঙ্গ, নানা রঙের লোহার পাত দিয়ে মোড়া, প্রায় একুশটা তালা ঝুলছে চারদিকে। দেখ্‌বার জিনিস বটে।

ব্রিড্ বল্লে, "এ ভাঙা অসম্ভব।" যেন নিজে চেষ্টা ক'রে দেখেছে। চিন্তা-ক্লিষ্ট মুখে ফিরে এসে এলেসাস্ আবার খেতে ব'সলো। কিন্তু খাওয়া হ'লো না। ব'সে রইলো। অনেক কথাই ওর মনে হ'চ্ছে। এই আমেরিকাগামী লোকটার কাছে ওর হার মান্‌তে হ'লো। এলেসাস্ আরও কফি আন্‌তে ব'ল্লে আর এক প্লেট্ বিস্কুট। আপন মনে ভাবে আর কুকুরকে বিস্কুট

খাওয়ায়। ব্রিড্ লক্ষ্য করে ব্যাপারটা, কাছে এসে বলে, "তুমি কেন কুকুরকে বিস্কুট দিচ্ছ?"

এলেসাস্ সে-কথায় কান দেয় না, আরও বেশী ক'রে বিস্কুট দেয় কুকুরটাকে। আমেরিকায় যাবে এলেসাস্। টাকা অবিশ্যি নেই, মা জানিয়েচে বাবার কাছ থেকে আর টাকা পাওয়া যায় না। দোকানের মাল-পত্র কিন্‌তে অনেক টাকা খরচ হ'য়ে গেচে। দোকান থেকে লাভ তো হয়-ই নি বরং ঘর থেকে টাকাবার ক'রে মাল কিন্‌তে হয়। তা' ছাড়া এলেসাস্ শহরে যায় তার খরচও কম নয়। টাকা আর পাওয়া যাবে না। অনেক ভেবেও এলেসাস্ টাকা জোগাড় ক'রবার কোন একটা পথ উদ্ভাবন ক'রতে পারলে না। কিন্তু সকল ভাবনা ছাপিয়ে ওর কানের কাছে ঐ একটি শব্দ বাজ্‌তে থাকে, আমেরিক!

পরের দিন ইসাক্ জেনিকে নিয়ে সেলেনরায় চলে গেল। এলেসাস্ রইলো ব্রিড্-এর হোটেলে। ইসাক্ চলে যাবার পর এলেসাস্ রওনা হ'লো, গাড়ী ক'রে নয়, পায়ে হেঁটে। ওর জিনিষ পত্র রেখে গেল ব্রিড্-এর কাছে। পাহাড়ের পর পাহাড় পার হ'য়ে চল্‌লো এলেসাস্। টাকা ওর চাই-ই, বাড়ী থেকেই আন্‌বে সে টাকা। এলেসাস্ পায়ে হেঁটে চলেচে, একদিনে মানুষের কত পরিবর্ত্তন হয়।

দোকান আর চল্‌বে না। দূর গ্রাম থেকে পাহাড় পেরিয়ে লোকে আসে ওর দোকানে জিনিষ কিন্‌তে। তারা ধার চাইলে এলেসাস্ 'না' বল্‌তে পারে না। ধার না দিলে তারা এলেসাস্‌কে মানবে কেন? এলেসাস্‌কে দশখানা গাঁয়ের লোক মানে। চারদিনের পথ হেঁটে তুমি যে গাঁয়ে যাবে সে গাঁয়েও এলেসাস্-এর নামে লোকে সেলাম ঠুক্‌বে তোমাকে। এলেসাস্ সকলের চেয়ে বিদ্বান, এলেসাস্ অসাধারণ। দোকান উঠে যায় যাবে, এলেসাস্ ধার দেওয়া বন্ধ ক'রতে পারবে না। মান সম্ভ্রমটা আগে, তারপর টাকা, তারপর ব্যবসা। ছোটবেলা থেকে যদি ক্ষেতে কাজ ক'রতো আর কাঠ কাট্‌তো তা' হ'লে হয়তো এত কথা ওর মাথায় আসতো না। কিন্তু তা' হয় নি, মানুষ হয়েচে সভ্যতার মধ্যে, শহরের মধ্যে এলেসাস্ প্রেমে পড়েনি, উচ্ছৃঙ্খলতা করে নি, মস্ত একটা বড় লোক হবে এমন আশাও সে ক'রে কদাচিৎ। সে নিতান্ত ভালো ছেলে, মহৎ হবার শক্তি নেই, নীচ কাজ ক'রবার সাহসের অভাব। তবু তার জীবনে জটিলতার শেষ নেই।

এলেসাস্ পথ হাটে।

সন্ধ্যাবেলায় সেলেনরায় পৌছলো। সোজা বাপের ঘরের দিকে না গিয়ে বাইরের দিকে ঝরণার কাছে যে ঘরটায় সিভার থাকে সেই ঘরে ঢুকলো পা' টিপে টিপে। সিভার নেই, এলেসাস্ সেঘর থেকে গেল আস্তাবলে, নিঃশব্দে, চোরের মত। সিভার ঘোড়ার খাবার দিচ্ছিল, অন্ধকারে এলেসাস্কে চিন্তে না পেরে বল্লে, "কে ?"

চুপি চুপি এলেসাস্ ব'ললে, "আমি।"

"তুইও এলি বুঝি ? চল্-চল্ ঘরে চল্।" সিভার এলেসাস্কে খাতির ক'রে চলে, লেখাপড়া জানা ভাই তার।

সিভারের ঘরে গিয়ে দুই ভাই ব'সলো। চুপি চুপি কথা হ'লো অনেক। এলেসাস্ ব্যাপারটা বুঝিয়ে ব'ল্লে। এমন ভাবে তার জীবনটা সে নষ্ট ক'রবে না। তার আর ভালো লাগ্চে না একটুও। অনেকদিন ধরেই সে চলে যাবে ভাবচে। দূরে কোথাও না গিয়ে তার উপায় নেই। না গেলে সে বাঁচবে না এই বনের মধ্যে আর ঐ দোকানটিকে সম্বল ক'রে। সিভারকে টাকা জোগাড় ক'রতে হবে মায়ের কাছ থেকে আজই, আর আজই সে চলে যাবে অনেক দূরে, আমেরিকায়।

"আমেরিকা ?" সিভার প্রায় চীৎকার ক'রে ওঠে।

"চুপ্ ! চেঁচাস্নে। আমি অনেক দিন ধরেই ভাবচি। মার কাছ থেকে টাকা তোকে আদায় ক'রতেই হবে। আজ রাত্রেই আমি রওনা হবো। আমি অনেকদিন থেকে ভাবচি। আমেরিকা থেকে আবার ফিরে আস্বো।

"কিন্তু আমেরিকায় কি ক'রতে যাবি ? ও মতলব তুই ছাড় এলেসাস্।"

"আমি স্থির ক'রে ফেলেচি। আজই এখান থেকে চলে যাবো। কাল যে জাহাজ ছাড়বে সেই জাহাজেই যাবো।"

" তা' তুই কিছু খেয়ে নে, চল্ ওঠ্।"

"না, আমার খিদে পায় নি।"

"একটুখানি বিশ্রাম ক'রে নে ?"

"না, এখনই যাবো।"

সিভার ভাবে কেমন ক'রে এলেসাস্কে ধ'রে রাখ্বে। কিন্তু এলেসাস-এর এমন চেহারা সে কখনো দেখিনি। সিভার ভেবে পায় না কি ক'রবে। আজ বিস্ময়ের পর বিস্ময় ঘটচে। এতদিন পরে আজ ভেলি ফিরে এলো আর আজই কি না এলেসাস্ বলে, চলে যাবো। তা ও কি না যাবে সেই আমেরিকায় ?

আমেরিকায়! সিভার স্তব্ধ হ'য়ে ভাবে। কল্পনা ক'রতে পারে না। সব যেন গোলমাল হ'য়ে যায়। এলেসাস্ যাচ্ছে আমেরিকায়? এতক্ষণে স্টিমার ছেড়ে দিয়েচে। এলেসাস্ স্টিমারে ব'সে কি ভাবচে কে জানে! সিভার উঠে দাঁড়ায়। অনেকটা পথ যেতে হবে তাকে।

এলেসাস্ আর ফিরে আসে নি।

* * * *

আক্সে আর সিভার চলেচে সেলেনরায় উত্তর দিকে। কাঁধে ঝুলি ভর্ত্তি নানাবিধ মনোহারী জিনিষ, দাঁতের বুরুশ, মাথার চিরুণী, আয়না, কাপড় আর তুলো দিয়ে তৈরী পুতুল আরও অনেক বিচিত্র দ্রব্য সামগ্রী। ওরা যাবে যেখানে তামার খনি। তামার খনির মজুরদের কাছে বিক্রী ক'রে আসবে। এলেসাস্-এর দোকানে এই ধরণের জিনিষই বেশী অথচ কেনবার লোক নেই। দোকান এখন আক্সেই নিয়েচে, জমিটাও আক্সে চাষ করে। আক্সে শহরের বাবু নয়, এই অরণ্যে দোকান নিয়ে ব'সে থাক্‌বার লোক সে নয়। যা' আছে সেগুলি বিক্রী ক'রে ক্ষেতের কাজে মন দেবে। সিভারও তাই বলে। দু'জনে মিলে চল্‌লো তামার খনির দিকে। খনির মজুররা টাকা হাতে পেলে যা' দেখে তাই-ই কেনে।

অনেকটা পথ হেঁটে তামার খনির কাছে এসে দেখলে কেউ কোথাও নেই। কয়েকটা কাঠের ঘর দাঁড়িয়ে আছে। ওরা দু'জনে ব'সে প'ড়লো, খনিটা বোধ হয় আরও উত্তর দিকে সরিয়ে নিয়ে গেচে। সিভার আর আক্সে খাবার খাচ্ছে—এমন সময় একটি লোক এসে বল্‌লে, "তোমরা এখানে কেন?"

দু'জনেই লোকটাকে চিনতে পারলে, বল্‌লে "আরণ, তুমি এখানে?"

"এই খানেই তো ব্যবসা ক'রছিলুম—কত বড় দোকান। কিন্তু হঠাৎ একদিন সেই শয়তান গিস্‌লারটা এসে কি ব'ললে ইঞ্জিনীয়ার সাহেবকে আর খনি বন্ধ হ'য়ে গেল। একটি লোক নেই আর আমার দোকানে ঘর বোঝাই জিনিষ। ঐ গিস্‌লারটা সর্ব্বনাশ ক'রলে—ওকে আমি খুন ক'রবো—"

দু'জনেই হতবাক্। আরণ হিংস্র দৃষ্টিতে দূরে তাকিয়ে রইলো। বেচারার বোধ হয় মাথা খারাপ হ'য়ে গেচে। আপন মনে বিড়বিড় ক'রে কি যেন ব'ল্‌তে বল্‌তে আরণ চলে গেল। সিভার বল্‌লে, "লোকটা ব্যবসা ক'রতে গিয়ে বার বার বিপদে পড়চে।"

আস্রে ব'ললে, "আর উত্তর দিকে না গিয়ে চলো, পশ্চিম দিকে যাই। অনেক দূর গিয়ে সমুদ্রের ধারে একটা জেলেদের গ্রাম আছে। সেখানে এগুলো নিশ্চয় বিক্রী করা যাবে।"

সিভার আপত্তি ক'রলে না। দু'জনে বোঝা কাঁধে নিয়ে আবার চলতে সুরু ক'রলো। খনির এলাকা তখনও পার হয় নি এমন সময় একটা মস্ত কাঠের বাড়ী থেকে বেরিয়ে এলেন গিস্‌লার সাহেব। বললেন, "সিভার, চিন্‌তে পারো আমাকে? কোথায় চলেছ?"

সিভার হেসে নমস্কার করে কাহিনীটা বললে। আস্রে অদূরে দাঁড়িয়ে ছিলো, গিস্‌লারকে দেখেই ও রেগে উঠেছে। সিভারকে ডাক দিয়ে বললে, "দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাজে কথা বলবার সময় নেই, চলো।"

সিভারকে বাধা দিয়ে গিস্‌লার সাহেব বললেন, "তুমি যাও। সিভারের সঙ্গে আমার কথা আছে।"

আস্রে চলে গেল। গিস্‌লার সাহেব বললেন, "তোমার সঙ্গে দেখা হ'য়ে গেল, ভালোই হ'লো। নইলে তোমাদের দেখতে আমাকেই যেতে হ'তো। আমার একেবারে সময় নেই। কাজ যে কত বাকী। যাক্, তোমাদের কাছাকাছি আরও ক'জন চাষী এলো?"

"আরও দশ ঘর বসতি হ'য়েছে।"

"দশজন চাষী এসেছে। তা' ছাড়া তাদের ছেলে মেয়ে আছে। বেশ, খুব ভালো কথা। এইটিই আমি চাই। কিন্তু আরও অনেক লোক চাই, বুঝলে? আমি হিসেব ক'রে দেখেছি আমাদের এই ছোট্ট দেশে অন্ততঃ বত্রিশ হাজার লোক চাই যারা তোমার বাবার মত মাটিতে ফসল ফলাবে। হ্যাঁ, তোমাদের সেই গোয়ালঘরটা তৈরী হয়ে গেছে।"

"হ্যাঁ। অনেক দিন হ'লো।"

কিন্তু সিভারের কথা সাহেব শুনতেই পেলেন না। বললেন, "আমার যে এখানে কত কাজ। কেমন লাগছে তোমার? মনে হ'চ্ছে একটা মস্ত শহরের ধ্বংসাবশেষ, নয়? আমি তাই-ই চেয়েছিলুম। এই খনি আর যন্ত্রপাতি আর ঐ কামান দিয়ে পাথর ভাঙা, ওর দ্বারা মানুষের ভালো হ'তে পারে না। ভালো দিকিন্, এই এক তামার খনির জন্য এখানকার লোক-গুলোর কত ক্ষতি হ'য়ে গেল। এদের স্বভাব গেল বদলিয়ে। দশ খানা গাঁয়ের লোক এক সঙ্গে জমি ছেড়ে, লাঙল ছেড়ে ছুটে এলো খনিতে কাজ ক'রতে, মজুরী ক'রতে। এখানে এসে যা' খুশী তাই কিনে মদ খেয়ে সর্ব্বস্বান্ত

হয়ে গেল। অবিশ্যি সব দোষ আমারই। আমি কিনে নিয়ে আবার বিক্রী ক'রেছিলুম। তখন জানতুম না এতে মাটির অপমান হবে। আমার ছেলে জোর ক'রে বিক্রী ক'রলে। ওরা আধুনিক, ওরা মাটির মর্য্যাদা বোঝে না। কিন্তু তোমাদের দিকে তাকালে ওরা বুঝতে পারতো মাটি কি জিনিষ। কি সুন্দর তোমাদের জীবন। তোমাদের মাথার ওপর অনন্ত আকাশ, পায়ের নীচে শ্যামলা ধরিত্রী। অসংখ্য গিরিশৃঙ্গ তোমাদের ঘিরে আছে। ভোরবেলা পাহাড়ের মাথায় সোনালী রোদ এসে তোমাদের ঘুমন্ত মুখের ওপর পড়ে। তোমাদের যন্ত্র নেই, কামান নেই। নূতন যন্ত্র আবিষ্কার ক'রতে হয় না তোমাদের। পাহাড়, নদী, মাঠ আর বন—এই নিয়ে তোমাদের চলে যায়। ওদের সঙ্গে তোমরা এক হ'য়ে আছ। তোমাদের হাতে তলোয়ার নেই, বন্দুকের দরকার হয় না। হিংসা নেই, হত্যা নেই। তোমরা পৃথিবীর করুণার মধ্যে বেড়ে ওঠো। প্রকৃতি তোমাদের ভালোবাসেন সেই ভালো বাসাই তোমাদের সব। কাড়াকাড়ি নেই, মারামারি নেই। ধরিত্রীর আনন্দ ভাগ ক'রলেও কমে যায় না। তোমরা সুখে থাকো, তোমাদের শাসন করবার কেউ নেই, তোমাদের শোষণ ক'রতে যদি কেউ আসে তারা একদিন ভুল বুঝে চলে যাবে আপনার পথে। তোমাদের কোন ক্ষতি হবে না কোন দিন। হ্যাঁ, কি ব'লছিলুম? তোমাদের সেই গোয়ালঘরটা—"

গিস্লার সাহেব বোধ হয় ক্লান্ত হ'য়ে পড়েচেন। সিভার বল্লে, "সেটা তৈরী হ'য়ে গেচে। বাবা আর একটা নূতন বাড়ী ক'রেচেন। কেউ যদি আসে ঐ বাড়ীতে থাক্বে।"

গিস্লার কি যেন ভাবছিলেন, বল্লেন, "আমি একবার যাবো, তোমার বাবাকে ব'লো। এখানে আমার অনেক কাজ। দক্ষিণ-আমেরিকায় তামার খনি বেরিয়েচে, এখানকার তামা আর তারা কিনবে না। তবু এই খনির মালিকরা চালাতো কোন রকমে। কিন্তু আমি কিনে নিলুম ওদের কাছ থেকে। খনিতে আর দরকার নেই। দেশের লোকের টাকার দরকার নেই। দরকার তোমার বাবার মত মানুষের। টাকাটা একটা বেঁচে থাক্‌বার উপায় কিন্তু এরা খনি আর ব্যবসা ক'রে টাকাটাকেই জীবনের উদ্দেশ্য ক'রে তোলে। এরা বাঁচ্‌তে জানে না, জীবনটাকে নিয়ে জুয়ো খেলে। তারপর একদিন অস্বাভাবিক জীবন যাপনের জন্য মরে। ওরা পরম সুখের সন্ধান জানে না তাই কেবলই ঝগড়া করে, মারামারি করে কৃত্রিম সুখের জন্য। তাই ওদের অভিযোগ আর অসন্তোষের শেষ নেই। তোমরা তা'

ক'রো না, জীবন নিয়ে জুয়ে খেলো না। কখনো অসুখী হ'য়ো না, মেকি সুখের পিছনে ছুটো না। যাক্, কি যেন সব বললুম তোমাকে। তোমাদের কখনো অমন দুর্গতি হবে না। হ্যাঁ, শোন আমার এখানে অনেক কাজ। খনিটা কিনে আমি আবার নতুন ক'রে পত্তন ক'রবো না। লোকে বলে আমি শয়তান, আমি তাদের সর্ব্বনাশ করি। তা' বলুক! আমি আর মাটির অপমান হ'তে দেবো না। আচ্ছা, আমি এখন যাই।"

গিস্লার যে বাড়ী থেকে বেরিয়েছিলেন সেই বাড়ীর ভেতরে ঢুকে গেলেন।

সিভার সেই দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলো, হঠাৎ ওর পিছনে কে যেন বললে, "খুন ক'রবো! ওকে আমি খুন ক'রবো!"

পিছন ফিরে সিভার দেখ্‌লে আরণ মুষ্টিবদ্ধ হাতখানা ছুঁড়চে আর বলচে, "ওকে আমি খুন ক'রবো—খুন!"

সিভার সেলেনরার পথে চল্‌তে সুরু ক'রলে।

ইসাক্ গম বুনচে। গাছের গুঁড়ির মত শক্ত, মালবোঝাই নৌকোর মত মন্থর। ইসাক্-এর পরণে ওর ঘরের তাঁতে বোনা জামা আর পাতলুন, সার্টটা গরম কাপড়ের যে কাপড় বোনা হ'য়েচে ওর ভেড়ার লোমে, পায়ে জুতো ওর ছাগলের চামড়ায়। ইসাক্-এর মাথায় টুপি নেই, শীতকালেও এর বেশী আবরণ ওর থাকে না। বরফের মধ্যে হেঁটে চলে, ক্ষেতে কাজ করে অশ্রান্ত বৃষ্টি মাথায় ক'রে। ইসাক্-এর মাথায় টাক্ প'ড়েচে, বার্দ্ধক্য এসেচে বোধ হয়। তা' আসুক, আজও কাজে ওর ক্লান্তি নেই। উদয়াস্ত কাজ করে। দাড়িতে হাত বুলোয় মাঝে মাঝে, দূর দিগন্তে মেঘের সমারোহ দেখে অবাক্ হ'য়ে।

তারিখের হিসাব, মাসের কিংবা বছরের হিসেব ইসাক্ রাখে না। কোন বিশেষ তারিখে ওকে কারুর সঙ্গে দেখা ক'রতে হয় না, পাওনাদারের পাওনা মেটাতে হয় না মাস এবং তারিখের হিসেব ক'রে। ধার নেই কারুর কাছে, পাওনাও নেই। ও মাস গণনা করে গাভীর প্রসবের সময় নির্ণয় ক'রতে। প্রথম তুষারপাতের পূর্ব্বে ফসল ঘরে তোলে, গাছে গাছে সবুজ কিশলয়ের প্রাচুর্য্য দেখা দেয় আর সোনালী রৌদ্র যখন ঝিকমিক করে তখন ক্ষেতের কাজ সুরু করে, ফসল বোনে। হাজার বছর পূর্ব্বেকার যুগ থেকে এই মানুষটা এসেচে বর্ত্তমান সভ্যতার কালে, ভবিষ্যতের নির্দ্দেশ দিতে। ও

এনেচে অনাগত কালের মানুষের জীবনের ছবি যখন মানুষ ফিরে আসবে মাটির কোলে। ইসাক্ চাষী, ইসাক্ কাঠুরে, ইসাক্ সর্ব্বকালের সত্য মানুষ, অশ্রান্তগতি পথিক।

তামার খনি হ'লো, বাজার বস্‌লো, কত মনোহারি জিনিষ লোকে দেখে লুব্ধ হ'লো, কত বিলাসের আয়োজনে মত্ত হ'য়ে উঠ্‌লো কিন্তু ইসাক্ তার কোন সংবাদ রাখে না। অত জিনিষ ওর প্রয়োজন নেই, বিলাস বস্তু সম্বন্ধে কোন ধারণাই নেই। যা' ওর প্রয়োজন তার সবগুলিই ও নিজে তৈরী করে, নিজে উৎপাদন করে। জামা-কাপড়, জুতো আর প্রচুর খাদ্য সামগ্রী। আর কি চাই? প্রয়োজনের বস্তু যা' কিছু সব ঐ অরণ্যে, পর্ব্বতে আর বিস্তীর্ণ উপত্যকাভূমিতে ছড়িয়ে আছে। ইসাক্ গম বোনে, অপরাহ্ণ বেলার আলোকে ওর মুখ আরক্ত দেখায় যেমন রাঙা ঐ পাহাড়ের চূড়া।

দলে দলে ভেড়া আর গরু ঘরে ফিরে আস্‌চে। জেনি, পোলাইন, রেবেকা—তিনটি যুবতী নারী তাদের খাবার দেয়, দুধ দোয়। ইনার থাকে ঘরে, সে রান্না ক'রচে। সংসারটি আর ছোট নেই। ইনার তেমনই আছে, দীর্ঘাকার বলিষ্ঠ রমণী। ইনারের জীবনে অনেক বিপর্য্যয় গেচে কিন্তু আজ সে শান্তির নীড় রচনা করেচে। অক্ষুন্নমহিমা তার যৌবন, লালনযত্নে মধুর তার চরিত্র।

ক্ষেতের কাজ সেরে ইসাক্ বাড়ী ফিরে আসে। রান্নাঘর থেকে ইনার শোনে তার ভারি পায়ের শব্দ। দুধ নিয়ে মেয়েরা ফিরে আসে, অকারণে তারা ঝর্ণার ধারে গিয়ে দাঁড়ায়। পোলাইন্ আর জেনি, আস্রে আর সিভার্‌কে নিয়ে রঙ্গ করে। তাদের কলহাস্য শোনা যায় রান্নাঘর থেকে। ইনারের মুখে হাসি ফুটে উঠে, ইসাককে বলে, "খাবে এসো।"

তারপর রাত্রির অন্ধকার নেমে আসে নিবিড় অরণ্য ছেয়ে, অনন্ত আকাশ ব্যাপ্ত ক'রে।

—শেষ—